Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

৯ম বর্ষ ৮ম সংখ্যা

মে ২০০৬

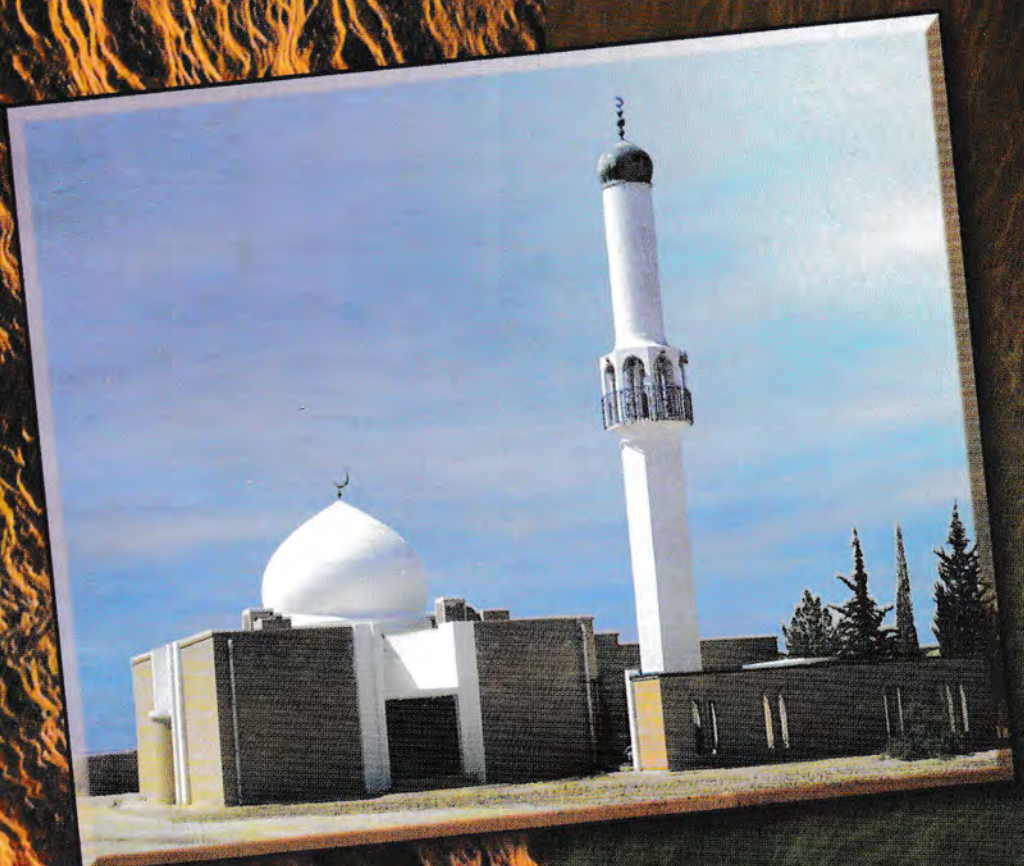

إِنَّ الَّذِيْنَ فَتَنُوْا الْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَتُوبُوْا فَلَهُمْ عَذَابُ جَهَنَّمَ وَ لَهُمْ عَذَابُ الْحَرِيْقِ

'যারা মুমিন নর-নারীদেরকে বিপন্ন করে অতঃপর তওবা করে না, তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের শাস্তি ও দহন যন্ত্রণা' (বুরূজ ১০)।

بسم الله الرحمن الرحيم

মাসিক

আত-তাহরীক

مجلة "التحريك" الشهرية علمية أدبية ودينية

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

রেজিঃ নং রাজ ১৬৪

৯ম বর্ষঃ	৮ম সংখ্যা
রবীঃ ছানী-জুমাঃ আউয়াল	১৪২৭ হিঃ
বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ	১৪১৩ বাং
মে	২০০৬ ইং

সম্পাদক মণ্ডলীর সভাপতি
ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
সম্পাদক
ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
সহকারী সম্পাদক
মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম
সার্কুলেশন ম্যানেজার
আবুল কালাম মুহাম্মাদ সাইফুর রহমান
বিজ্ঞাপন ম্যানেজার
শামসুল আলম

কম্পোজঃ হাদীছ ফাউণ্ডেশন কম্পিউটার্স

সার্বিক যোগাযোগঃ
সম্পাদক, মাসিক আত-তাহরীক
নওদাপাড়া মাদরাসা (বিমানবন্দর রোড)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী। মোবাইলঃ ০১৭১৫০০২৩৮০।
ফোন ও ফ্যাক্সঃ (০৭২১) ৭৬০৫২৫।
সহকারী সম্পাদক মোবাইলঃ ০১৭১৬০৩৪৬২৫
সার্কুলেশন ম্যানেজার মোবাইলঃ ০১৭১১৯৪৪৯১১
ই-মেইলঃ tahreek@librabd.net
Web: www. at-tahreek.com
কেন্দ্রীয় 'যুবসংঘ' অফিস ফোনঃ ৭৬১৭৪১
কেন্দ্রীয় 'আন্দোলন' অফিস ফোনঃ ৭৬০৫২৫ (অনুঃ)
'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ' ঢাকা অফিস ফোনঃ ৯৫৬৮২৮৯

প্রচ্ছদ পরিচিতিঃ আল-আসাদ জামে মসজিদ, ইরাক।

● হাদিয়াঃ-১৪ টাকা মাত্র ●

হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ
কাজলা, রাজশাহী কর্তৃক প্রকাশিত এবং
দি বেঙ্গল প্রেস, রাণীবাজার, রাজশাহী হ'তে মুদ্রিত।

সূচীপত্র

- সম্পাদকীয় ০২
- দরসে কুরআনঃ
  - জাতিসংঘের সংবিধান হৌক 'ইসলাম' ০৩
    - মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব
- প্রবন্ধঃ
  - জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ *(৫ম কিস্তি)* ০৬
    - ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন
  - শত্রুতাঃ মুসলিম জীবনের অন্তরায় ১২
    - রফীক আহমাদ
  - লৌহ পিঞ্জরে বন্দী প্রতিভাঃ বঞ্চিত মানবতা কি শুধু আর্তনাদ করেই ক্ষান্ত হবে? ১৭
    -মুযাফফর বিন মুহসিন
  - সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য ২২
    -মুরাদ বিন আমযাদ
  - দাড়ি রাখার শারঈ বিধান ২৬
    -যহুর বিন ওছমান
- হাদীছের গল্পঃ ২৮
  - নেতার প্রতি কর্মীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির স্বরূপ
    -হাফেয মুকাররম
- গল্পের মাধ্যমে জ্ঞানঃ ২৯
  (ক) একটি বিশ্বাসের জন্য (খ) সম্পদের মোহ
  -মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
- চিকিৎসা জগৎঃ ৩০
  - শিশুর সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহার *-মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন*
- ক্ষেত-খামারঃ ৩২
  - (ক) লেবু ফলে সারা বছর
    (খ) নতুন জাতের বারোমাসি পিঁয়াজ
- কবিতাঃ ৩৪
  (১) তাওহীদী কাফেলা (২) নির্যাতিত মুসলমান
  (৩) কি দেখলাম জেলে!
- সোনামণিদের পাতা ৩৫
- স্বদেশ-বিদেশ ৩৬
- মুসলিম জাহান ৩৯
- বিজ্ঞান ও বিস্ময় ৪০
- সংগঠন সংবাদ ৪১
- পাঠকের মতামত ৪৭
- প্রশ্নোত্তর ৪৯

দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতি ও গণমানুষের দুর্ভোগঃ এলাহী গযবের আলামত!

তেল, বিদ্যুৎ ও পানিসংকট এবং দ্রব্যমূল্যের লাগামহীন উর্ধ্বগতিতে দেশের প্রায় চৌদ্দ কোটি মানুষের নাভিশ্বাস উঠেছে। গণমানুষের ভোগান্তি গণবিস্ফোরণে রূপ নিয়েছে। 'কানসাট ট্রাজেডি' শেষ না হ'তেই খোদ রাজধানীর 'শনির আখড়া বিদ্রোহ' দেশবাসীকে আরেক দফা ক্ষিপ্ত করে তুলেছে। পানি ও বিদ্যুতের অভাবে মানুষের দুর্ভোগ চরম আকার ধারণ করেছে। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১৭/১৮ ঘণ্টাই বিদ্যুৎ থাকছে না। বিদ্যুতের এই লুকোচুরির কারণে সাম্প্রতিক ইরি মৌসুমে জমিতে পানি সেচ দেওয়ার জন্য অনেক কৃষক বিকল্প হিসাবে শ্যালোমেশিন ক্রয় করেন। কিন্তু এতেও ফলোদয় হয়নি। কারণ জ্বালানি তেলের অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি এবং সময়ে সময়ে দুষ্প্রাপ্যতা কৃষককে যারপরনাই বেকায়দায় ফেলেছে। ফলে পর্যাপ্ত পানি সেচ দিতে না পারায় ফলনও আশানুরূপ হয়নি। পানি সংকট এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, মসজিদের মাইকেও মুয়াযযিনের কণ্ঠে ঘোষিত হচ্ছে 'মসজিদে পানি নেই, বাসা থেকে ওযূ করে আসুন'। আর প্রচণ্ড ভেপসা গরমে দেশের উত্তরাঞ্চলের মানুষের ঘণ্টার পর ঘণ্টা বিদ্যুৎ বিহীন অবস্থান যেন এক অভিশপ্ত জীবন।

অপরদিকে দ্রব্যমূল্য! সে তো লাগামহীন পাগলা ঘোড়া। সরকারের রহস্যজনক নিষ্ক্রিয়তা ও নিয়ন্ত্রণহীনতা একে আরো বেপরোয়া করে তুলেছে। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে যে, তা সাধারণ জনগণের ক্রয়ক্ষমতা অনেক আগেই ছাড়িয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের সাড়ে চার বছরে নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্য ৫০ শতাংশ থেকে ১০০ শতাংশেরও বেশী বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সরকার ক্ষমতায় আসার আগে প্রতি কেজি মধ্যম মানের চালের মূল্য যেখানে ছিল ১২ টাকা, তা এখন বিক্রি হচ্ছে ২০ থেকে ২৮ টাকায়। ৩৪ টাকা কেজির মসুর ডাল এখন ৬০ টাকা, ৩৪ টাকার মুগ ডাল এখন ৬৫ টাকা, ২৭ টাকার তেল ৫৬ টাকা, ২৭ টাকার চিনি ৬০ টাকা, ২৪ টাকার গুড় ৫০ টাকা, ৮০ টাকা কেজির গরুর গোশত এখন ১৫০ টাকা, ৮০ টাকার রুই মাছ ১৪০ টাকা এবং ১৫০ টাকার চিংড়ি মাছ এখন বিক্রি হচ্ছে ৩৫০ টাকায়। জ্বালানি তেলের মূল্য বর্তমান সরকারের আমলেই ৭ বার বৃদ্ধি করা হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিত্য ব্যবহার্য কেরোসিন ১৭ টাকা থেকে বর্তমানে ৩২ টাকায় দাঁড়িয়েছে। ইতিমধ্যে আরেক দফা বৃদ্ধির পরিকল্পনাও চলছে। এতদ্ব্যতীত কাঁচাবাজারেও চলছে অগ্নিমূল্য। সর্বাধিক ব্যবহৃত 'আলু' মৌসুম শেষ না হ'তেই এখন ১৬ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। পেঁয়াজ তো মনে হয় সোনার হরিণ। এছাড়া বাকী সব তরি-তরকারির অবস্থাও তথৈবচ। অর্থাৎ এমন কোন পণ্য নেই যার অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেনি এবং সাধারণ মানুষের ক্রয়সীমার বাইরে চলে যায়নি।

অবশ্য সরকারের পক্ষ থেকে বার বার একটি বুলি আওড়ানো হচ্ছে যে, দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতির সাথে জনগণের ক্রয়ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেয়েছে। প্রশ্ন হ'ল- কাদের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে? অসাধু ব্যবসায়ী, মজুদদার, ঘুষখোর আমলা-কর্মচারী, চোরাচালানী, দুর্নীতিবাজ রাজনৈতিক নেতা, একশ্রেণীর রাজনৈতিক টাউট-বাটপাড় ব্যতীত আম জনসাধারণের কি ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে? সরকারের এই বক্তব্য যদি দেশের চৌদ্দ কোটি মানুষের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হ'ত তাহ'লে তো জনগণের আর দুর্ভোগের কোন প্রশ্নই ছিল না। অনাহারে-অর্ধাহারেও দিনাতিপাত করতে হ'ত না দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী দেশের ৪০ ভাগ মানুষকে। কাজেই সমাজের একটি বিশেষ শ্রেণীর ক্রয়ক্ষমতাকে সূচক বা নযীর হিসাবে উপস্থাপন করা প্রতারণা বৈ কিছুই নয়। কেননা যাদের আয়ের হিসাব নেই তাদের খরচেরও হিসাব থাকে না। সেকারণ গরুর গোশত ৫০০/= এবং মাছ ৩০০/= টাকা কেজি হ'লেও তাদের কিছুই আসে যায় না। কিন্তু একটু নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করুন তাদের কথা, যারা সারা দিন রিক্সায় প্যাডেল মেরে ১০০/= টাকা আয় করে, মাঠে হাড়ভাঙ্গা শ্রম দিয়ে কোন রকমে দু'মুঠো অন্নের জোগাড় করে। অর্থাৎ ঐ সকল দারিদ্র্যপীড়িত লোকজন, যারা একবেলা খেতে পায় তো আরেক বেলা উপোস থাকে। তারা কিভাবে এই অগ্নিমূল্যের বাজারে খেয়ে পরে বেঁচে থাকবে? অপরদিকে সমাজের নিম্ন ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অবস্থা আরও করুণ। তারা না পারে সংসারের ব্যয় নির্বাহ করতে, না পারে অপরের নিকট হাত পাততে।

মোটকথা দেশব্যাপী তেল, বিদ্যুৎ ও পানি সংকটসহ দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতিবাজদের দৌরাত্ম্যের কারণে বাংলাদেশের বর্তমানে ত্রিশঙ্কু অবস্থা। শান্তির আবহ যেন দিন দিন রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। আর অশান্তির দাবানল অক্টোপাশের ন্যায় চারদিক থেকে আঁকড়ে ধরছে। দুর্নীতিতে বার বার 'বিশ্বরেকর্ড' দেশের জাতিসত্তাকেই হুমকির সম্মুখীন করেছে। গুটিকতেক মজুদদারের হাতে যিম্মী হয়ে পড়েছে দেশের সকল ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। মিল-কল-কারখানায় উৎপাদন হ্রাস পেয়েছে। সর্বত্র যেন চলছে এক অজানা হাহাকার। এ যেন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত গযব। আল্লাহ বলেন, 'স্থলে ও জলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে মানুষের কৃতকর্মের দরুন' *(রূম ৪১)*। অতএব দেশের এই করুণ অবস্থার জন্য মূলতঃ আমরাই দায়ী। দায়ী দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও রাজনীতিক এবং দুর্নীতিগ্রস্ত সরকার ও প্রশাসন। কেননা যে দেশে মানুষের মৌলিক অধিকার লংঘিত হয়, ন্যায়বিচার ভূলুণ্ঠিত হয়, অপরাধিরা ছাড়া পেয়ে যায় আর নিরপরাধ অসহায় মানবতা নির্যাতিত হয়, যে দেশে ইসলামী মূল্যবোধের কথা বলে ক্ষমতাসীন হয়ে দেশের খ্যাতিমান ও বরেণ্য আলেমগণের উপর ডাহা মিথ্যা অভিযোগ এনে অত্যাচারের ষ্টীম রোলার চালানো হয়, বিনা বিচারে মাসের পর মাস কারাভ্যন্তরে বন্দী রেখে সমগ্র মুসলিম জাতির সাথেই করা হয় প্রতারণা, যে দেশে ক্ষমতাসীন হওয়ার পূর্বের 'হারাম' সমূহ ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার পর 'হালাল' হয়ে যায়, যে দেশের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতি বিরাজ করে, জনগণের সম্পদ ব্যয় করে দলীয় সভা-সমাবেশ ও সম্মেলন করা হয়, বিদ্যুতের প্রচণ্ড রকমের ঘাটতিতেও দলীয় অনুষ্ঠানে অতিরঞ্জিত আলোকসজ্জা করে মাত্রাতিরিক্ত অপচয় করা হয়, সে দেশে আর যাই হোক রহমত ও বরকতের দ্বার অবারিত থাকতে পারে না। বিভিন্ন রকমের আযাব-গযব, বন্যা-খরা, অতিবৃষ্টি-অনাবৃষ্টি সহ নানা প্রকারের শাস্তি অবাধ্য ঐ কওমের উপর নেমে আসে। বাংলাদেশের বর্তমান অবস্থাও বিগত যুগের ধ্বংসপ্রাপ্ত জাতি সমূহের তুলনায় কোন অংশেই কম নয়। বরং ঐ সকল কওমের সকল অপকর্ম একত্রিতভাবেই আমাদের মধ্যে বিরাজ করছে।

অতএব হে দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি! থামো! বিরত হও! ফিরে এসো সর্বাঙ্গীন কল্যাণকর এলাহী বিধানের কাছে। তোমার অপকর্মের মাসুল গুণতে হচ্ছে আজ দেশের আপামর জনসাধারণকে। অতএব আত্মসমর্পণ করো চির শান্তির ধর্ম ইসলামের কাছে। তোমার জন্য ইহকালীন শান্তি ও পরকালীন মুক্তি নিহিত আছে এরই মধ্যেই। হে মজুদদার ভাই! ইসলাম নিষিদ্ধ হারাম পদ্ধতিতে হালাল ব্যবসা করে তুমি তোমার সমস্ত হালালকে কেন হারাম করছো? আল্লাহ তো ব্যবসাকে হালাল করেছেন আর সূদকে করেছেন হারাম *(বাক্বারাহ ২৭৫)*। অতএব বাজারে সংকট সৃষ্টি করার জন্য মজুদ করা থেকে বিরত হও। সর্বোপরি সরকার ও প্রশাসনের দুর্নীতিবাজদের বলব, শাসকদের অন্যায় কর্মের কারণেই প্রজা-সাধারণের উপর দুর্ভোগ নেমে আসে। নেমে আসে ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ, নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় জনপদের পর জনপদ। কাজেই প্রশাসনের সর্বত্র দুর্নীতি বন্ধ করুন! যুলম-নির্যাতন ও মিথ্যাচার থেকে বিরত হউন! নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর থেকে যুলুমের খড়্গ প্রত্যাহার করুন। সর্বত্র কায়েম করুন সুশাসন! ফিরে আসুন ঐশী বিধানের কাছে। কেননা ন্যায়বিচারক

জাতিসংঘের সংবিধান বনাম ইসলাম

-মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَّاحِدَةً فَبَعَثَ اللهُ النَّبِيِّيْنَ مُبَشِّرِيْنَ وَمُنْذِرِيْنَ وَأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيْمَا اخْتَلَفُوْا فِيْهِ ط وَمَا اخْتَلَفَ فِيْهِ إِلاَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوْهُ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْـهُمُ الْبَيِّنَاتُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ ج فَهَدَى اللهُ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لِمَا اخْتَلَفُوْا فِيْـهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ ط وَاللهُ يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ-

অনুবাদঃ সকল মানুষ একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। অতঃপর আল্লাহ নবীগণকে পাঠালেন (জান্নাতের) সুসংবাদ দানকারী ও (জাহান্নামের) ভয় প্রদর্শনকারী হিসাবে। আর তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করলেন সত্য কিতাব, যাতে মানুষের মধ্যে বিতর্কমূলক বিষয় সমূহ তাঁরা মীমাংসা করে দিতে পারেন। বস্তুতঃ কিতাবের ব্যাপারে অন্য কেউ মতভেদ করেনি; কিন্তু সুস্পষ্ট নির্দেশ এসে যাবার পর নিজেদের পারস্পরিক যিদবশতঃ তারাই মতভেদ করেছে, যারা কিতাব প্রাপ্ত হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ বিশ্বাসীগণকে সুপথপ্রদর্শন করেছেন সেই সত্য বিষয়ে, যে ব্যাপারে তারা মতভেদে লিপ্ত হয়েছিল। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সরল পথ প্রদর্শন করে থাকেন' *(বাক্বারাহ ২১৩)*।

ব্যাখ্যাঃ অত্র আয়াতটি পবিত্র কুরআনের একটি ঐতিহাসিক ও আলোড়ন সৃষ্টিকারী আয়াত। এ আয়াত ডারউইনের কাল্পনিক বিবর্তনবাদ, কার্লমার্কসের নবুঅত ও ধর্মহীন মতবাদ এবং ফ্রয়েডের যৌনতা ও মনস্তত্ত্ববাদ সবকিছুকে গুঁড়িয়ে দিয়ে ঘোষণা করেছে যে, মানুষ আজকালকের মত জ্ঞানসম্পন্ন মানুষ হিসাবেই প্রথম দুনিয়াতে এসেছে এবং তারা শুরুতে সবাই একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তারা কখনোই বানর-হনুমান বা উল্লুক-শিম্পাঞ্জীর বিবর্তিত উন্নত রূপ ছিল না বা নবী-রাসূল তথা পথপ্রদর্শক বিহীন কোন ছন্নছাড়া জীব ছিল না।

এ আয়াত বলে দিয়েছে যে, মানবজাতির আবির্ভাবের শুরুতে পিতা আদম যেমন নবী ছিলেন, তাঁর পরেও তেমনি নবীদের সিলসিলা চলতে থাকে, যা শেষনবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। তাঁর পরে তাঁর ওয়ারিছ হিসাবে মুত্তাক্বী আলেমগণ ক্বিয়ামত পর্যন্ত সংস্কারের দায়িত্ব পালন করে যাবেন। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ)-এর বরাতে 'মুসনাদে বাযযারে' বর্ণিত হয়েছে যে, আদম (আঃ) থেকে ইদরীস (আঃ) পর্যন্ত এক হাযার বছর যাবৎ সকল মানুষ তাওহীদে বিশ্বাসী মুসলমান ছিলেন। তারা সবাই আদম (আঃ)-এর ধর্ম ও তাঁর শরী'আতের অনুসারী ছিলেন। ক্বাবীলই প্রথম ব্যক্তি, যে সুন্দরী স্ত্রী পাওয়ার লোভে ছোটভাই হাবীলকে হত্যা করে সর্বপ্রথম আদম (আঃ)-এর শরী'আতের বিধান লংঘন করে। এজন্য ক্বিয়ামত পর্যন্ত সকল খুনের গোনাহের অংশ ক্বাবীলের আমলনামায় যুক্ত হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২১১ 'ইলম' অধ্যায়)*। এরপর শয়তানের ওয়াসওয়াসায় মানুষ ক্রমেই পথভ্রষ্ট হ'তে থাকে। সাথে সাথে তাদের হেদায়াতের জন্য আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে নবীও আসতে থাকেন। একদল মানুষ তাঁদের আনীত বিধান অনুসরণে ধন্য হয়, অন্যদল অবাধ্যতা করে বিপথে যায়। তাদের এই অবাধ্যতার কারণ ছিল স্রেফ যিদ ও হঠকারিতা। বস্তুতঃ মানুষ যখন অর্থ-অস্ত্র ও জনবলে বলীয়ান হয়, তখন শয়তান তাকে সহজে কাবু করতে সমর্থ হয় এবং সে অহংকারী হয়ে যায়। অতঃপর সে আল্লাহ্র বিধান অমান্য করতে থাকে। সে জান্নাতী পথ হ'তে বিচ্যুত হয়ে জাহান্নামের অগ্নিকুণ্ডের দিকে ধাবিত হয়। বিগত যুগে ধ্বংসপ্রাপ্ত নমরূদ, ফেরাঊন, শাদ্দাদ, কারূণ প্রমুখ ব্যক্তি অহংকারীদের নেতা হিসাবে আজও সকলের নিকটে ধিকৃত হয়ে থাকে। এছাড়াও জাতি হিসাবে কওমে নূহ, হূদ, ছালেহ, শু'আয়েব, লূত্ব প্রমুখের ধ্বংসযজ্ঞ আজও পৃথিবীতে মানুষের জন্য শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত হিসাবে বিরাজ করছে। পক্ষান্তরে আদম, ইদরীস, নূহ, ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক্ব, ইয়াকূব, ইউসুফ, হূদ, ছালেহ, লূত্ব, শু'আয়েব, মূসা, দাঊদ, সুলায়মান, ঈসা (আঃ) এবং মুহাম্মাদ (ছাঃ) সর্বযুগে নন্দিত ও প্রশংসিত হয়ে আছেন।

আদম (আঃ) থেকে শুরু করে মুহাম্মাদ (ছাঃ) পর্যন্ত সকল নবীরই দাওয়াত ছিল أَنِ اعْبُدُوا اللهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّـاغُوْتَ 'তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদত কর এবং ত্বাগূত থেকে বিরত হও' *(নাহল ৩৬)*। এই ত্বাগূত ছিল শয়তান ও তার অনুগামী সমাজ নেতা এবং পথভ্রষ্ট ধর্মনেতাদের বানাওয়াট বিধান ও বুত-প্রতিমা সমূহ। শয়তান কখনো স্বরূপে এসে মানুষকে বিভ্রান্ত করে না। সে মনের ভিতর থেকে যেমন মানুষকে প্ররোচনা দেয়, তেমনি দুষ্টমতি সমাজনেতা ও ধর্মনেতার বেশ ধরে মানুষকে বিপথে নিয়ে যায়। যখনই নবীগণ মানুষকে আল্লাহ্র নাযিলকৃত অহি-র বিধান মেনে চলতে উপদেশ দিয়েছেন, তখনই ঐসব সমাজ ও ধর্মনেতারা প্রথম বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে এবং বলেছে যে,

আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের আমল থেকে চলে আসা বিধান মেনে চলবো *(বাক্বারাহ ১৭০; লোক্বমান ২১)*। যদিও তারা মৌখিকভাবে আল্লাহকে স্বীকার করত ও আখেরাতে বিশ্বাস করত। মক্কার কাফির-মুশরিক, মদীনার ইহুদী-নাছারা ও পৌত্তলিকরা আল্লাহ, রাসূল, পরকাল সবই মানত। কিন্তু মানত না কেবল আল্লাহ্র বিধান। তারা চলত তাদের নিজেদের রচিত বিধান মতে। তারা যা বলত সেটাই ছিল আইন এবং সেটাই মেনে চলতে হ'ত সবাইকে। নইলে সমাজপতিদের নির্দেশে নেমে আসত অবর্ণনীয় নির্যাতন ও যুলুমের ষ্টীম রোলার। টু শব্দটি করার ক্ষমতা থাকত না কারু। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই নির্যাতনের শিকার হয়েছেন নবীগণ ও তাঁদের ঈমানদার সাথীগণ। অথচ বিশ্বসমাজ চিরকাল ঐ নির্যাতিত ঈমানদারগণকেই সম্মান ও শ্রদ্ধা করেছে এবং শক্তিশালী যালেমদেরকে প্রত্যাখ্যান করেছে ও ঘৃণা করেছে। এতেই বুঝা যায় যে, অস্ত্রশক্তির বিজয় প্রকৃত বিজয় নয়, প্রকৃত বিজয় হ'ল মানবতার বিজয়। ইসলাম যুগে যুগে সে বিজয়ই কামনা করেছে এবং তার জোরেই পৃথিবী জয় করেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ পরিচালনার জন্য অভ্রান্ত বিধান কি হবে এবং তা কোথায় পাওয়া যাবে? এর একমাত্র জবাব হ'ল- এই বিধান আসবে সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ্র পক্ষ হ'তে তাঁর নবীদের মাধ্যমে এবং তা পাওয়া যাবে মহান আল্লাহ প্রেরিত কিতাবে, অন্য কোথাও নয়। আর নবীদের বাস্তব প্রশিক্ষণ হবে ঐ অভ্রান্ত ঐশী পথেরই নির্দেশক। মানুষ নবীদের পথ অনুসরণ করবে মাত্র। মানুষের জ্ঞান আল্লাহ্র কিতাব ও নবীর প্রদর্শিত পথ তথা সুন্নাহ্র ব্যাখ্যাকারী হবে, প্রত্যাখ্যান বা পরিবর্তনকারী হবে না।

ইসলাম হ'ল আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ ঐশী বিধান, কুরআন হ'ল সর্বশেষ ঐশী কিতাব ও মুহাম্মাদ (ছাঃ) হ'লেন সর্বশেষ নবী ও পূর্ণাঙ্গ ঐশী জীবন পথের প্রদর্শক। পবিত্র কুরআন যখন নাযিল হচ্ছিল, তখনই ইহুদী-নাছারা পণ্ডিতবর্গ একে স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং সর্বান্তঃকরণে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছেন। আবদুল্লাহ বিন সালাম, কা'ব আল-আহবার, আদী বিন হাতেম, সালমান ফারেসী প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণ ঐসব ধর্মের বড় বড় পণ্ডিত ছিলেন এবং শেষনবী ও কুরআনকে সত্য জ্ঞান করেই ইসলাম কবুল করেছিলেন। তৎকালীন প্রভাবশালী খৃষ্টান রাজা নাজাশী প্রজাদের কারণে প্রকাশ্যে ইসলাম কবুল না করলেও মনেপ্রাণে ইসলাম কবুল করেছিলেন। তিনি ৬২ জন আবিসিনীয় ও ৮ জন সিরীয় খৃষ্টান ধর্মযাজককে মদীনায় রাসূলের দরবারে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা রাসূলের মুখে সূরা ইয়াসীন শুনতে শুনতে কেঁদে বুক ভাসিয়েছিলেন ও সাথে সাথে ইসলাম কবুল করে ধন্য হয়েছিলেন। তাদের প্রত্যাবর্তনের পরে বাদশাহ নাজাশী নিজ পুত্রের নেতৃত্বে আরেকটি প্রতিনিধি দল জাহাযে করে মদীনায় প্রেরণ করেন। কিন্তু পথিমধ্যে সাগরে ডুবে তারা সবাই মৃত্যুবরণ করে। পক্ষান্তরে মদীনার সনদে স্বাক্ষরকারী বনু নাযীর ও বনু কুরায়যার খৃষ্টান নেতারা যিদ ও অহংকারের বশীভূত হয়ে মুহাজির নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে হীন জ্ঞান করে তাঁর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় ও নানাবিধ কষ্ট দেয়। অবশেষে বাধ্য হয়ে তাদেরকে মদীনা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

যিদ ও অহংকারবশে অনেকের বিরোধিতা সত্ত্বেও বিগত ও বর্তমান বিশ্বের সত্যনিষ্ঠ সকল জ্ঞানী-মহাজন ইসলাম, ইসলামের নবী ও কুরআনকে অভ্রান্ত ও একমাত্র মান্য হিসাবে ঘোষণা করেছেন। এ বিষয়ে বার্নার্ড শ' থেকে মাওসেতুং পর্যন্ত অসংখ্য মনীষীর বাণীসমূহ উদ্ধৃত করা যাবে। সেযুগেও যেমন সকল ধর্মের অনুসারীদের মধ্যে আল্লাহভীরু ও ফাসেক লোকদের অস্তিত্ব ছিল, আজও তেমনি রয়েছে। ফাসেক নেতাদের হাতে দুনিয়া সর্বদা বিপর্যস্ত হয়েছে। পক্ষান্তরে আল্লাহভীরুদের হাতে দুনিয়ায় শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

'ঐক্যে মুক্তি, অনৈক্যে বিপত্তি' এই প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং দু'দু'টো বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপক ধ্বংসকারিতায় ভীত হয়ে মুক্তি ও কল্যাণের আশায় মানুষ 'জাতিসংঘ' নামক বিশ্বপ্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। জাতিসংঘ তার বিভিন্ন সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে বিপন্ন মানবতার সেবায় সামান্য হ'লেও ভূমিকা রাখতে সক্ষম হয়েছে। জাতিধর্ম, ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে জাতিসংঘের এই সেবা নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবী রাখে। বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন দেশের নির্যাতিত নিপীড়িত মানবতার একমাত্র ভরসাস্থল হওয়া উচিত ছিল 'জাতিসংঘ'। কিন্তু 'ভেটো ক্ষমতা'র অধিকারী পাঁচটি অতিকায় দৈত্যদেশের হাতে বন্দী হয়ে আছে এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠান। এর পরিচালনায় রয়েছে প্রধানতঃ তাদেরই ইঙ্গিত-ইশারা ও তাদেরই রচিত বা অনুমোদিত বিধান সমূহ। ফলে দুর্বল রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে বঞ্চিত ও অধিকারহারা, সাথে সাথে ধনী রাষ্ট্রগুলো হচ্ছে স্ফীত ও লাগামহারা। কারণ এই বিশ্বপ্রতিষ্ঠানের হাতে এমন কোন শক্তিশালী ও স্থায়ী বিশ্ববিধান নেই, যা সারা বিশ্বকে দৃঢ়ভাবে সঠিক পথে পরিচালনা করতে পারে। মানবজাতির জন্য নাযিলকৃত সেই স্থায়ী ও অভ্রান্ত ঐশী বিধানই হ'ল 'ইসলাম'। এখন প্রয়োজন হ'ল তার যথাযথ অনুসরণ ও বাস্তবায়ন। মুসলিম-অমুসলিম নির্বিশেষে সকল রং ও বর্ণের মানুষকে সঠিক ও অপরিবর্তনীয় বিধানের অধীনে পরিচালনার জন্য 'ইসলামই' একমাত্র বিশ্ববিধান। বিশ্বের সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ স্ব স্ব রাষ্ট্রব্যবস্থা অক্ষুণ্ন রেখে

ইসলামের দেওয়া মৌলিক কল্যাণবিধান অনুসরণে অতি সহজে ঐক্যবদ্ধ খেলাফতে পরিণত হ'তে পারে। কেবল প্রয়োজন উদার মনে আল্লাহ্র বিধানকে কবুল করা।

বর্তমান পৃথিবীতে ইসলাম ব্যতীত কোন ঐশী ধর্ম নেই। কারণ আল্লাহ তা'আলা কেবল পবিত্র কুরআনকেই হেফাযত করার দায়িত্ব নিয়েছেন *(হিজর ৯)*। আর সেজন্য তা আজও অবিকৃত রয়েছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে। পক্ষান্তরে তাওরাৎ-ইঞ্জীলের হেফাযতের দায়িত্ব তিনি স্ব স্ব কিতাবের অনুসারীদের উপরে ন্যস্ত করেছিলেন *(মায়েদাহ ৪৪)*। কিন্তু তারা সে দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় এবং দুনিয়াবী স্বার্থে তার মধ্যে অসংখ্য বিকৃতি ঘটায় *(বাক্বারাহ ৭৯; নিসা ৪৬; মায়েদাহ ১৩, ৪১)*। তাছাড়া কুরআন নাযিলের পরে বিগত সব ঐশী কিতাবের হুকুম রহিত হয়ে গেছে। যদি আজকে মূসা (আঃ)-এর আবির্ভাব ঘটতো, তবে তাঁকেও শেষ নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর অনুসরণ ব্যতীত গত্যন্তর থাকত না।[১] ক্বিয়ামত পূর্বকালে ঈসা (আঃ) অবতরণ করলেও তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের অনুসরণ করবেন এবং ইমাম মাহদী-র ইমামতিতে ছালাত আদায় করবেন।[২] এক্ষণে বিগত উম্মতগুলো যেভাবে যিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ প্রেরিত কিতাব সমূহের বিধানকে অস্বীকার করে আল্লাহ্র গযবে ধ্বংস হয়েছিল, আজকের বৈজ্ঞানিক সভ্যতার যুগে আমরা সেই একই ভুলের পুনরাবৃত্তি করে যেন নিজেদের ধ্বংস নিজেরা ডেকে না আনি।

পরিশেষে মানবতার সত্যিকার কল্যাণকামী বিশ্বনেতাদের প্রতি আহ্বান! নিজেদের রচিত ভ্রান্তিময় বিধান সমূহ পরিত্যাগ করে আল্লাহ প্রেরিত চিরস্থায়ী ঐশী বিধান 'ইসলাম' অনুযায়ী নিজেদের দেশ সমূহ পরিচালনা করুন এবং বিশ্বসংস্থা 'জাতিসংঘ'কে দৃঢ় ভিত্তির উপরে পরিচালনার জন্য ইসলামকে স্থায়ী সংবিধান হিসাবে গ্রহণ করুন। এভাবে 'বিশ্ব ইসলামী খেলাফত' কায়েম হৌক- এটাই হ'ল প্রকৃত মানবপ্রেমিক আল্লাহভীরু বান্দাদের একান্ত কামনা। আর এভাবেই মানবজাতি পুনরায় একই জাতিসত্তার অন্তর্ভুক্ত হ'তে পারে। মুসলিম রাষ্ট্রগুলোকে প্রথমেই এ ব্যাপারে উদ্যোগী হওয়ার আহ্বান জানাই। অতএব আসুন! স্ব স্ব যিদ ও অহংকার পরিহার করে উদার মনে ইসলামের সত্যকে অনুধাবন করি ও সে মোতাবেক নিজেদের পরিচালনার মাধ্যমে শান্তিময় বিশ্ব গড়ে তুলি। আল্লাহ্র আমাদের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

১. *দারেমী, আহমাদ, সনদ হাসান মিশকাত হা/১৭৭ ও ১৯৪)*।
২. *মুসলিম, মিশকাত হা/৫৫০৭*।

লেখকদের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ

পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতে সমাজ গড়ার লক্ষ্যে সাহিত্যাঙ্গনে সাহসী পদক্ষেপ নিয়ে মাসিক **'আত-তাহরীক'** সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতির পথে এগিয়ে চলেছে। বিজ্ঞ ও সংস্কারমনা ইসলামপন্থী লেখক, কবি ও সাহিত্রিক ভাইদের নিকট থেকে আমরা আন্তরিকভাবে লেখা আহ্বান করছি।

মাননীয় লেখককে নিম্নোক্ত বিষয়গুলির প্রতি দৃষ্টি রাখার জন্য অনুরোধ রইল

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্হ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।

২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং অধ্যায়, খণ্ড ও পৃষ্ঠা সংখ্যা উল্লেখ করতে হবে।

৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।

৪. অনুবাদের সাথে মূল কপি পাঠাতে হবে।

৫. মহিলাদের ও সোনামণিদের পাতায় প্রবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, ছড়া, ছোট কবিতা, সামাজিক নাটক ইত্যাদি সানন্দে গৃহীত হবে। লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

জাল হাদীছঃ উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ

ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন

(৫ম কিস্তি)

(৩) কিচ্ছা-কাহিনীর মাধ্যমে হাদীছ জালকরণঃ

হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসে জাল হাদীছ রচনায় নতুন মাত্রা যোগ হয়। লোকেরা মিথ্যা ও উদ্ভট কিচ্ছা-কাহিনী ও অমূলক কিংবদন্তীকে হাদীছ বলে চালিয়ে দিতে শুরু করে। অবশ্য অনেকের মতে খুলাফায়ে রাশেদীনের আমলের শেষের দিক থেকেই কিচ্ছা-কাহিনীর সূত্রপাত ঘটে। এ সম্পর্কে ডঃ মুহাম্মাদ উজাজ আল-খত্বীব বলেন,

ظَهَرَتْ حَلَقَاتُ الْقَصَّاصِيْنَ وَ الْوَعَاظِ فِيْ أَوَاخِرِ عَهْدِ الْخِلاَفَةِ الرَّاشِدَةِ وَ كَثُرَتْ هَذِهِ الْحَلَقَاتُ فِيْمَا بَعْدُ فِيْ مُخْتَلِفِ مَسَاجِدِ الأَقْطَارِ الإِسْلاَمِيَّةِ.

'খিলাফতে রাশেদার শেষদিকে গল্পকার ও বক্তাদের মজলিস প্রকাশ পায় এবং পরবর্তীতে ইসলামী ভূখন্ডের মসজিদ সমূহে এসব মজলিস বৃদ্ধি পায়'।[১৩৩]

ইমাম ইবনু মাজাহ ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে হাসান সনদে বর্ণনা করেন যে,

لَمْ يَكُنِ الْقَصَصُ فِيْ زَمَنِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَلاَ زَمَنِ أَبِيْ بَكْرٍ وَ لاَ زَمَنِ عُمَرَ.

'নবী করীম (ছাঃ), আবুবকর (রাঃ) এবং ওমর (রাঃ)-এর যুগে কিচ্ছা-কাহিনীর কোন অস্তিত্ব ছিল না'।[১৩৪]

এ বিষয়ে ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে আরেকটি বর্ণনা পাওয়া যায় যে, 'একদিন জনৈক কথক তার মজলিসে এসে বসলে তিনি তাকে মজলিস থেকে উঠে যেতে বলেন। সে মজলিস ত্যাগে অস্বীকৃতি জানালে ইবনু ওমর (রাঃ) পুলিশের সহযোগিতায় তাকে মজলিস থেকে বের করে দেন।[১৩৫]

উক্ত বর্ণনা দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, খুলাফায়ে রাশেদীনের আমল থেকেই কিচ্ছা-কাহিনীর সূত্রপাত হয়। তবে হিজরী দ্বিতীয় শতাব্দীতে এসে তা ব্যাপক ও ভয়ঙ্কর রূপ ধারণ করে। জাল ও যঈফ হাদীছের গ্রন্থাবলীতে এ সম্পর্কিত যে সমস্ত ঘটনা দেখতে পাওয়া যায়, তার অধিকাংশই হিজরী প্রথম শতাব্দীর পরের। সম্ভবত একারণেই ডঃ মুহাম্মাদ 'উজাজ আল-খত্বীব প্রথমে উক্ত অভিমত ব্যক্ত করলেও আলোচনার শেষ প্রান্তে গিয়ে তিনি বলেছেন,

وَالأَحَادِيْثُ الَّتِى وَضَعَهَا الْقَصَّاصُ فِيْ الْقَرْنِ الأَوَّلِ قَلِيْلَةٌ، ازْدَادَتْ فِيْمَا بَعْدُ، وَ قَدْ كَشَفَ عَنْهَا رِجَالُ هَذَا الْعِلْمِ وَ بَيَّنُوْا وَضْعَهَا وَ تَتَبَّعُوْهُمْ حَتَّى تَمَيَّزَ الصَّحِيْحُ مِنَ الْبَاطِلِ.

'প্রথম শতাব্দীতে গল্পকাররা যেসব হাদীছ জাল করেছিল তা ছিল কম। পরবর্তীতে তা বৃদ্ধি পায়। মুহাদ্দিছগণ এসকল হাদীছের মুখোশ উন্মোচন করেছেন, জাল হওয়ার কারণ বর্ণনা করেছেন এবং জাল হাদীছ বর্ণনাকারীদের পশ্চাদ্ধাবন করেছেন। ফলে বাতিল (জাল) থেকে ছহীহ পৃথক হয়ে যায়'।[১৩৬]

উক্ত সময়ে ওয়ায-মাহফিলের মত গুরুত্বপূর্ণ স্থান দখল করে নেয় কিচ্ছা বর্ণনাকারীর দল। তারা মনমুগ্ধকর সুরেলা কণ্ঠে ইনিয়ে বিনিয়ে হাদীছের নামে এমন মিথ্যা গল্প উপস্থাপন করতে শুরু করে, যা শ্রবণে শ্রোতাদের হৃদয় সহজে বিগলিত হয়ে পড়ে। তাদের হৃদয়ে সামান্যতম আল্লাহভীতি ছিল না। ইসলামের প্রতি বাহ্যিকভাবে অনুরাগী এসব গল্পবাজদের মূল উদ্দেশ্য ছিল আজব আজব কাহিনী শুনিয়ে মঞ্চ মাত করে রাখা, মজলিসে সমবেত লোকদের কাঁদানো, তাদের মধ্যে উন্মাদনা সৃষ্টি করা। সর্বোপরি মানুষের মন জয় করা এবং সমাজে তাদের প্রভাব বিস্তার করা, যেন প্রকৃত মুহাদ্দিছগণের মর্যাদার হানি হয়। এ ধরণের কয়েকটি ঘটনা নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল-

(১) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ) ও ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রহঃ) একদিন বাগদাদের 'রুছাফা' মসজিদে ছালাত আদায় করেন। ছালাত শেষে তাদের সামনে জনৈক কিচ্ছা বর্ণনাকারী ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলল, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন আমাদের নিকটে হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তারা বলেন, আমাদের নিকট আব্দুর রাযযাক হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি কাতাদাহ হ'তে এবং তিনি আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'মানুষ যখন 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' এই কালিমা পাঠ করে, তখন আল্লাহ তা'আলা তার প্রত্যেকটি শব্দ হ'তে এক একটি পাখি সৃষ্টি করেন, যার ঠোঁট স্বর্ণের, আর পালক মুক্তার'। এভাবে ঐ কথক অবলীলাক্রমে প্রায় ২০ পৃষ্ঠার

---

১৩৩ *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২১০।*

১৩৪. *আল-মাওযূ'আতুল কাবীর, পৃঃ ২০।*

১৩৫. *আল-মাওযূ'আতুল কাবীর, পৃঃ ২১; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ৩য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫২।*

১৩৬. *আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২১৩।*

মত হাদীছ বর্ণনা করল। এতে অবাক বিস্ময়ে ইমামদ্বয় একে অপরের দিকে তাকাতে লাগলেন। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রহঃ) ইমাম আহমাদ ইবনু হাম্বল (রহঃ)-কে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি তার নিকটে হাদীছ বর্ণনা করেছেন? তিনি বললেন, আল্লাহ্‌র কসম আমি এইমাত্র হাদীছটি শ্রবণ করলাম। ইতিপূর্বে কখনো এমন হাদীছ শুনিনি। অতঃপর সে বক্তৃতা শেষ করলে ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রহঃ) তাকে হাতের ইশারায় নিকটে ডাকলেন। অহংকারের ভঙ্গিতে সে এগিয়ে আসল। ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন (রহঃ) জিজ্ঞেস করলেন, কে তোমার নিকটে এ হাদীছটি বর্ণনা করেছে? সে বলল, আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন। তখন ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন বললেন, আমি তো ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন, আর তিনি আহমাদ ইবনু হাম্বল। আমরা তো কখনো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এরূপ হাদীছ শ্রবণ করিনি। একথা শুনার পর ঐ কথক বলল, বহুদিন যাবত লোকের মুখে শুনে আসছি যে, ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন একজন নির্বোধ লোক। আজ তার সত্যতা প্রমাণিত হ'ল। ইয়াহইয়া বললেন, কিভাবে প্রমাণিত হ'ল? তখন সে বলল, তোমাদের কথায় বোধহয় তোমরা দু'জন ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন ও আহমাদ ইবনু হাম্বল নেই? আমি ১৭ জন আহমাদ ইবনু হাম্বল ও ইয়াহইয়া ইবনু মা'ঈন থেকে হাদীছটি লিপিবদ্ধ করেছি'।[১৩৭]

(২) ইবনু হিব্বান (রহঃ) এরকম আরেকটি ঘটনা বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, 'রিক্কা ও হাররান শহরের মধ্যবর্তী তাজেরুওয়ান নামক স্থানে পৌঁছে আমরা একটি জামে মসজিদে উপস্থিত হ'লাম। ছালাত শেষ করলে আমাদের সামনে এক যুবক দাঁড়িয়ে বলল, আবু খলীফা আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন যে, ওয়ালীদ আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি বলেন, শু'বা আমাদেরকে হাদীছ বর্ণনা করেছেন কাতাদাহ থেকে, তিনি আনাস (রাঃ) থেকে, তিনি (আনাস) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের প্রয়োজন পূরণ করবে আল্লাহ তাকে এরূপ এরূপ প্রতিদান দিবেন.....'। এভাবে সে দীর্ঘ হাদীছ বর্ণনা করেন। (ইবনু হিব্বান বলেন) সে কথা বলা শেষ করলে আমি তাকে ডেকে বললাম, তুমি কোথা থেকে এসেছ? সে বলল, বুরদা'আহ থেকে। আমি বললাম, তুমি কখনো বছরায় গিয়েছ? সে বলল, না। আমি বললাম, তুমি আবু খলীফাকে দেখেছ? সে বলল, না। আমি বললাম, তুমি তার থেকে কিভাবে হাদীছ বর্ণনা করলে অথচ তুমি তাকে দেখনি? সে বলল, আমাদের সাথে বিতর্ক করা ভদ্রতাহীনতার নামান্তর। আমি কেবল এই একটি সনদই মুখস্ত করেছি। তাই যখনই কোন হাদীছ শ্রবণ করি তখনই সেটিকে এই সনদের সাথে মিলিয়ে বর্ণনা করি'।[১৩৮]

(৩) খত্বীব আল-বাগদাদী (রহঃ) মুহাম্মাদ ইবনু ইউনুস আল-কুদায়মীর সূত্রে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন, 'আমি আহওয়াযে অবস্থানকালে এক শায়খকে বর্ণনা করতে শুনলাম যে, তিনি বলছেন, রাসূল (ছাঃ) যখন আলী (রাঃ)-এর সাথে ফাতেমা (রাঃ)-কে বিবাহ দিলেন, তখন আল্লাহ তুবা বৃক্ষকে আর্দ্রমুক্তা ছিটানোর আদেশ করলেন। তখন জান্নাতীরা তা প্লেটে করে তাদের মাঝে বিতরণ করল। আমি তাকে বললাম, হে শায়খ! এটাতো রাসূল (ছাঃ)-এর উপর মিথ্যারোপ। তিনি তখন বললেন, তোমার ধ্বংস হৌক, তুমি থাম, এটি আমাকে লোকেরা শুনিয়েছে'।[১৩৯]

(৪) বাগদাদে এক মাহফিলে একবার জনৈক কিচ্ছা বর্ণনাকারী আল্লাহ তা'আলার বাণী عَسَى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا -'শীঘ্রই আপনার প্রতিপালক আপনাকে মাকামে মাহমূদে উন্নীত করবেন' (বণী ইসরাঈল ৭৯)-এর তাফসীর করতে গিয়ে বলে, রাসূল (ছাঃ)-কে আল্লাহ তাঁর আরশের উপরে বসাবেন। একথা মুহাম্মাদ ইবনু জারীর আত-তাবারীর শ্রুতিগোচর হ'লে তিনি এর তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং তার দরজায় লিখে দেন যে, سُبْحَانَ مَنْ لَيْسَ لَهُ أَنِيْسٌ، وَ لاَ لَهُ عَلَى عَرْشِهِ جَلِيْسٌ -'তিনি পবিত্র, তাঁর কোন অন্তরঙ্গ সাথী নেই। তাঁর আরশের উপর কোন উপবেশনকারীও নেই'। কিন্তু দুঃখজনক যে, হক্বপন্থী এই মুফাসসিরের বিরুদ্ধে তৎকালীন সমাজের বিদ'আতী ও গল্পবাজরা চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। এমনকি পাথর নিক্ষেপে তাঁর বাড়ীর দরজা ভেঙ্গে চুরমার করে দেয়'।[১৪০]

উল্লেখ্য, সে সময় সাধারণ লোকদের অবস্থাও ছিল তথৈবচ। তারাও এসব গল্পবাজদের ওয়ায শুনতে খুব

---

১৩৭. *কিতাবুল মাওযূ'আত, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪৬; আল-লাআলিল মাছনূ'আহ, ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৪৬; আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা পৃঃ ৮৬; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২১১-২২২; আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫; আল-হাদীছুন নববী, পৃঃ ৩১০-৩১১; আল-মাওযূ'আতুল কাবীর, পৃঃ ১৭; আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৭; আল-হাদীছ ওয়াল-মুহাদ্দিছূন, পৃঃ ৩৪২।*

১৩৮. *আল-ওয়ায'উ ফিল হাদীছ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৮; আস-সুন্নাহ ক্বাবলাত তাদবীন, পৃঃ ২১২; আল-বা'ইছুল হাছীছ, পৃঃ ৬৫; বুহূছুন ফী তারীখিস সুন্নাহ আল-মুশাররাফাহ, পৃঃ ৩৮।*

১৩৯. *আল-মাওযূ'আতুল কাবীর, পৃঃ ১৮।*

১৪০. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা, পৃঃ ৮৬-৮৭।*

অনুরক্ত ছিল। এ সমস্ত ওয়ায়েযরা সাধারণ লোকদের নিকটে কতটা সমাদৃত ছিল নিম্নের ঘটনা থেকে তা সহজে অনুমান করা যায়। আল্লামা মোল্লা আলী ক্বারী (রহঃ) তাঁর 'আল-মাওযূ'আতুল কাবীর' গ্রন্থের ভূমিকায় ঘটনাটি উল্লেখ করেছেন। যেমনঃ

(৫) কূফার মসজিদে যুর'আ নামক একজন ওয়ায়েয ছিল। ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মা একটা বিষয়ে ফৎওয়া জানতে চাইলেন। আবু হানীফা (রহঃ) তার সমাধান দিলে তিনি তা গ্রহণ না করে বললেন, যুর'আর ফায়ছালা ব্যতীত অন্য কারো ফায়ছালা আমি গ্রহণ করব না। বাধ্য হয়ে তিনি তাঁর মাকে নিয়ে যুর'আর নিকটে গেলেন এবং বললেন, ইনি আমার মা। আপনার নিকটে এ বিষয়ে ফৎওয়া জানতে চান। তখন যুর'আ তাঁকে লক্ষ্য করে বললেন, এ বিষয়ে আপনিই তো আমার চেয়ে বেশী জ্ঞাত। সুতরাং আপনিই এর সমাধান দিন। তখন ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) বললেন, আমি এভাবে এর সমাধান দিয়েছি। যুর'আহ বলল, আপনি যে সমাধান দিয়েছেন, সেটাই এর সঠিক ও প্রকৃত সমাধান। যুর'আর এ কথা শ্রবণে আবু হানীফা (রহঃ)-এর মা খুশী হয়ে ফিরে আসেন'।[১৪১]

প্রিয় পাঠক! জাল ও যঈফ হাদীছ বর্ণনাকারীরা যে কি পরিমাণ ধূর্ত ও মিথ্যুক উপরের বর্ণনাগুলির মাধ্যমে তা সহজেই অনুধাবন করা যায়। মওযূ'আতের কিতাবগুলিতে এ সম্পর্কিত অনেক ঘটনা বিধৃত আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি ঘটনা তুলে ধরা হ'ল মাত্র। দুর্ভাগ্য, সে যুগের ধারাবাহিকতায় বর্তমানেও অনেক বক্তাকে মঞ্চ মাত করা সুরেলা কণ্ঠে মিথ্যা ও বানাওয়াট কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে ওয়ায করতে দেখা যায়। যা নিঃসন্দেহে প্রত্যাখ্যাত ও পরিহারযোগ্য। অন্যথায় এর পরিণতি হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

(৪) শাসকদের নৈকট্য লাভের জন্য হাদীছ জালকরণঃ

রাজা-বাদশাহ ও আমীর-উমারার সন্তুষ্টির জন্যও একশ্রেণীর স্বার্থদুষ্ট ব্যক্তি জাল হাদীছ রচনা করেছে। শাসকবর্গকে খুশী করে নিজেদের স্বার্থ হাছিল করাই ছিল এ শ্রেণীর হাদীছ জালকারীদের উদ্দেশ্য। অপরদিকে দ্বীনের ব্যাপারে শৈথিল্যবাদী ঐ সকল আমীররা নিজেদের কর্মের পক্ষে রাসূলের হাদীছ পেয়ে খুশীতে গদগদ হয়ে হাদীছ জালকারীকে প্রদান করত অঢেল উপহারসামগ্রী। অনেক শাসক মৌখিক প্রতিবাদ অথবা নিষেধাজ্ঞা সূচক জবাব দিলেও তাদের ব্যাপারে কঠোর শাস্তিমূলক কোন ব্যবস্থা নেয়নি। ফলে এরা হাদীছ রচনার মত গর্হিত কর্মে বরং উৎসাহবোধই করেছে। এ সম্পর্কিত কয়েকটি দৃষ্টান্ত নিম্নে উপস্থাপন করা হ'ল।-

(১) গিয়াছ ইবনু ইবরাহীম নামক জনৈক হাদীছ জালকারী আব্বাসীয় খলীফা মাহদীর দরবারে উপস্থিত হয়ে দেখতে পেল যে, খলীফা কবুতর নিয়ে খেলা করছেন। সে তখন খলীফার উদ্দেশ্যে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিম্নোক্ত প্রসিদ্ধ হাদীছটি لاَ سَبَقَ إِلاَّ فِيْ نَصْلٍ أَوْ خُفٍّ أَوْ حَافِرٍ 'প্রতিযোগিতা একমাত্র তীরন্দাজী অথবা উট ও অশ্ব দৌড়ে, এছাড়া অন্য কিছুতে নয়' পাঠ করে শুনাল এবং খলীফাকে খুশী করার জন্য এর সাথে أَوْ جَنَاحٍ 'অথবা কবুতর খেলায়' এই অংশটুকু বৃদ্ধি করে দিল। এতে খলীফা খুশী হয়ে তাকে ১০ হাযার দিরহাম হাদিয়া দিলেন। অতঃপর গিয়াছ চলে গেলে খলীফা কবুতরটিকে লক্ষ্য করে বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তোমার গর্দান হ'ল রাসূলুল্লাহ (ছা)-এর বিরুদ্ধে মিথ্যা হাদীছ রচনার গর্দান। এই বলে তিনি কবুতরটি যবেহ করার নির্দেশ দিলেন'।[১৪২]

(২) খলীফা মাহদীর সাথে আরেকজন হাদীছ জালকারী মুক্বাতিল ইবনু সোলায়মান আল-বলখী সাক্ষাৎ করে বলল, যদি আপনি চান তবে 'আব্বাস ও তার বংশধরদের সম্বন্ধে কয়েকটি মিথ্যা হাদীছ রচনা করে দিতে পারি। জবাবে খলীফা মাহদী শুধু বললেন, এতে আমার কোন প্রয়োজন নেই।[১৪৩]

(৩) খলীফা হারূনুর রশীদের শাসনামলে তাঁর কাযী বা বিচারক আবুল বুখতারী খলীফার উদ্দেশ্যে নিম্নোক্ত মিথ্যা হাদীছটি রচনা করে-

حَدَّثَنِيْ هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ كَانَ يُطَيِّرُ الْحَمَامَ.

---

১৪১. *আল-মাওযূ'আতুল কাবীর, পৃঃ ২১।*

১৪২. মূল 'আরবীঃ

غياث بن إبراهيم إذ دخل على المهدى و هو يلعب بالحمام فروى له الحديث المشهور ((لا سبق إلا فى نصل أو خف أو حافر)) و زاد فيه ((أو جناح)) إرضاء للمهدى فمنحه المهدى عشرة آلاف درهم ثم قال بعد أن ولى: أشهد أن قفاك قفا كذاب على رسول الله صلى الله عليه و سلم، و أمر بذبح الحمام.

দ্রঃ *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৮; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২; *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩২; *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ১৭৪।

১৪৩. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৯।

'হিশাম ইবনু উরওয়া আমার নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন, তিনি তার পিতা থেকে, তিনি আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) কবুতর উড়াতেন'।

খলীফা হারূন এর জবাবে শুধু নিম্নোক্তভাবে ধমক দিয়েই ক্ষান্ত হ'লেন যে,

اُخْرُجْ عَنِّى لَوْ لاَ أَنَّكَ مِنْ قُرَيْشٍ لَعَزَلْتُكَ

'আমার নিকট থেকে দূর হয়ে যাও, যদি তুমি কুরায়শ বংশের না হ'তে, তবে অবশ্যই আমি তোমাকে বরখাস্ত করতাম'।[১৪৪]

উল্লিখিত তিনটি ঘটনা জাল হাদীছ প্রতিরোধে খলীফাগণের দুর্বলতাই প্রমাণ করে। প্রথমোক্ত ঘটনায় খলীফা মাহদী তার নিন্দা করলেও ১০ সহস্র দিরহাম উপহার প্রদানের মাধ্যমে বরং তাকে হাদীছ জাল করার প্রতি উৎসাহই যোগানো হয়েছে। দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রস্তাবের জবাবে তাঁর শুধু 'প্রয়োজন নেই' বলাও তথৈবচ। অনুরূপভাবে খলীফা হারূনুর রশীদের যৎসামান্য ধমক রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর হাদীছ জালকরণের মত ন্যক্কারজনক কাজের প্রতিবাদে হাস্যকর বৈ আর কি? উচিত ছিল এ সমস্ত ঔদ্ধত্য প্রদর্শনকারীদের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবেই দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা। পরবর্তীতে যেন এ পথের অনুসারীরা ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বেশী দূর অগ্রসর হ'তে না পারে। ডঃ মুস্তফা আস-সুবাঈ বলেন, 'যদি তাঁরা মিথ্যা হাদীছ রচনাকারীদের প্রশ্রয় না দিতেন এবং উদ্ভূত পরিস্থিতিতে আল্লাহ্র হুকুম অনুযায়ী তাদের শীর্ষস্থানীয় লোকদেরকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করতেন, তাহ'লে পরিস্থিতির এতখানি অবনতি ঘটত না এবং এত ছড়িয়েও পড়ত না'।[১৪৫]

অবশ্য খলীফা মাহদী হাদীছ জালকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তি মূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন মর্মে বর্ণনা পাওয়া যায়। যা ইতিপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। মূলতঃ প্রথম অবস্থায় তিনি কিছুটা শিথিলতা প্রদর্শন করলেও পরবর্তীতে হাদীছ জালকারীদের শাস্তির ব্যাপারে সিদ্ধহস্ত হন এবং এদের ব্যাপারে রাজকীয় বিচারালয় স্থাপন করেন।

(৫) জনগণকে অধিক ধর্মভীরু বানানোর লক্ষ্যে হাদীছ জালকরণঃ

আল্লাহ তা'আলার অমোঘ বিধান 'আমরু বিল মা'রূফ ওয়া নাহী আনিল মুনকার' তথা সৎকাজের আদেশ দান ও অন্যায় কর্ম থেকে বাধা প্রদানের ক্ষেত্রেও অল্পবিদ্যা ভয়ঙ্করী একশ্রেণীর তথাকথিত নামধারী আলেম জাল হাদীছ রচনার আশ্রয় গ্রহণ করে। তারা মিথ্যা হাদীছ রচনা করতঃ জনসাধারণের নিকটে তা প্রচার করে লোকদেরকে সৎকাজের প্রতি উৎসাহিত এবং অসৎ কর্ম হ'তে ভীতি প্রদর্শন করত। তাদের ধারণা ছিল এটি ইসলামের একটি বড় খিদমত এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ সম্ভব। মুহাদ্দেছীনে কেরাম তাদের এ ভ্রান্ত আক্বীদার প্রতিবাদ জানালে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর হাদীছ مَنْ كَذَبَ عَلَىَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ 'যে ব্যক্তি ইচ্ছাকৃতভাবে আমার সম্পর্কে মিথ্যারোপ করবে, সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়' স্মরণ করিয়ে দিলে তারা জবাবে বলে যে, আমরা তো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষেই হাদীছ রচনা করছি, তাঁর বিরুদ্ধে নয়'।[১৪৬]

এসব মূর্খ আবিদ ও অন্ধ লোকেরা বিশেষত পবিত্র কুরআনের বিভিন্ন সূরার ফযীলতে অসংখ্য হাদীছ রচনা করে তা সর্বসাধারণ্যে ছড়িয়ে দেয়। যেমন-

(১) নূহ ইবনু আবী মারইয়াম নামক জনৈক হাদীছ জালকারীকে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে সে হাদীছ জালকরণের বিষয়টি স্বীকার করে এবং এর কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলে যে, 'আমি দেখলাম লোকেরা কুরআন পড়া ছেড়ে দিয়েছে, আর মশগূল হয়েছে ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর ফিক্বহ ও ইবনু ইসহাক্ব (রহঃ)-এর যুদ্ধ কাহিনীর উপর। তখন লোকদেরকে পবিত্র কুরআনের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্য আমি এ সমস্ত জাল হাদীছ রচনা করেছি'।[১৪৭]

(২) গোলাম খলীল (মৃঃ ২৭৫ হিঃ) নামক অপর মিথ্যা হাদীছ রচনাকারী কর্তৃক প্রায় চার শত হাদীছ জালকরণের কথা জানা যায়। সে বাগদাদের একজন নামকরা ধর্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিল। যেদিন তার মৃত্যু হয় সেদিন তার মৃত্যুশোকে বাগদাদের সকল দোকানপাট বন্ধ ছিল। এতদসত্ত্বেও শয়তানের প্ররোচনায় সে যিকর ও বিভিন্ন প্রকার ওযীফার ফযীলত সম্পর্কিত বহু জাল হাদীছ রচনা করে। এ সমস্ত হাদীছ রচনার কারণ জানতে চাওয়া হ'লে সে উত্তরে বলে, জনগণের মন বিগলিত করার জন্যই আমি এগুলি রচনা করেছি।[১৪৮]

---

১৪৪. *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩২; *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৯।

১৪৫. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৮।

১৪৬. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৭।

১৪৭. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ৮৭; *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪১।

১৪৮. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৭।

(৩) ডঃ মুহাম্মাদ আছ-ছাব্বাগ খত্বীব আল-বাগদাদীর বরাতে একজন হাদীছ জালকারীর বক্তব্য উল্লেখ করেছেন এভাবে,

إِنْ اِجْتَمَعَنَا هُنَا فَرَأَيْنَا النَّاسَ قَدْ رَغِبُوْا عَنِ الْقُرْآنِ وَ زَهَدُوْا فِيْهِ، وَ أَخَذُوْا فِيْ هَذِهِ الأَحَادِيْثِ فَقَعَدْنَا فَوَضَعْنَا لَهُمْ هَذِهِ الْفَضَائِلَ حَتَّى يَرْغَبُوْا فِيْهِ.

'আমরা যদি সেখানে একত্রিত হতাম, দেখতাম লোকেরা কুরআনের প্রতি অনাসক্ত হয়ে পড়েছে এবং কুরআন থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। তখন আমরা এই সকল হাদীছ জাল করতে শুরু করলাম। তাই আমরা তাদের জন্য এই সকল ফযীলত সংক্রান্ত হাদীছ জাল করলাম। ফলে তারা আবার কুরআনের প্রতি আসক্ত হ'ল'।[১৪৯]

(৬) মাযহাব ও বিভিন্ন তরীক্বার সমর্থনে হাদীছ জালকরণঃ

মাযহাবী গোঁড়ামী ও ফিক্বহী মতপার্থক্যের কারণে একশ্রেণীর অন্ধ সমর্থক নিজ নিজ মাযহাব ও তরীক্বার সমর্থনে জাল হাদীছ রচনা করেছে। দলীয় সিদ্ধান্তকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য তারা এ পথ বেছে নেয়। নিম্নে এ সম্পর্কিত কয়েকটি জাল হাদীছ তুলে ধরা হ'ল।-

১. যে মাযহাবের অনুসারীরা ছালাতে রাফ'উল ইদায়েন করে না তারা জাল করল-

مَنْ رَفَعَ يَدَيْهِ فِيْ الصَّلاَةِ فَلاَ صَلاَةَ لَهُ.

'যে ব্যক্তি ছালাতে রাফ'উল ইয়াদায়েন করে, তার ছালাত শুদ্ধ হয় না'।

اَلْمَضْمَضَةُ وَالْاِسْتِنْشَاقُ لِلْجُنُبِ ثَلاَثًا فَرِيْضَةٌ.

'অপবিত্র ব্যক্তির উপর তিনবার গড়গড়া করে কুলি করা ও নাকে পানি দেওয়া ফরয'।

২. যারা ছালাতে 'বিসমিল্লাহ' চুপে চুপে বলার বিরুদ্ধে তারা রচনা করল-

أَمَّنِيْ جِبْرِيْلُ عِنْدَ الْكَعْبَةِ فَجَهَرَ "بِ" بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَانِ الرَّحِيْمِ.

'কা'বার নিকটে জিবরীল আমার ইমামতি করলেন। তখন তিনি উচ্চৈঃস্বরে 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পড়লেন'।[১৫০]

৩. মুরজিয়ারা তাদের মতবাদকে শক্তিশালী করার জন্য ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কিত নিম্নোক্ত হাদীছটি রচনা করেঃ

قَدِمَ وَفْدُ ثَقِيْفَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوْا جِئْنَاكَ نَسْئَلُكَ عَنِ الْإِيْمَانِ أَيَزِيْدُ أَوْ يَنْقُصُ؟ قَالَ الْإِيْمَانُ مُثَبَّتٌ فِيْ الْقُلُوْبِ كَالْجِبَالِ الرَّوَاسِي، وَ زِيَادَتُهُ كُفْرٌ وَ نُقْصَانُهُ كُفْرٌ.

'ছাক্বীফ গোত্রের একটি প্রতিনিধিদল নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকটে আগমন করে বলল, আমরা ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধি সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করার জন্য আপনার নিকটে এসেছি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ঈমান অন্তরে পাহাড়ের ন্যায় বদ্ধমূল থাকে। এর হ্রাস-বৃদ্ধিতে বিশ্বাস করা কুফরীর শামিল'।[১৫১]

৪. মুরজিয়া বিরোধিরা রচনা করল নিম্নোক্ত হাদীছঃ

صِنْفَانِ مِنْ أُمَّتِيْ لاَ تَنَالُهُمَا شَفَاعَتِيْ اَلْمُرْجِئَةُ وَالْقَدَرِيَّةُ، قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنِ الْقَدَرِيَّةُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَقُوْلُوْنَ لاَ قَدَرَ، قِيْلَ فَمَنِ الْمُرْجِئَةُ؟ قَالَ: قَوْمٌ يَكُوْنُوْنَ فِيْ آخِرِ الزَّمَانِ إِذَا سُئِلُوْا عَنِ الْإِيْمَانِ يَقُوْلُوْنَ مُؤْمِنُوْنَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

'আমার উম্মতের মধ্যে এমন দু'টি সম্প্রদায় আছে, যারা আমার শাফা'আত থেকে বঞ্চিত হবে। তার মধ্যে একটি মুরজিয়াহ এবং অপরটি ক্বাদারিয়াহ। জিজ্ঞেস করা হ'ল, ক্বাদারিয়াহ কারা হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)? তিনি বললেন, ক্বাদারিয়াহ হ'ল ঐ সম্প্রদায়, যারা তাক্বদীরে বিশ্বাসী নয়। অতঃপর মুরজিয়াহ কারা জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, মুরজিয়াহ হ'ল শেষ যুগের এমন একটি সম্প্রদায়, যাদেরকে ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করা হ'লে তারা বলবে, আমরা মুমিন ইনশাআল্লাহ।

إِنَّ لِكُلِّ أُمَّةٍ يَهُوْدًا وَ يَهُوْدُ أُمَّتِي الْمُرْجِئَةُ.

'প্রত্যেক উম্মতেই ইহুদী ছিল, আমার উম্মতের ইহুদী হ'ল মুরজিয়াহ সম্প্রদায়'।[১৫২]

---

১৪৯. *আল-হাদীছুন নববী*, পৃঃ ৩১৩।
১৫০. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৭।
১৫১. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৩১।
১৫২. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৭৬।

৫. তাক্বদীরকে অস্বীকারকারী ক্বাদারিয়া সম্প্রদায় জাল করে নিম্নোক্ত হাদীছঃ

إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ جَمَعَ اللهُ الأَوَّلِيْنَ وَالآخَرِيْنَ فِيْ صَعِيْدٍ وَاحِدٍ، فَالسَّعِيْدُ مَنْ وَجَدَ لِقَدَمِهِ مَوْضِعًا فَيُنَادِى مُنَادٍ تَحْتَ الْعَرْشِ أَلاَ مَنْ بَرِأَ ربه مِنْ ذَنْبِهِ فَلْيَدْخُلِ الْجَنَّةَ.

'ক্বিয়ামতের দিন আল্লাহ তা'আলা সকল মানুষকে একই স্থানে একত্রিত করবেন। সেখানে যে কদম রাখার স্থান পাবে সেই হবে সৌভাগ্যবান। অতঃপর আরশের নীচ থেকে একজন আহ্বানকারী আওয়ায দিয়ে বলবেন, ওহে! যাকে তার প্রভু পাপ থেকে মুক্ত করেছেন, সে যেন জান্নাতে প্রবেশ করে'।[১৫৩]

كُلُّ مَنْ فِيْ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَ مَا بَيْنَهُمَا فَهُوَ مَخْلُوْقٌ غَيْرَ اللهِ وَالْقُرْآنِ وَ سَيَجِئُ أَقْوَامٌ مِنْ أَقْوَامٍ مِنْ أُمَّتِيْ يَقُوْلُوْنَ الْقُرْآنُ مَخْلُوْقٌ فَمَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدْ كَفَرَ بِاللهِ الْعَظِيْمِ وَ طَلَّقَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ مِنْ سَاعَتِهَا.

'আসমান ও যমীন এবং এতদুভয়ের মধ্যে যা কিছু আছে সবই সৃষ্ট। একমাত্র আল্লাহ ও কুরআন ব্যতীত। শীঘ্রই আমার উম্মতের মধ্যে একদল লোকের আবির্ভাব ঘটবে যারা বলবে, কুরআন সৃষ্ট। যারা এরূপ বলবে, তারা মহান আল্লাহ্র সঙ্গে কুফরী করল এবং তৎক্ষণাৎ তার স্ত্রী তালাক হয়ে যাবে'।[১৫৪]

এভাবে এক তরীকার বা মতবাদের অনুসারীরা নিজেদের প্রশংসায় ও অন্যদের তিরস্কার করে অসংখ্য জাল হাদীছ রচনা করেছে। এর মাধ্যমে তারা নিজেদের মতবাদের বহুল প্রচার ও প্রতিষ্ঠার ব্যর্থ প্রয়াস চালিয়েছে।

এতক্ষণ আমরা জাল হাদীছ রচনার কয়েকটি মৌলিক কারণ দলীল সহ উপস্থাপন করলাম। মূলতঃ জাল হাদীছ রচনার পিছনে এই কারণগুলিই জোরালোভাবে কাজ করেছে। এছাড়া আরও কিছু তুচ্ছ কারণেও হাদীছ জাল করার দৃষ্টান্ত মাওযূ'আতের গ্রন্থগুলিতে পাওয়া যায়। যেমনঃ

(৭) কাউকে তিরস্কার করার জন্য জাল হাদীছঃ

কাউকে তিরস্কার করার জন্যও অনেক ক্ষেত্রে জাল হাদীছের আশ্রয় নেওয়া হয়েছে। জাল হাদীছের গ্রন্থাবলীতে এরকম ব্যক্তিগত আক্রোশে হাদীছ রচনার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। এ রকমই একটি ঘটনা হচ্ছে-

একদা সা'দ ইবনু তারীফ নামক জনৈক ব্যক্তি দেখলেন যে, তার ছেলে মক্তব থেকে বই হাতে করে কাঁদতে কাঁদতে বাড়ী ফিরছে। তিনি ছেলেকে কাঁদার কারণ জিজ্ঞেস করলে সে জানায়, শিক্ষক তাকে মেরেছে। তখন সা'দ শিক্ষককে লজ্জিত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হয়। অতঃপর শিক্ষককে উদ্দেশ্য করে নিম্নোক্ত হাদীছটি রচনা করে-

عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ مُعَلِّمُ صِبْيَانِكُمْ شِرَارُكُمْ.

'ইকরামা (রাঃ) আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন যে, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, তোমাদের সন্তানদের শিক্ষক তোমাদের মধ্যে সবচেয়ে মন্দ লোক'।[১৫৫]

(৮) ব্যবসায়ী সম্প্রদায় কর্তৃক অধিক পণ্য বিপণনের জন্য হাদীছ জালকরণঃ

বিভিন্ন প্রকারের সবজি, খাদ্যশস্য ইত্যাদি অতি সহজে ও বেশী পরিমাণে বিপণনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক সুবিধা লাভের জন্যও একশ্রেণীর মুনাফাখোর ব্যবসায়ী কিছু হাদীছ জাল করেছে। এরা স্ব স্ব ব্যবসায়িক পণ্যের পক্ষে এর গুণাগুণ বর্ণনা করে হাদীছ রচনা করেছে, যাতে ক্রেতাসাধারণ হাদীছের মাধ্যমে উক্ত পণ্যের প্রশংসা বা গুণ শ্রবণ করে সহজে আকৃষ্ট হয় এবং অধিক পরিমাণে ক্রয় করতে অভ্যস্ত হয়। জাল হাদীছের গ্রন্থাবলীতে এ জাতীয় অসংখ্য হাদীছ দৃষ্টিগোচর হয়। যেমন-

١. يَا عَلِيُّ عَلَيْكَ بِالْمِلْحِ فَإِنَّهُ شِفَاءٌ مِنْ سَبْعِيْنَ دَاءٍ.

'হে আলী! তুমি লবণ খাও। কেননা এটি ৭০টি রোগ থেকে আরোগ্য দান করে'।[১৫৬]

٢. عَلَيْكُمْ بِالْعَدَسِ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ، فَإِنَّهُ يَرِقُّ لَهُ الْقَلْبُ وَيُكْثِرُ الدَّمْعَةَ.

'তোমরা ডাল খাও। কেননা এটি বরকতময়। এর দ্বারা হৃদয় বিগলিত হয় এবং বেশী অশ্রু ঝরে'।[১৫৭]

---

১৫৩. *পূর্বোক্ত*, পৃঃ ২৭২।
১৫৪. *আস-সুন্নাহ ওয়া মাকানাতুহা*, পৃঃ ৮৭।
১৫৫. *কিতাবুল মাওযূ'আত*, ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২; *আল-বা'ইছুল হাছীছ*, পৃঃ ৬৩।
১৫৬. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ১৬১; *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১১।
১৫৭. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ১৬১; *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১২।

٣. أَكْرِمُوْا الْخُبْزَ فَإِنَّ اللهَ أَنْزَلَ لَهُ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَ أَخْرَجَ لَهُ بَرَكَاتٍ مِّنَ الأَرْضِ.

'তোমরা রুটিকে সম্মান কর। কেননা আল্লাহ এর জন্য আকাশ থেকে বরকত নাযিল করেছেন এবং যমীন থেকে বরকত বের করেছেন'।[১৫৮]

٤. مَنْ أَكَلَ الْقِثَّاءَ بِلَحْمٍ وُقِيَ الْجُذَامَ.

'যে গোশতের সাথে শসা খাবে, সে কুষ্ঠরোগ থেকে নিষ্কৃতি পাবে'।[১৫৯]

٥. عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ قَالَ: قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ، هَلْ أُتِيْتَ مِنَ الْجَنَّةِ بِطَعَامٍ؟ قَالَ نَعَمْ أُتِيْتُ بِهَرِيْسَةٍ فَأَكَلْتُهَا، فَزَادَتْ فِيْ قُوَّتِيْ قُوَّةَ أَرْبَعِيْنَ، وَ فِيْ نِكَاحِيْ نِكَاحَ أَرْبَعِيْنَ قَالَ وَ كَانَ مُعَاذٌ لاَ يَعْمَلُ طَعَامًا إِلاَّ بَدَأَ بِالْهَرِيْسَةِ.

'মু'আয ইবনু জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আপনাকে জান্নাত থেকে কোন খাবার দেওয়া হয়েছে কি? তিনি বললেন, হ্যাঁ, জান্নাত থেকে আমাকে 'হারীসাহ' দেওয়া হয়েছে। আমি তা ভক্ষণ করেছি। এতে আমার মধ্যে চল্লিশ ব্যক্তির সমান শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে এবং দাম্পত্য জীবনেও আমার মধ্যে চল্লিশজনের শক্তি বৃদ্ধি পেয়েছে। রাবী বলেন, এরপর থেকে মু'আয (রাঃ) 'হারীসাহ' ব্যতীত খাবার শুরু করতেন না'।[১৬০]

٦. أَفْضَلُ طَعَامِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ اللَّحْمُ.

'দুনিয়া ও আখেরাতের সর্বোত্তম খাদ্য হচ্ছে গোশত'।[১৬১]

[চলবে]

সংশোধনী

মার্চ '০৬ সংখ্যার ১০ পৃষ্ঠার ৫৫ নং টীকার প্রথম অংশের সঠিক অনুবাদ হবে 'সে যখন কূফায় আব্দুল্লাহ ইবনু যুবায়ের এর সাথে বিদ্রোহ করার জন্য বের হ'ল'।- লেখক

১৫৮. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ১৬১; *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১৫।
১৫৯. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ১৬৩।
১৬০. *আল-ফাওয়ায়িদুল মাজমূ'আহ*, পৃঃ ১৭৬; *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২৩৪।
১৬১. *আল-লাআলিল মাছনূ'আহ*, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২২৪।

শত্রুতাঃ মুসলিম জীবনের অন্তরায়

*রফীক আহমাদ**

শত্রুতা মানব জীবনের এক অন্যতম প্রতিবন্ধকতা। নিঃসন্দেহে এটি অনাকাঙ্ক্ষিত, অপ্রত্যাশিত, অনভিপ্রেত ও স্পর্শকাতর বিষয়। পৃথিবীর বুকে একমাত্র মানুষই শ্রেষ্ঠ জাতি। তাই এক আল্লাহ্র প্রতি অগাধ বিশ্বাস ও ভালবাসা, অন্তরের পবিত্রতা, মহত্ত্ব, ধৈর্য, ক্ষমা, সততা, নম্রতা, উদারতা, বদান্যতা, ন্যায়পরায়ণতা ইত্যাদি গুণাবলী মানব চরিত্রের ভূষণ হওয়া উচিত। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, মানব জাতির শ্রেষ্ঠত্বকে ধ্বংস করার জন্য শয়তানের আবির্ভাব ঘটে। শয়তান বিশেষ সনদপত্র সহ মানুষের মধ্যে অত্যন্ত সখ্যতা ও মিত্রতার রূপ নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে। শয়তানের এই অপবিত্র মন্ত্রণাই হ'ল মানবজাতির ইতিহাসে শত্রুতার সবচেয়ে ভয়াবহ উপাদান তথা উৎসস্থল।

'শত্রুতা' অর্থ শত্রুর ন্যায় আচরণ, বৈরিতা, দুশমনি, প্রতিহিংসা, মিথ্যাচারের সমাহার ইত্যাদি। যেহেতু শয়তানের অভিযান হ'তেই মানুষের মধ্যে শত্রুতার সৃষ্টি, সেহেতু শয়তানই মানুষের শত্রু হওয়া উচিত; কিন্তু তা না হয়ে আজকাল মানুষই মানুষের শত্রু হচ্ছে। এর নেপথ্য কারণ হ'ল, শয়তান মিথ্যাকে সত্য ও সত্যকে মিথ্যা দ্বারা সুসিজ্জত করে মানুষের অন্তরে এমনভাবে প্রভাব ফেলতে সক্ষম। যাতে সে যেকোন মানুষকে তার মতানৈক্যের বা অপসন্দের ব্যক্তি সম্বন্ধে মিথ্যা ও অসহনীয় বিষয় তার অন্তরে প্রবেশ করিয়ে তাকে উত্তেজিত করে তুলে। শয়তানের এই কৃত্রিম শক্তির আক্রমণে অনেক সাধারণ মানুষ এমনকি জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিও তার নৈতিকতায় স্থির থাকতে পারে না। ফলে একজন অপরজনের উপর মানসিকভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে, জন্ম নেয় শত্রুতার। অতঃপর তা ধীরে ধীরে বিশাল মহীরুহের আকার ধারণ করে।

এই শত্রুতার জন্ম কেন হ'ল? এর উত্তর অতি ব্যাপক। তবে এর একটা সীমাবদ্ধতা রয়েছে। তা হ'ল মানবজাতিকে তার শ্রেষ্ঠ গুণাবলী দ্বারা শয়তানের মিথ্যা ও ঘৃণ্য চক্রান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া। এতে যারা কৃতকার্য হবে শয়তান কস্মিনকালেও তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তারা পারস্পরিক শত্রুতায়ও লিপ্ত হবে না। আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির পরপরই তার প্রতিপক্ষ শয়তান হ'তে সাবধান করেছেন। কারণ শয়তান বহুমুখী ষড়যন্ত্রে পারদর্শী। এমনকি আল্লাহ্র একক ক্ষমতার

* *অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক, কৃষ্ণচাঁদপুর, বিরামপুর, দিনাজপুর।*

সমালোচনায়ও তার জুড়ি নেই। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوْا مِمَّا فِى الْأَرْضِ حَلٰلاً طَيِّبًا وَّلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- إِنَّمَا يَأْمُرُكُمْ بِالسُّوْءِ وَالْفَحْشَاءِ وَأَنْ تَقُوْلُوْا عَلَى اللهِ مَا لاَ تَعْلَمُوْنَ-

'হে মানবমণ্ডলী! তোমরা পৃথিবীতে হালাল ও পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো। আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে তো এ নির্দেশই তোমাদেরকে দিবে যে, তোমরা অন্যায় ও অশ্লীল কাজ করতে থাক এবং আল্লাহ্র প্রতি এমন সব বিষয়ে মিথ্যারোপ কর, যা তোমরা জান না' *(বাক্বারাহ ১৬৮, ১৬৯)*।

অন্যত্র আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا ادْخُلُوْا فِى السِّلْمِ كَافَّةً وَّلاَتَتَّبِعُوْا خُطُوٰتِ الشَّيْطَانِ ط إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِيْنٌ- فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوْا أَنَّ اللهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। অতঃপর তোমাদের মাঝে পরিষ্কার নির্দেশ আসার পরেও যদি তোমরা পদস্খলিত হও, তাহ'লে জেনে রেখো, আল্লাহ পরাক্রমশালী, বিজ্ঞ' *(বাক্বারাহ ২০৮-২০৯)*।

তিনি আরো বলেন,

وَقُلْ لِّعِبَادِىْ يَقُوْلُوا الَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ ط إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنْسَانِ عَدُوًّا مُّبِيْنًا-

'আমার বান্দাদেরকে বলে দিন, তারা যেন যা উত্তম এমন কথাই বলেন। শয়তান তাদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধায়। নিশ্চয়ই শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু' *(বণী ইসরাঈল ৫৩)*।

শয়তানের দূরভিসন্ধি উল্লেখ করে মহান আল্লাহ বলেন,

إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوْهُ عَدُوًّا ط إِنَّمَا يَدْعُوْا حِزْبَهُ لِيَكُوْنُوْا مِنْ أَصْحَابِ السَّعِيْرِ-

'শয়তান তোমাদের শত্রু, অতএব তাকে শত্রুরূপেই গ্রহণ করো। সে তার দলবলকে আহ্বান করে যেন তারা জাহান্নামী হয়' *(ফাতির ৬)*।

অন্য আয়াতে আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ ط وَمَنْ يَّتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ ط وَلَوْ لاَفَضْلُ اللهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَازَكٰى مِنْكُمْ مِّنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَّلٰكِنَّ اللهَ يُزَكِّىْ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। যে কেউ শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে, তখন তো শয়তান নির্লজ্জতা ও মন্দ কাজেরই আদেশ করবে। যদি আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও দয়া তোমাদের প্রতি না থাকত, তবে তোমাদের কেউ কখনও পবিত্র হ'তে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পবিত্র করতে পারেন। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, জানেন' *(নূর ২১)*।

শয়তানের প্ররোচনায়ই সৃষ্টির প্রথম মানুষ সর্বপ্রথম ভুল করেছিলেন। ঐতিহাসিক ঐ ভুলের সূত্র ধরেই জগতের বুকে ভুলের রুদ্ধদ্বার উন্মোচিত হয়েছে। যার পথপ্রদর্শক হিসাবে ইবলীসের নাম চিরস্মরণীয় হয়ে আছে এবং থাকবে। অতঃপর শয়তানের কুমন্ত্রণা হ'তে রক্ষা করার জন্য আল্লাহ তা'আলা মানবজাতিকে বার বার তার শত্রুতার গোপন রহস্য ও রীতি-নীতি অবহিত করে প্রত্যাদেশ করেছেন।

শয়তান ধীরে ধীরে তার মিথ্যার জাল দ্বারা অসংখ্য অপরাধ প্রবণতার জন্ম দেয় এবং অনায়াসে তা যত্র-তত্র ছড়িয়ে দেয়। শয়তানের কাজ হচ্ছে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জাতি মানবজাতির একটা বিরাট অংশকে তাদের স্থানচ্যুত করে অধম, অসম্মানী ও অপবিত্রতার মত হীন ও নীচ পর্যায়ে নামিয়ে আনা এবং তার দলভুক্ত করা। শয়তানের এই চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর আদেশ ও আনুগত্যে অটল থাকার জন্য মানবজাতির প্রতি আদেশ করেছেন। আল্লাহ বলেন,

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا بِطَانَةً مِّنْ دُوْنِكُمْ لاَيَأْلُوْنَكُمْ خَبَالاً ط وَدُّوْا مَا عَنِتُّمْ ج قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِى صُدُوْرُهُمْ أَكْبَرُ ط قَدْ بَيَّنَّا لَكُمُ الْأٰيٰتِ إِنْ كُنْتُمْ تَعْقِلُوْنَ-

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুমিন ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গরূপে গ্রহণ করো না, তারা তোমাদের অমঙ্গল সাধনে কোন ত্রুটি করে না। তোমরা কষ্টে থাক তাতেই তাদের আনন্দ। শত্রুতাপ্রসূত বিদ্বেষ তাদের মুখেই ফুটে ওঠে। আর যা কিছু তাদের মধ্যে লুকিয়ে আছে, তা আরো অনেকগুণ বেশী জঘন্য। তোমাদের জন্য নিদর্শন

বিশদভাবে বর্ণনা করে দেওয়া হ'ল, যদি তোমরা তা অনুধাবন করতে সামর্থ্য হও' *(আলে ইমরান ১১৮)*।

তিনি আরো বলেন,

وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِيْ الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ اٰيٰتِ اللهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُوْا مَعَهُمْ حَتّٰى يَخُوْضُوْا فِيْ حَدِيْثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ ط إِنَّ اللهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِيْنَ وَالْكَافِرِيْنَ فِيْ جَهَنَّمَ جَمِيْعًا–

'কুরআনের মাধ্যমে তোমাদের প্রতি এই হুকুম জারি করে দিয়েছেন যে, যখন আল্লাহ তা'আলার আয়াত সমূহের প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন ও বিদ্রূপ হ'তে শুনবে, তখন তোমরা তাদের সাথে বসবে না, যতক্ষণ না তারা প্রসঙ্গান্তরে চলে যায়। তা না হ'লে তোমরাও তাদেরই মত হয়ে যাবে। আল্লাহ জাহান্নামে মুনাফেক ও কাফেরদেরকে একই জায়গায় সমবেত করবেন' *(নিসা ১৪০)*।

অন্যত্র তিনি বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا الْكَافِرِيْنَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنِيْنَ ط أَتُرِيْدُوْنَ أَنْ تَجْعَلُوْا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ سُلْطَانًا مُّبِيْنًا–

'হে ঈমানদারগণ! তোমরা মুসলমানদের বাদ দিয়ে কাফেরদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না । তোমরা কি এমনটি করে নিজেদের উপরে আল্লাহর প্রকাশ্য দলীল কায়েম করতে চাও *(নিসা ১৪৪)*।

তিনি আরো বলেন,

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا لاَتَتَّخِذُوْا عَدُوِّيْ وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ،

'হে মুমিনগণ! তোমরা আমার ও তোমাদের শত্রুদেরকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না' *(মুমতাহিনা ১)*।

মূলতঃ মানুষের অন্তরের বিদ্বেষ ও হিংস্রতা থেকে শত্রুতার বহুমুখী বীজ অঙ্কুরিত হয়। ফলে এর আকার, আকৃতি, প্রকৃতি, পরিপূর্ণ রূপ মানুষের অজানা বলেই আল্লাহ তা'আলা পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছেন। উপরের আয়াতগুলিতে তাই ফুটে ওঠেছে। যেমন- আল্লাহর এক বিশ্বস্ত বান্দা যদি অপর এক বিশ্বস্ত বান্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে, তবে নিঃসন্দেহে সে তার নিকট হ'তে শত্রুতামূলক আচরণ দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। এতদ্ব্যতীত তাদের মানসিক হিংসা, বিদ্বেষ, আক্রোশ প্রচণ্ড আকার ধারণ করবে, যা সম্পূর্ণরূপে বন্ধুত্বের পরিপন্থী। এমতাবস্থায় আল্লাহ তা'আলা তাঁর বিশ্বস্ত বান্দাদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করেছেন, যাতে তারা তাদের মত বিশ্বস্ত বান্দার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে। পক্ষান্তরে অবিশ্বাসী বা কাফেরের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করার জন্য কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করেছেন। এমনকি এরূপ বন্ধুত্ব স্থাপনকে সীমালংঘন বলেও উল্লেখ করা হয়েছে। কারণ আল্লাহ তাঁর ঈমানদার বান্দাগণকে পথভ্রষ্ট কাফেরদের সংশ্রব হ'তে দূরে রাখতে চান।

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِّلّٰهِ وَمَلٰئِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيْلَ وَمِيْكَالَ فَإِنَّ اللهَ عَدُوٌّ لِّلْكَافِرِيْنَ–

'যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, রাসূলগণ এবং জিবরীল ও মিকাঈলের শত্রু হয়, নিশ্চিতই আল্লাহ সেসব কাফেরের শত্রু' *(বাক্বারাহ ৯৮)*।

যারা অন্যায়কারী, অত্যাচারী, পৈশাচিক উন্মাদনায় মত্ত ওরা সন্দেহাতীতভাবেই আল্লাহ, ফেরেশতামণ্ডলী ও নবী-রাসূলগণের শত্রু। কারণ তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসী নয়। কাজেই ঈমানদার বান্দাদের প্রতি তাদের বিশ্বাসের প্রশ্নই উঠে না।

এই ভয়াবহ বাণী হ'তে আল্লাহর অগণনীয় শত্রুর নাম তালিকাভুক্ত হয়েছে, যেগুলির বর্ণনা করা অসম্ভব। তবে শীর্ষস্থানীয় কতিপয় সীমালঙ্ঘণকারীর নাম পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে। যাদের মধ্যে ইহজগতের শীর্ষ সীমালঙ্ঘণকারী ফেরাউন, কারূণ, হামান, নমরূদ, আবরাহা, আবু জাহল, আবু লাহাব প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ঈমানদার ও মুমিন বান্দার জন্য বিষয়টির গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আল্লাহর শত্রুর সাথে শত্রুতাই বহাল রাখতে হবে, বন্ধুত্ব স্থাপন করার কোন অবকাশ ইসলামে নেই। পবিত্র কুরআনে অনুরূপ অনেক দুর্ভাগ্যজনক ঐতিহাসিক কাহিনীর বর্ণনা রয়েছে। ঐসব অপরিবর্তিত মহাসত্য কাহিনী অবলম্বনে উম্মতে মুহাম্মাদীকে অবশ্যই শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে। তাছাড়া পবিত্র কুরআনে শত্রুতার বিবরণ সম্পর্কে আরও বহু তথ্য বিধৃত আছে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِيْنَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوْحِيْ بَعْضُهُمْ إِلٰى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُوْرًا ط وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَافَعَلُوْهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُوْنَ–

'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক নবীর জন্য শত্রু করেছি শয়তান, মানুষ ও জিনকে। তারা ধোঁকা দেয়ার জন্য একে অপরকে কারুকার্যখচিত কথাবার্তা শিক্ষা দেয়। যদি আপনার পালনকর্তা চাইতেন, তবে তারা এ কাজ করত না' *(আন'আম ১১২)*।

একই মর্মার্থে অন্যত্র প্রত্যাদেশ হয়েছে,

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَا فِىْ كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيْهَا لِيَمْكُرُوْا فِيْهَا ط وَمَا يَمْكُرُوْنَ إِلاَّ بِأَنْفُسِهِمْ وَمَايَشْعُرُوْنَ-

'এমনিভাবে আমি প্রত্যেক জনপদে অপরাধীদের জন্য কিছু সর্দার নিয়োগ করেছি, যেন তারা সেখানে চক্রান্ত করে। তাদের সে চক্রান্ত তাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই, কিন্তু তারা তা উপলব্ধি করতে পারে না' *(আন'আম ১২৩)*।

মানব সৃষ্টির ইতিহাসে পারস্পরিক প্রেমপ্রীতি, ভালবাসা, বন্ধুত্ব, ভ্রাতৃত্ব, একতার বন্ধন যেমন অভিনন্দিত, অনুরূপভাবে ঝগড়া-বিবাদ, অন্যায়-অত্যাচার, মারামারি, খুন-খারাবি ইত্যাদির সমন্বয়ে পরিচালিত শত্রুতাও চরমভাবে অভিশপ্ত। কারণ প্রথম দল আল্লাহ ও রাসূলের আদর্শে বিশ্বাসী নীতিমালায় গঠিত ও পরিচালিত। অপরদিকে দ্বিতীয় দল শয়তান ও তার নীতিমালায় গঠিত ও পরিচালিত। কিন্তু উভয়ের দাবী এক ও অভিন্ন। অর্থাৎ প্রকৃত শত্রুতা সৃষ্টিকারীরাও আবহমানকাল ধরে নিজেদেরকে সত্য পথের জোর দাবীদার বলে আসছে। তারা সুদূর অতীতেও নবী-রাসূলগণকে আল্লাহর পথ হ'তে বিচ্যুত করার এবং নিজেদের দলভুক্ত করার নানা কৌশল অবলম্বন করেছিল। অতঃপর ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা ষড়যন্ত্র দ্বারা তাঁদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। এভাবে প্রত্যেক নবীর ও তাঁর উম্মতের যন্ত্রণাদায়ক নিপীড়নের জন্য শয়তান তার সমর্থক মানব ও জিন গোষ্ঠীকে নিয়ে নিরলস অভিযান পরিচালনা করেছে। কিন্তু তাদের সকল চক্রান্ত তাদের উপরই নিপতিত হয়েছে, অথচ তারা তা বোঝার চেষ্টা করেনি। বরং ঐ পাপীরা দূর-দূরান্ত হ'তে প্রয়োজনবোধে একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কর্মপরিচালনা করেছে।

শয়তান মানবজাতির চরম শত্রু। সে মানুষকে দিয়ে যেকোন ধরনের হীন কাজ করাতে লজ্জাবোধ করে না। সৃষ্টির প্রথম মানব আদম (আঃ)-কে মিথ্যা প্রতিশ্রুতির দ্বারা একটা ভুল করিয়ে সে তার কাজের সূচনা করে। কিছুকাল পর আদম (আঃ)-এর দুই পুত্র হাবীল ও ক্বাবীলকে শত্রুতার জালে আবদ্ধ করে। ইসলামের একটা সত্য বিধান বাস্তবায়নের প্রয়াসে আদম (আঃ) তাঁর দুই পুত্রকে তৎকালীন নিয়ম অনুযায়ী কুরবানী করার নির্দেশ দেন। তারা দুই ভাই আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে কুরবানী করে। অতঃপর হাবীলের কুরবানী আল্লাহ্র দরবারে গৃহীত হ'লে ক্বাবীল শয়তানের প্ররোচনায় হাবীলের উপর হিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত তাকে হত্যা করে।

আল্লাহ বলেন, 'আপনি তাদেরকে আদমের দুই পুত্রের বাস্তব অবস্থা পাঠ করে শুনান। যখন তারা উভয়েই কুরবানী করেছিল, তখন তাদের একজনের কুরবানী গৃহীত হয়েছিল এবং অপরজনের গৃহীত হয়নি। সে বলল, আমি অবশ্যই তোমাকে হত্যা করব। সে বলল, আল্লাহ ধর্মভীরুদের পক্ষ থেকেইতো গ্রহণ করেন। যদি তুমি আমাকে হত্যা করতে আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করতে তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করব না। কেননা আমি বিশ্বজগতের পালনকর্তা আল্লাহকে ভয় করি। আমি চাই যে, আমার পাপ ও তোমার পাপ তুমি নিজের মাথায় চাপিয়ে নাও। অতঃপর তুমি জাহান্নামীদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও। এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি। অতঃপর তার অন্তর তাকে ভ্রাতৃহত্যায় উদ্বুদ্ধ করল। অনন্তর সে তাকে হত্যা করল। ফলে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল' *(মায়েদাহ ২৭-৩০)*।

শারঈ পন্থা ভঙ্গ করায় শত্রুতার শীর্ষ পর্যায়ে উন্নীত হয়ে শেষ পর্যন্ত খুনের পর্যায়ে গিয়ে সমাপ্ত হয়। আর এটিই জগতের বুকে প্রথম হত্যাকাণ্ড। অতঃপর পৃথিবীতে জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ধীরে ধীরে শত্রুতার হারও বাড়তে থাকে এবং হত্যাকাণ্ডসহ নানা ধরনের অপরাধ বিস্তার লাভ করে। বর্তমান আধুনিক সভ্যতার যুগেও শত্রুতাকে কেন্দ্র করে সারাবিশ্বে প্রতি মুহূর্তে ঝগড়া-বিবাদ, মারা-মারি, হানা-হানি, খুনা-খুনি, যুদ্ধ-বিগ্রহ, সন্ত্রাস, বোমাবাজি অপ্রতিরোধ্য গতিতে অব্যাহত আছে। এখন একটি দিনও অতিবাহিত হয় না, যেদিন কোন হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় না। এতদসঙ্গে নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছে আরও অধিক সংখ্যক অসহায় নিরপরাধ লোক। শত্রুতার বাধাহীন বিস্তার রোধকল্পে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন,

إِنَّ الَّذِيْنَ اتَّقَوْا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ تَذَكَّرُوْا فَإِذَا هُمْ مُّبْصِرُوْنَ- وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّوْنَهُمْ فِى الْغَيِّ ثُمَّ لَايُقْصِرُوْنَ-

'যাদের মনে ভয় রয়েছে, তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই তারা সতর্ক হয়ে যায় এবং তখনই তাদের বিবেচনাশক্তি জাগ্রত হয়ে উঠে। পক্ষান্তরে যারা শয়তানের ভাই, তাদেরকে সে ক্রমাগত পথভ্রষ্টতার দিকে নিয়ে যায়। অতঃপর তাতে কোন কমতি করে না' *(আ'রাফ ২০১-২০২)*।

বিতাড়িত শয়তান ও তার সঙ্গী হ'তে মুক্তি লাভ আবশ্যক। এজন্য আল্লাহ তা'আলার নিকটে আত্মসমর্পণকারী হয়ে প্রার্থনা করতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ বলেন,

وَقُلْ رَّبِّ اَعُوْذُبِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيطِيْنِ- وَاَعُوْذُبِكَ رَبِّ اَنْ يَّحْضُرُوْنِ-

'বলুন, হে আমার পালনকর্তা! আমি শয়তানের প্ররোচনা থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি এবং হে আমার পালনকর্তা! আমার নিকট তাদের (শত্রুদের) উপস্থিতি থেকে আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি' *(মুমিনূন ৯৭-৯৮)*।

আল্লাহদ্রোহী শয়তানের প্ররোচনায় উদ্ভূত শত্রুতার ক্ষতিকারক প্রতিফল হ'তে আত্মরক্ষার জন্য যে ধরনের প্রস্তুতির দরকার উক্ত আয়াতে তা সুন্দরভাবে বর্ণিত হয়েছে। যারা শয়তানী শক্তির আনুগত্য হ'তে দূরে থাকে, যাদের মনে আল্লাহ্‌র ভয় আছে, যারা মনোযোগ সহকারে কুরআনের কথা শোনে এবং উত্তম পথের অনুসরণ করে, অতঃপর তাদের উপর শয়তানের আগমন ঘটার সাথে সাথেই আল্লাহ্‌র শরণাপন্ন হয়ে যায়, তাদের উপরই আল্লাহ্‌র রহমত বর্ষিত হয়। তারা শয়তানের যেকোন আক্রমণ প্রতিহত করে এবং শত্রুতার মত অপশক্তিরও বিনাশ ঘটায়।

এছাড়া আমাদের একান্ত নিকটতম আদর যত্নের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গও আমাদের শত্রুতার বিরুদ্ধে সত্য সাক্ষ্য দেবে। আল্লাহ বলেন,

وَيَوْمَ يُحْشَرُ اَعْدَاءُ اللهِ اِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوْزَعُوْنَ- حَتّٰى اِذَا مَاجَاءُوْهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَاَبْصَارُهُمْ وَجُلُوْدُهُمْ بِمَاكَانُوْا يَعْمَلُوْنَ- وَقَالُوْا لِجُلُوْدِهِمْ لِمَ شَهِدْتُّمْ عَلَيْنَا ط قَالُوْآ اَنْطَقَنَا اللهُ الَّذِىْ اَنْطَقَ كُلَّ شَيْئٍ وَّهُوَخَلَقَكُمْ اَوَّلَمَرَّةٍ وَّاِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ- وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَتِرُوْنَ اَنْ يَّشْهَدَ عَلَيْكُمْ سَمْعُكُمْ وَلَآ اَبْصَارُكُمْ وَلَاجُلُوْدُكُمْ وَلٰكِنْ ظَنَنْتُمْ اَنَّ اللهَ لَايَعْلَمُ كَثِيْرًا مِّمَّا تَعْمَلُوْنَ-

'যেদিন আল্লাহ্‌র শত্রুদেরকে অগ্নিকুণ্ডের দিকে ঠেলে নেওয়া হবে এবং ওদের বিন্যস্ত করা হবে বিভিন্ন দলে। তারা যখন জাহান্নামের কাছে পৌঁছবে, তখন তাদের কান, চক্ষু ও ত্বক তাদের কর্ম সম্পর্কে সাক্ষ্য দেবে। তারা তাদের ত্বককে বলবে, তোমরা আমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দিলে কেন? তারা বলবে যে, আল্লাহ সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন। তিনিই তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন এবং তোমরা তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। তোমাদের কান, তোমাদের চক্ষু এবং তোমাদের ত্বক তোমাদের বিপক্ষে সাক্ষ্য দেবে না, এ ধারণার বশবর্তী হয়ে তোমরা তাদের কাছে কিছু গোপন করতে না। তবে তোমাদের ধারণা ছিল যে, তোমরা যা কর তার অনেক কিছুই আল্লাহ জানেন না' *(হা-মীম সাজদা ১৯-২২)*।

উপরের আয়াতগুলি শত্রুতার আচরণের বিরুদ্ধে বর্ণিত হয়েছে। মানুষকে তার শেষ পরিণতি অবগতির প্রয়াসেই এর অবতারণা। পার্থিব জীবনে অপরাধীদের নিজেদের মধ্যেই বেশীর ভাগ শত্রুতার সৃষ্টি হয়। পরকালীন জীবনেও তারা তাদের গর্হিত কর্মসমূহের জন্য নিজেদের মধ্যে হিংস্রতা অবলম্বন করতে চাইবে। জাহান্নামের বেদনাদায়ক যন্ত্রণায় দগ্ধীভূত হয়ে তারা মহাবিচারক আল্লাহ্‌র নিকট একে অপরের বিরুদ্ধে আবেদন করবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'আমি অবশ্যই কাফেরদেরকে কঠিন আযাব আস্বাদন করাব এবং অবশ্যই তাদেরকে তাদের মন্দ ও হীন কাজের প্রতিফল প্রদান করব। এটা আল্লাহ্‌র শত্রুদের শাস্তি জাহান্নাম। তাতে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী আবাস আমার আয়াত সমূহ অস্বীকার করার প্রতিফল স্বরূপ। কাফেররা বলবে, হে আমাদের পালনকর্তা! যেসব জিন ও মানুষ আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল, তাদেরকে দেখিয়ে দিন, আমরা তাদেরকে পদদলিত করব, যাতে তারা যথেষ্ট অপমানিত হয়' *(হা-মীম সাজদাহ ২৭-২৯)*।

বাস্তব জীবনে শত্রুতার ভয়াবহতা সম্পর্কে আমরা সকলেই কমবেশী অবগত আছি। তাছাড়া বর্তমান জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগে শত্রুতা হ'তে কারও রক্ষা নেই। এজন্য শয়তান ইবলীসকে আর বেশী পরিশ্রম করতে হয় না। সে দিন দিন বিজয় পাণেই এগিয়ে চলেছে।

অতএব শয়তানের এই অবারিত দ্বার রুদ্ধ করতে সচেষ্ট হ'তে হবে। নিজেদের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে নিজেদেরই ক্ষতি সাধনের পথও বন্ধ করতে হবে। সর্বাবস্থায় পরিহার করতে হবে যেকোন রকমের শত্রুতা। মুমিনগণকে সৌহার্দ্যপূর্ণ ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট রেখে চলতে হবে। শয়তানী প্ররোচনায় বিষোদগারের পথ নয়, বেছে নিতে হবে সম্প্রীতি সুন্দর পন্থা। পরম করুণাময় আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলকে শত্রুতার করাল অভিশাপ হ'তে মুক্তি দিন- আমীন!!

আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি।

লৌহ পিঞ্জরে বন্দী প্রতিভাঃ
বঞ্চিত মানবতা কি শুধু আর্তনাদ করেই ক্ষান্ত হবে?

মুযাফফর বিন মুহসিন

নির্মাণক্ষম প্রজ্ঞা, অসাধারণ সৃজনীশক্তি, উদ্ভাবনী চেতনা, তীক্ষ্ণ মেধা, অনন্য সাধারণ মনীষাই 'প্রতিভা'। আল্লাহ প্রদত্ত এ প্রতিভা-ই ধরাপৃষ্ঠে মানবকল্যাণের উৎসধারা প্রবাহিত করেছে, স্থিত উন্নয়নের আবহে পৃথিবীকে সুশোভিত ও সুষমামণ্ডিত করেছে। এই প্রতিভার সমাবেশ সকলের মধ্যে ঘটে না। জ্ঞানের অধিকারী অনেকে হ'লেও প্রতিভাবান ব্যক্তির সংখ্যা একেবারেই অপ্রতুল। কারণ স্মৃতিশক্তি যখন অসাধারণ সৃজনীশক্তি ও উদ্ভাব্য অনুভূতিতে পরিণত হয়, তখনই তা প্রতিভায় রূপান্তরিত হয়। তাই এই বিরল অস্তিত্বের সন্ধান যুগে যুগে তো নয়ই শতাব্দীর মাঝেও পাওয়া দুরূহ।

প্রতিভাবান ব্যক্তিগণের অনেকেই কেবল ইহলৌকিক কল্যাণেই তাঁদের উদ্ভাবনী প্রজ্ঞার বিকাশ সাধন করে থাকেন। সেখানে পারলৌকিক কল্যাণ বা পারিতোষিক লক্ষ্য থাকে না। বিভিন্ন দার্শনিক, বৈজ্ঞানিকগণই তার প্রমাণ, যারা বিভিন্ন ক্ষেত্রে নযীরবিহীন অবদান রেখেছেন। পক্ষান্তরে পরজগৎ ও পুনরুত্থানে বিশ্বাসী মনীষীগণ পরকালীন মহা সাফল্যের উদগ্র বাসনায় ইহলৌকিক কল্যাণে তাঁদের মনীষার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে থাকেন। দুনিয়াবী ক্ষণস্থায়ী আবাসকে সাফল্যমণ্ডিত করে তোলার পিছনে তাঁদের মৌলিক উদ্দেশ্য থাকে চিরস্থায়ী আবাসের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রতিদান লাভ। মুসলিম বিশ্বে এমন ব্যক্তিগণের আবির্ভাব হয়েছে প্রায় শত বছর পর পর, যারা মুসলিম উম্মাহকে দিয়েছেন সুনির্দিষ্ট দিক-নির্দেশনা, পরিচালিত করেছেন অভীষ্ট লক্ষ্যপথে। তাঁদের কেউ অবদান রেখেছেন রাষ্ট্রনীতির ক্ষেত্রে, কেউ রাজনীতির ক্ষেত্রে, কেউ অর্থনীতি, কেউ সমাজনীতি, কেউ শিক্ষানীতি, কেউ ভৌগলিকনীতি বিভিন্ন জন বিভিন্ন ক্ষেত্রে অবদান রেখেছেন। তাঁদের অধিকাংশই বিশেষ করে ধর্মীয় সংস্কারনীতির ক্ষেত্রে জগৎজোড়া অবদান রেখেছেন। ইসলাম সকল কিছুর মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়ায় তার অভ্রান্ত বিধানের উপর মানুষকে পরিচালিত করার স্বার্থেই ব্যয়িত হয়েছে তাঁদের সম্পূরক প্রতিভা। তবে কোন কোন প্রতিভাবান ব্যক্তির পদচারণা সকল দিক ও বিভাগেই ছিল। ইবনু তায়মিয়াহ, ইবনু হাজার আসক্বালানী, ইবনুল ক্বাইয়িম, ইবনু কাছীর, জালালুদ্দীন সুয়ূত্বী (রহঃ) প্রমুখ তাঁদের অন্যতম। অন্যান্যদের মধ্যে মহামতি চার ইমাম, হাদীছের ইমামগণ, আল্লামা ইবনু জারীর তাবারী, ইবনু হাযম, ইমাম নববী, শায়খ আলবানী (রহঃ) প্রমুখ। উপমহাদেশ ভিত্তিক শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী, শাহ ইসমাঈল শহীদ, সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী, মুজাদ্দিদে আলফে ছানী, মাওলানা বেলায়েত আলী, এনায়েত আলী, শায়খুল কুল ফিল কুল মিঁয়া নাযীর হুসাইন দেহলভী, নওয়াব ছিদ্দীক্ব হাসান খান ভূপালী (রহঃ) সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

একথা ধ্রুব সত্য যে, উল্লিখিত মহান ব্যক্তিগণ কর্তৃক আলোকিত স্বচ্ছ পথেই মুসলিম উম্মাহ দিশা খোঁজে পেয়েছে এবং সম্মুখপানে এগিয়ে চলেছে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখজনক ও হৃদয়বিদারক হ'লেও সত্য যে, মহান ব্যক্তিত্বের অধিকারী এ সমস্ত দুর্লভ বিদ্বানগণকে কোনকালেই মূল্যায়ন করা হয়নি। তাঁদেরকে সাদরে বরণ করে নেয়নি পৃথিবীর একশ্রেণীর ঘাতকরা। মহান সংস্কারকগণ আপোসহীন ব্যক্তিত্বের অধিকারী হওয়ায় তথাকথিত সমাজপতিদের লোমহর্ষক নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হয়ে তাঁরা সমাজ জীবন থেকে বিতাড়িত হয়েছেন, কখনো স্বার্থান্বেষীদের গভীর ষড়যন্ত্রের নির্মম শিকার হয়ে নিজেদের মাতৃভূমি ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছেন, পরিবার-পরিজন হারা হয়ে একাকী তিলে তিলে জীবন দিয়েছেন। কখনো অত্যাচারী শাসকগোষ্ঠীর কোপানলে পড়ে ফাঁসির কাষ্ঠে ঝুলেছেন, কাউকে যুগের পর যুগ, বছরের পর বছর কারাভ্যন্তরে রেখে ক্ষুৎ-পিপাসায় ধুকে ধুকে মারা হয়েছে, কাউকে দীপান্তরে দিয়ে চিরদিনের মত পরিচয়টুকুও নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। কখনো চক্রান্ত করে গোপনে হত্যা করেছে এবং তাতে তৃপ্তিবোধ না করে আবার টুকরো টুকরো করে দেহের ছিন্নভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলিকে সমুদ্র সৈকতে বা পাহাড়-পর্বতে ফেলে দেয়া হয়েছে। কেউবা দারিদ্র্যক্লিষ্ট, অসুস্থ ও বার্ধক্যের ভারে নুয়ে পড়ে পথে-ঘাটে পিষ্ট হয়েছেন, কিন্তু একমুঠো অন্ন পর্যন্ত কেউ দেয়নি, দেয়নি একটি বস্ত্র, একটু ঠাঁই। এমনকি রাস্তার ধারে পড়ে থাকা মৃতদেহটিকে কেউ দাফন পর্যন্ত করেনি।

বিশ্ব ইতিহাসে অপ্রতিদ্বন্দ্বী ব্যক্তিত্ব শায়খ ইবনে তায়মিয়াহ (রহঃ) সকল ক্ষেত্রে অনন্য অবদান রাখা সত্ত্বেও, তিন শতাধিক গ্রন্থের রচয়িতা হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে আটবার এভাবেই কারা নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। এমনকি কারাবাসের চরম পীড়ায় সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করতে হয়েছে। আল্লামা শাহ ইসমাঈল শহীদ, সাইয়েদ আহমাদ বেরলভী বৃটিশদের বিরুদ্ধে স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাকারী সিপাহসালার হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম ব্যবসায়ীদের সূক্ষ্ম চক্রান্তে বৃটিশ সৈন্য কর্তৃক অতি গোপনে আকস্মাৎ আক্রমণ চালিয়ে হত্যা করা হয়। এতেও সন্তুষ্ট না হয়ে ঐ দুই মহান ব্যক্তিকে টুকরো টুকরো করে সমুদ্রে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। যেন কোনরূপ চিহ্ন পর্যন্ত না থাকে। আল্লামা আব্দুল্লাহ ইউসুফ আলী (১৮৭২-১৯৫৩) পবিত্র কুরআনের ইংরেজী অনুবাদ, টীকা-ব্যাখ্যা করে বিশ্বব্যাপী আলোড়ন সৃষ্টি করার পরও তাঁকে অর্থনৈতিক দূরাবস্থায় রাস্তার ধারে বস্তিতে বসবাস করতে হয়েছে। অবশেষে অসুস্থ আর

বার্ধক্যে ন্যুব্জ ঐ মহান ব্যক্তি লন্ডনের অলিগলিতে পড়ে থাকেন। এক মুঠো অন্ন, একটি বস্ত্র কেউ দিতে আসেনি, রাস্তার পাশে মৃত অবস্থায় পড়ে থাকলেও কেউ দাফন করতে আসেনি। তাঁদের প্রত্যেককে এভাবেই পৃথিবীর জঘন্য নরপশুদের নির্মম নির্যাতন ভোগ করতে হয়েছে। সাধারণ মানুষের করুণ আর্তনাদে আকাশ-বাতাস ভারী হ'লেও মানবরূপী সমাজকীট আর অত্যাচারী শাসকদের হৃদয় একটিবারও কেঁপে উঠেনি, তাদের উপর থেকে নির্যাতনের মাত্রা এতটুকুও লাঘব করা হয়নি। সমাজের সাধারণ মানুষ ও ভাবুকদের এ সময় চুপটি করে বসে থাকা ছাড়া আর কিছুই করার ছিল না। যদিও তারা প্রতিভাশীলদের সমাজ বিনির্মাণের অবদান মর্মে মর্মে অনুভব করেছেন, নির্জনে-নিভৃতে বসে অশ্রু বিসর্জন দিয়েছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হ'ল ঐ সুযোগ সন্ধানী ও চক্রান্তকারীরা তাঁদেরই রেখে যাওয়া প্রজ্ঞা, দর্শন ও বিভিন্ন অবদানকে নিজেদের রুটি-রুযির অবলম্বন হিসাবে গ্রহণ করেছে, তাঁদেরই প্রজ্জ্বলিত প্রদীপ দ্বারা পথ চলার দিশা খোঁজে পেয়েছে। তবে এই কুচক্রী মহল ও যালেম শাসকগোষ্ঠী তাঁদের উপর কোনকালেই বিজয়ী হ'তে পারেনি বা প্রাধান্য পায়নি। বরং এর পরিণামে তারা চির লাঞ্ছনা, অবর্ণনীয় শাস্তি ভোগ করেছে, ইতিহাসে তারা চিরদিনের জন্য ঘৃণিত হয়েই থেকেছে। আর ঐ নির্যাতিত মহা মনীষীগণ শ্রদ্ধার সাথে মানুষের হৃদয়ে অবস্থান করছেন যুগের পর যুগ। প্রশংসিত হয়ে আসছেন সর্বত্রই সর্বক্ষণ।

ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতায় বর্তমান উপমহাদেশীয় প্রেক্ষাপটে আপোসহীন সংস্কারক ব্যক্তিত্ব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** কুচক্রী মহল আর ধর্মীয় লেবাসধারী তলপিবাহকদের গভীর ষড়যন্ত্রের করাল গ্রাসে পড়ে অত্যাচারী শাসকের জঘন্য নির্যাতনের খোরাক হয়েছেন। তাই তিনি তাঁর কেন্দ্রীয় সহকর্মীদের নিয়ে মাসের পর মাস কারা নির্যাতন ভোগ করছেন। সম্পূর্ণ নিরপরাধ বলে বিশ্ববাসীর নিকট সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর মুক্তি শুধু বিলম্বিতই হচ্ছে। অথচ ধর্মীয় সংস্কারের ক্ষেত্রে, মুসলিম সমাজ বিনির্মাণে এবং সাংস্কৃতিক ভিত্তি স্থাপনে যে অবদান তিনি রেখে চলেছেন তার জুড়ি মেলা ভার। কিন্তু মস্তিষ্কহীন শাসকগণ আর তাদের পদলেহনকারী ধর্মের মুখোশধারীরা তা মূল্যায়ন করবে না, সেদিকে ভ্রূক্ষেপও করবে না। তবে যেদিন তিনি নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট হয়ে বিশ্ববাসীর নিকট থেকে হারিয়ে যাবেন সেদিন ঐ স্বার্থান্বেষীরা শুধু তাঁর অবদান স্বীকারই করবে না, বরং সেখান থেকে ভক্ষণ না করলে তদের উদর পূর্তি হবে না; তাঁর আলোকরশ্মিতে পথ না তালাশ করলে ভ্রষ্টতার গর্ভে চিরদিনের জন্য বিলীন হ'তে হবে। যেমনটি ঘটেছে বৃটিশ বিরোধী আন্দোলনের রূপকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী সংস্কারক আল্লামা ইসমাঈল শহীদ (রহঃ)-এর ক্ষেত্রে। প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব যে সংস্কারনীতিতে সামনে অগ্রসরমান তা একদিন বাংলার মানুষ অকপটে স্বীকার করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রতিভা ও তার বিকাশঃ

নব্য জাহেলিয়াত আর নানা গোষ্ঠীর রচিত ধর্মীয় মতবাদের সাঁড়াশি অভিযানে মুসলিম বিশ্ব যখন অধঃপতিত, বিশেষ করে উপমহাদেশে যখন ইসলামের নামে মানব রচিত বিধান, বিভিন্ন তরীকা ও কুসংস্কারের জয়জয়কার চলছে, কথিত ধর্মের নামে মুসলমানরা দিকভ্রান্ত হয়ে অন্যত্র ছুটছে, ঠিক সেই মুহূর্তে মুসলিম মিল্লাতকে অভ্রান্ত এলাহী বিধানের দিকে ফিরানোর জন্য প্রফেসর ডঃ গালিব তার অসাধারণ প্রজ্ঞা নিয়ে সমাজ সংস্কারে ব্রতী হয়েছেন। নিম্নে এ বিষয়ে কয়েকটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা হ'ল-

[১]

আপোসহীনভাবে কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। বিশ্ব মানবতার মুক্তির সর্বশ্রেষ্ঠ সংবিধান হ'ল- মহান আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত সত্যের একমাত্র উৎস পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ। এ দু'টি ব্যতীত মানবপ্রণীত কোন বিধান যেমন মানবতাকে এযাবৎ কোন কল্যাণ দিতে পারেনি, তেমনি ভবিষ্যতেও পারবে না। বরং এর দ্বারা কেবল অশান্তি, অন্যায়, নৈরাজ্য নানা অপকর্মের বীজই উপ্ত হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। তাই ধর্মের নামে হোক আর বৈষয়িকতার নামে হোক প্রাচীন-আধুনিক সকল মত ও মতবাদ প্রত্যাখ্যান করে জীবনের সর্বক্ষেত্রে নিঃশর্তভাবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে। আর এ ক্ষেত্রে থাকতে হবে আপোসহীন, যত বিপদ-মুছীবত আসুক না কেন, যত যুগ ও কালের পরিবর্তন হোক না কেন। অন্যান্য যুগের ন্যায় বর্তমানেও কথিত ইসলামের ধ্বজাধারীরা ইসলামের মৌল আদর্শকে জলাঞ্জলি দিয়ে, সত্যের সাথে মিথ্যাকে মিশ্রিত করে বাতিলের সাথে একাকার হয়ে দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের জন্য অসংখ্য জাহেলিয়াত ও ইসলাম বিধ্বংসী হাযারো অপসংস্কৃতিকে তারা ইসলামীকরণ করেছে এবং জাহেলী সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ইসলামের সাথে সমন্বয়ের নামে শিথিল করতে গিয়ে ইসলামী আদর্শেরই মূলোৎপাটন করে চলেছে। ফলে দেখা যায় সময়ের পরিবর্তনে নীতির পরিবর্তন, পরিস্থিতির বেড়াজালে আদর্শের রদবদল। ধর্মীয় জীবনে এক নীতি তো বৈষয়িক জীবনে আরেক নীতি। অর্থাৎ বৈষয়িকতার নামে রাজনীতি, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি ও সমাজনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রে আবার ভিন্ন ভিন্ন নীতি, কখনো রাসূল (ছাঃ)-এর আদর্শের অনুসরণ, কখনো ইমাম, পীর,

মাশায়েখ ও মুসলিম-অমুসলিম দার্শনিকদের অনুসরণ। এভাবে একজন ব্যক্তি বৈষয়িক জীবনে নাস্তিক হয়ে যাচ্ছে, আর ধর্মীয় জীবনে রাসূলকে বাদ দিয়ে অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষের অনুসরণ করায় সে প্রকৃতপক্ষে রাসূলের উম্মত বলে দাবী করতে পারছে না। স্বার্থসিদ্ধি আর লোভ-লালসার নামে শাসকপ্রীতি, সমাজপ্রীতি এবং বিধর্মীদের পদলেহন করায় ইসলাম ও মুসলমানদের মূলে ক্ষতি সাধিত হচ্ছে।

উক্ত কলুষময় প্রেক্ষাপটে একজন সংস্কারক হিসাবে প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব ইসলাম বিরোধী এই নীতির বিরুদ্ধে দৃঢ়তার সাথে অবস্থান গ্রহণ করেছেন এবং কিতাব ও সুন্নাতের সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠায় আপোসহীনভাবে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ জাহেলিয়াতের সাথে ইসলামের কোন আপোস নেই, বাতিলের সাথে হক্বের, শিরকের সাথে তাওহীদের, বিদ'আতের সাথে সুন্নাতের, তাক্বলীদের সাথে ইত্তেবার, জাল-যঈফ হাদীছের সাথে ছহীহ হাদীছের কোনরূপ আপোস নেই, তা যে কালেই বা যে প্রেক্ষাপটেই হোক না কেন। মানব জীবনে প্রতিষ্ঠিত ইসলাম বিরোধী সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে কেবল অহির বিধানকেই সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিতে হবে এই দাবীকে সামনে রেখে তিনি উচ্চারণ করেছেন কালজয়ী আপোসহীন শ্লোগান- **'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'**।

[২]

কালেমায়ে শাহাদাতকে পূর্ণাঙ্গভাবে বাস্তব জীবনে রূপ দেওয়ার লক্ষ্যে সকল প্রকার ইবাদতের জন্য আল্লাহ তা'আলাকে যেমন একক গণ্য করা, তেমনি সকল প্রকার ইবাদত সম্পাদনের ক্ষেত্রে অনুসরণীয় ব্যক্তি হিসাবে কেবল মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে একক ব্যক্তি বলে গণ্য করা। উক্ত নীতি গ্রহণ না করে অন্যান্য ব্যক্তি বিশেষকে গ্রহণ করার কারণেই মুসলিম উম্মাহ আজ শতধাবিভক্ত। কেননা একক ব্যক্তির অভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী হ'লে বিভক্তির কোন প্রশ্নই আসে না। কিন্তু তার স্থলে ভিন্ন ভিন্ন আদর্শে বিশ্বাসী হওয়ায় এই বিভক্তি এসেছে। আর অনুসরণের মাধ্যম হিসাবে ধর্মের নামে গ্রহণ করেছে অগণিত সামাজিক কুসংস্কার, ভালোর নামে হাযারো বিদ'আতী আমল এবং অসংখ্য জাল ও যঈফ হাদীছ। ফলে প্রকারান্তরে মানুষ রাসূলের অনুসরণ থেকে বহু দূরে ছিটকে পড়েছে। এজন্য তাঁর অন্যতম আহ্বান হ'ল, এই দিকভ্রান্ত মানুষকে ধর্মের নামে প্রচলিত যাবতীয় জঞ্জাল থেকে মুক্ত করে ছহীহ দলীলের ভিত্তিতে একমাত্র রাসূলের অনুসরণের দিকে ফিরিয়ে আনা এবং একক নীতিতে আবদ্ধ করা। এ লক্ষ্যেই তিনি বলিষ্ঠভাবে আহ্বান জানিয়েছেন **'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি'**।

উক্ত আহ্বানে 'ছহীহ হাদীছ' কথাটি বর্তমান জরাজীর্ণ বিশ্বে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ 'ছহীহ হাদীছ' বলার মাধ্যমে যেমন সকল প্রকার জাল-যঈফ বা ত্রুটিপূর্ণ বর্ণনার লেশমাত্র সেখানে স্থান পায় না, তেমনি শরী'আত বহির্ভূত অসংখ্য আমলের ছোঁয়াও লাগে না। 'জীবন' শব্দটি উল্লেখ করার মাধ্যমে জীবনের যত শাখা-প্রশাখা রয়েছে সবই এর অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। অর্থাৎ সকল কিছুকে প্রত্যাখ্যান করে কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন এবং ছহীহ হাদীছের ভিত্তিতেই সার্বিক জীবন গঠন করতে হবে। সেদিকেই বিশ্ববাসীকে নিরংকুশভাবে আহ্বান জানানো হয়েছে। আর এই চূড়ান্ত আহ্বান একমাত্র তিনিই জানিয়েছেন। যেন এর মাধ্যমে ব্যক্তি, মাযহাব ও দলগত সকল মত ও পথের ভিত্তি গুঁড়িয়ে কেবল অভ্রান্ত অহির বিধানই সর্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত হয়।

[৩]

নবী-রাসূলগণের 'দ্বীন কায়েমের' চিরন্তন পদ্ধতি অনুযায়ী সর্বপ্রথম ব্যক্তি বিশেষের আক্বীদা ও আমলের সংশোধন করা। অতঃপর পর্যায়ক্রমে পরিবার ও সমাজ সংশোধনের মাধ্যমে রাষ্ট্রীয় সংস্কার সাধনের প্রচেষ্টা চালানো এবং এই ধারাবাহিকতায় মুসলিম উম্মাহকে একই প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করা। দুর্ভাগ্যজনক হ'লেও সত্য যে, কালের আবর্তনে 'দ্বীন কায়েমের' ধারা পরিবর্তন হওয়ার কারণে নবী-রাসূলগণের রেখে যাওয়া দ্বীন কায়েমের ধারা ও পদ্ধতি প্রায় বিলীন হয়ে গেছে। দু'একটি দেশ ছাড়া মুসলিম বিশ্বের সর্বত্রই একই পরিণতি হয়েছে। বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশে। দ্বীন কায়েম বলতে 'রাষ্ট্র কায়েম' এই দর্শনের কারণে মানুষ সবকিছুকে পরিত্যাগ করে সেদিকেই ছুটছে দিকভ্রান্ত হয়ে এবং সেটাকেই মূল বা বড় ইবাদত বলে সকল কিছুর উপরে প্রাধান্য দিচ্ছে। অথচ একজন মুসলিম ব্যক্তির জন্য আবশ্যকভাবে পালনের ক্ষেত্রে 'তাওহীদ' হ'ল মূল আর অন্যান্য কর্ম প্রত্যেকটিই তার এক একটি শাখা। ফলে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাও তার একটি শাখা মাত্র। আর এই শাখা সমূহের মধ্যে অন্যতম প্রধান ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হ'ল তাওহীদী আক্বীদা ও নির্দিষ্ট আমল সমূহ। অর্থাৎ ঈমান ও দ্বীনের রুকন সমূহ। আর এই উভয়টিই মুসলমান থাকা বা না থাকার প্রশ্ন। কারণ ছহীহ আক্বীদা হ'ল দ্বীনের মূল ভিত্তি। আর এর উপরে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে দ্বীনের অন্যান্য সবকিছু। তাই আক্বীদা যদি সঠিক না হয় তবে সবকিছুই বাতিল বলে গণ্য হবে *(মায়েদা ৫)*। অথচ সেই আক্বীদা ও আমলের মৌলিক দিক অর্থাৎ ঈমান ও দ্বীনের রুকন সমূহকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করে বা খুঁটিনাটি বলে কিংবা একেবারে প্রত্যাখ্যান করে রাষ্ট্র কায়েমের দিকে পাগলের মত ছুটে চলেছে। এজন্যই মুহতারাম আমীরে জামা'আত যে নীতির ভিত্তিতে অগ্রসর হয়েছেন তা হ'ল, দ্বীন কায়েমের ক্ষেত্রে নবী-রাসূলগণের চিরন্তন নীতির

বাস্তবায়ন করা এবং মানুষকে প্রকৃত তাওহীদপন্থী হিসাবে গড়ে তোলা।

[৪]

সংস্কারপন্থী চেতনাসম্পন্ন, যোগ্য একদল মানুষ তৈরী করা, যারা কুরআন সুন্নাহর ঝাণ্ডা নিয়ে আপোসহীনভাবে সমাজে কাজ করে যাবে। এভাবে ঐক্যের ভিত্তিতে বিশেষ করে আহলেহাদীছদেরকে সংস্কারধর্মী প্লাটফরমে পরিণত করা। একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে, যেকোন আদর্শকে সমাজে প্রতিষ্ঠা করতে হ'লে বা স্থায়ী করতে হ'লে একদল আপোসহীন যোগ্য কর্মীর বিকল্প নেই। আর এটা সমাজ সংস্কারের অন্যতম মাধ্যম। অহি-র বিধানের প্রচার, প্রসার ও প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যেই ডঃ গালিব সে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আহলেহাদীছদের উপরে অর্পিত এই মহান দায়িত্ব পালনের জন্য তিনি তাদেরকে সংস্কারধর্মী একক প্লাটফরমে ঐক্যবদ্ধ করার প্রচেষ্টা চালাচ্ছেন। আর সেকারণেই তিনি ১৯৭৮ সালে যুব সংগঠন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ', ১৯৯৪ সালে মুরব্বী সংগঠন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ', ১৯৮১ সালে 'আহলেহাদীছ মহিলা সংস্থা' এবং ১৯৯৪ সালে শিশু-কিশোর সংগঠন 'সোনামণি' প্রতিষ্ঠা করেন।

[৫]

সংস্কারধর্মী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, গবেষণাগার, সৃজনশীল প্রকাশনা ও সামাজিক উন্নয়নমূলক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি স্থাপন করা। আল্লাহ প্রেরিত অভ্রান্ত বিধানকে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি প্রাতিষ্ঠানিকভাবে চেষ্টা চালিয়ে আসছেন। সেই সাথে দারিদ্র্যপীড়িত মানুষের উন্নয়নের জন্যও তিনি আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে আসছেন।

উপরে যা আলোচনা করা হ'ল তার সিংহভাগ বাস্তবায়ন হয়েছে এবং আরো প্রচার ও প্রসার ঘটছে। মানুষের মনে ধর্মীয় বিভিন্ন বিষয়ে যে সমস্ত ভ্রান্ত ধারণা বদ্ধমূল ছিল তা আজ নিরসনের অনুভূতি সৃষ্টি হয়েছে এবং তার পথ ও পন্থাও নির্ণিত হয়েছে। কেবলমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমেই যে জীবন পরিচালনা সম্ভব তাও দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। দ্বীন কায়েমের অভ্রান্ত ধারাও মানুষ বুঝতে শিখেছে।

বঞ্চিত মানবতার করুণ আর্তনাদঃ

দেশ-বিদেশের ইসলামপ্রিয় সর্বস্তরের মানুষের শুধুই আর্তনাদ ডঃ গালিবসহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে কেন কারাগারের অন্ধ প্রকোষ্ঠে নির্যাতন করা হচ্ছে? তাদের অপরাধ কি? কেন তাদেরকে মুক্তি দেয়া হচ্ছে না? আর কতদিন তাদের উপর এভাবে অত্যাচার করা হবে? সর্বত্রই বিরাজ করছে এমনই অবর্ণনীয় ও অসহনীয় হাহাকার।

আহলেহাদীছদের সর্ববৃহৎ মহাসম্মেলন হ'ল 'তাবলীগী ইজতেমা'। আর তার রূপকার হ'লেন প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব। বিগত ১৫ বছর ধরে চলে আসা সেই তাবলীগী ইজতেমা কেবল ২০০৬ সালেই তাঁর অনুপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত হয়েছে। ফলে যেমন হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে, তেমনি দুঃখ-কষ্টের মধ্য দিয়ে জনতার ভিতরে নতুন প্রাণের সঞ্চার হয়েছে। ইজতেমার ইতিহাসে এই বিপুল পরিমাণ জনতা যেমন কোনদিন দেখা যায়নি, তেমনি এত সুন্দর পরিবেশও কোনদিন তৈরী হয়নি। সাথে সাথে লক্ষাধিক মানুষের মণিকোঠায় বার বার যে আঘাত হেনেছে তা জনতা কোনদিন ভুলতে পারবে না। স্মরণকালের সর্ববৃহৎ ইজতেমার উদ্বোধনী ভাষণ শুরু হচ্ছে কিন্তু যিনি ইজতেমার সফল রূপকার, যিনি দীর্ঘ ১৫টি বছর ধরে উদ্বোধনী ভাষণ দিয়ে আসছেন তিনি সেদিন মঞ্চে অনুপস্থিত। বাদ আছরই কানায় কানায় পূর্ণ প্যাণ্ডেল, চারিদিকে দাঁড়িয়ে হাযারো মানুষ এই শূন্যতার ব্যথা সংবরণ করবে কিভাবে! দুঃখের সাগরে ভাসমান মানুষের মুখে মুখে একই কথা আমাদের মধ্যমণি শ্রদ্ধাভাজন মানুষটি আজ কোথায়? আমরা তাঁকে কোথায় হারিয়েছি? আমরা উন্মুক্ত ময়দানে থেকে তাঁরই তৈরী স্থায়ী ফসল উপভোগ করছি আর তিনি লোহার খাঁচায় বন্দী!! যিনি এই স্থায়ী ফসল তৈরী করেছেন তাঁর আসন আজ শূন্য কেন? সাতক্ষীরা-খুলনা-যশোরের গৌরবধন্য সুযোগ্য সন্তান হিসাবে আর রাজশাহীবাসীর অতি নিকটের মানুষ বলে তাদের আহাজারি ছিল অন্য রকম। শোকে কাতর আম জনতা অভিভাবকহারা হয়ে কালাতিপাত করছে দিশেহারার ন্যায়। ইজতেমার দু'দিনই রাত্রি ১০ টায় তিনি হৃদয় নিংড়ানো যে ভাষণ দিতেন তা থেকেও মানুষ বঞ্চিত হয়েছে। 'ওলামা সমাবেশ', 'সুধী সমাবেশ', 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র 'যুব সমাবেশ', 'মহিলা সমাবেশ' কোথাও তাঁকে পায়নি। লক্ষ জনতা এভাবেই বঞ্চিত হয়েছে সর্বক্ষেত্রে। এভাবেই শূন্য হৃদয়ে ফিরে গেছে মাহরূম জনতা।

আহলেহাদীছদের এই বৃহৎ সমাবেশে যিনি স্বাগত ভাষণ দিতেন, যিনি দূর-দূরান্ত থেকে আগত মানুষদের কষ্ট ভোগ করতেন, অথিতিদের ব্যথায় ব্যথিত হ'তেন, অত্যন্ত নরম ভাষায় হাস্যোজ্জ্বল চেহারায় কথা বলে মানুষকে অতি আপন করে নিতেন, যিনি সম্মেলনের সার্বিক ব্যবস্থাপনা সম্পন্ন করতেন, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর প্রবীণ আলেম শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীও অনুপস্থিত। লক্ষ জনতার মনে বার বার উদিত হয়েছে আমরা আজ আশ্রয়হীন। যার কাছে মানুষ তাদের দুঃখ-কষ্ট, অভিযোগ-অনুযোগ খোলা মনে পেশ করত, 'আন্দোলন'-এর সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক নূরুল ইসলামও নেই। 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ

যুবসংঘে'র সারা দেশের কর্মীরা এবারই প্রথম তাদের প্রাণপ্রিয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে এই বৃহৎ ইজতেমায় পায়নি। এবারের যুব সমাবেশে তার শূন্যতা কি হাযার হাযার কর্মী কোনদিন ভুলতে পারবে? অনুরূপভাবে যিনি দেশের ছোট-বড় সকলের একান্ত প্রিয় ব্যক্তি, যিনি ইসলামী জাগরণীর মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করতেন, উদাত্ত কণ্ঠে আহ্বান জানাতেন, আন্দোলনের প্রতি উদ্বুদ্ধ করতেন, 'আল-হেরা শিল্পী গোষ্ঠী' প্রধান জনাব শফীকুল ইসলামকেও না পেয়ে মানুষ ক্ষত-বিক্ষত হয়েছে। তবে তার ছেলের কণ্ঠে জাগরণী শুনে একটু প্রশান্তি পেলেও মানুষের অন্তর আরো দগ্ধিভূত হয়েছে। আহলেহাদীছ আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের থেকে এভাবেই লক্ষ জনতা মাহরূম হয়েছে।

একইভাবে ইজতেমার দ্বিতীয় দিন আরেক অবর্ণনীয় করুণ প্রেক্ষাপটের সৃষ্টি হয় রাত্রি ১০-টায়। যে সময় মুহতারাম আমীরে জামা'আত সর্বশেষ ভাষণ দিতেন, ঠিক সেই মুহূর্তে তাঁরই জ্যেষ্ঠ পুত্রের হৃদয়গ্রাহী সান্তনামূলক ভাষণ মানুষকে এক অজানা কষ্টে নিমজ্জিত করে।

'আমার আসাদুল্লাহর উপর যালেম সরকার আর কতদিন নির্যাতন চালাবে? তার অপরাধ কি আমরা জানতে চাই! যালেমরা আমাদের সন্তানটিকে কি কোনদিন ছাড়বে না! জেলের মধ্যে রেখে আর কতদিন এভাবে নির্যাতন করা হবে! অঝর নয়নে কাঁদতে কাঁদতে আড়ষ্ট কণ্ঠে কথাগুলি বলছিলেন সাতক্ষীরার অতিবৃদ্ধ জনৈক ব্যক্তি।

রাজশাহীর জনৈক প্রবীণ রাজনীতিবিদ বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন, 'অত্যন্ত লজ্জাজনক যে, শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান আহলেহাদীছ পরিবারের সন্তান হিসাবে তাঁর সাথে আমাদের রাজশাহীবাসীর ছিল এক স্বতন্ত্র হৃদ্যতা। আমাদের সুখে-দুঃখে তিনি সর্বদাই আমাদের পাশে থাকতেন। তাই রাজশাহীবাসী তাঁকে ভুলে যায়নি। কিন্তু আমাদের সেই আহলেহাদীছের একক নেতৃত্ব ও কর্ণধার, প্রবীণ শিক্ষাবিদ প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবের মত ব্যক্তিত্বগণকে সেই শহীদ জিয়ার প্রতিষ্ঠিত দলই নির্যাতন করছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান জ্ঞানীদের শ্রদ্ধা করতেন। কিন্তু তাঁর দল ডঃ গালিবকে গ্রেফতার করে তাঁর আদর্শকে কলঙ্কিত করেছে। নির্দোষ প্রমাণিত হওয়ার পরেও একটি বছর ধরে তাঁকে কারাগারে আটকে রেখেছে। মানুষের অন্তরকে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত করা হয়েছে। এর পরিণাম কি কখনো শুভ হবে?

'কথিত ইসলামী রাজনীতির ধোঁকায় পড়ে যে সমস্ত নামধারী আহলেহাদীছ অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়েছে, তাদের সেই ভ্রষ্টতার বিষময় ফল আজ দেশের সমগ্র আহলেহাদীছ ভোগ করছে। যে সময় তারা দেশের কোথাও ঠাঁই পায়নি আমরা রাজশাহীতে তাদের ঠাঁই দিয়েছিলাম। যখন তারা একটু শক্তি পেয়েছে তখনই আমাদের ঘাড়ে চেপে বসেছে। তারাই যে এই মিথ্যাচার ও জঘন্য কর্মের নেতৃত্ব দিয়েছে তা আজ দিবালোকের ন্যায় পরিস্কার। কারণ অন্যান্য ইসলামী অনৈসলামী প্রায় সকল দলই ডঃ গালিবকে গ্রেফতারের প্রতিবাদ করেছে, যা আমরা পত্রিকার পাতায় দেখেছি। কিন্তু একটি বছর পার হয়ে গেলেও তারা 'টু' শব্দটিও করেনি'-মাসিক তাবলীগী -ইজতেমায় এমনই মন্তব্য করলেন রাজশাহী শহরের এক প্রবীণ ব্যক্তি।

এমনই করুণ আর্তনাদ ও অসহনীয় ক্ষোভ বিরাজ করছে দেশের সর্বত্র, সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে। কিন্তু দেড় বছর হ'তে চললেও তথাকথিত ইসলামী মূল্যবোধের এই যালেমরা কোনই মূল্যায়ন করেনি। অথচ আহলেহাদীছ আন্দোলন যে জঙ্গী বিরোধী, শান্তিপ্রিয় এবং দ্বীনী সংগঠন, ডঃ গালিব যে এর বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন, বিভিন্ন লেখনি ও বক্তব্য দিয়ে, সাংগঠনিকভাবে চরম বিরোধিতা করে আসছেন তা সুস্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও তাঁর উপর চালানো হচ্ছে এই অমানুষিক নির্যাতন। সুতরাং দেশবাসীর নিকট আজ এ কথাই প্রতিভাত হয়েছে যে, প্রকৃত দোষীদের আড়াল করার জন্যই তাঁকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তাছাড়া প্রকৃত অপরাধী কারা তা যে সংশ্লিষ্ট এমপি-মন্ত্রী ও নেতারাই জানত তা তাদের সাক্ষাৎকারেই প্রমাণিত হয়েছে। এরপর শীর্ষ জঙ্গীরা গ্রেফতার হওয়ায় এবং সকল অপকর্মের কথা স্বীকার করায় তা আরো স্পষ্ট হয়ে গেছে। এমনকি যে সমস্ত মিথ্যা মামলা আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর চাপানো হয়েছে সেগুলির ব্যাপারেও এরা স্বীকারোক্তি দিয়েছে। অর্থাৎ সব দায়দায়িত্ব এরা স্বীকার করার পরও আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তি না দিয়ে সরকার জাতির সাথে সর্বোচ্চ প্রতারণা করে চলেছে।

এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল- এরপরেও কি বঞ্চিত মানবতার কিছুই করার নেই? দেশের মানুষের পক্ষে এর যথাযথ জবাব দেওয়ার কি কোন মাধ্যম নেই? শিক্ষিত, জ্ঞানী, পণ্ডিত মহল এবং অপ্রতিরোধ্য ছাত্র ও তরুণ সমাজ এই নির্মম অত্যাচারের বিরুদ্ধে কি কিছুই বলবে না? আমাদের স্বাধীন এই দেশটাকে কি ঐ শোষকদের হাতে চিরদিনের জন্য তুলে দেয়া হয়েছে?

হে আহলেহাদীছ সমাজ! তোমার নীতিতে তুমি ঐক্যবদ্ধ হও! তোমার তো রয়েছে স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, স্বতন্ত্র প্লাটফরম, তুমি অপরের পিছনে ছুটছো কেন? যারা তোমার নেতৃবৃন্দের উপর নির্যাতন চালিয়ে তোমাকে পঙ্গু করছে, তুমি কেন আজ তাদের গোলাম বনে গেছো? তোমার নিজস্ব স্বাতন্ত্র্যবোধ বলতে কি কিছুই নেই? হে আহলেহাদীছ তরুণ! তোমাকে ধোঁকা দেয় কে? তোমার ভিতরে কি অভ্রান্ত চেতনা নেই? তুমি কি অপরের কাছে চেতনাহীন হয়ে গেলে? তোমাকে কারা বশ করে ফেলল?

তোমার সেই অপ্রতিরোধ্য গতি এত শ্লথ কেন? তোমার পূর্বপুরুষদের দিকে চেয়ে দেখ, তাঁরা কি কখনো নিজেদের স্বাতন্ত্র্য জলাঞ্জলি দিয়ে অপরের পিছনে ঘুরেছেন? তুমি মনে রেখ! আহলেহাদীছ মনীষীদের ক্ষতি হওয়া মানে গোটা আহলেহাদীছ সমাজের ক্ষতি হওয়া। আর তাঁদের ক্ষতি হওয়া মানে সরাসরি কুরআন-সুন্নাহর ক্ষতি হওয়া। কারণ এ পৃথিবীতে একমাত্র তোমরাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অতন্দ্রপ্রহরী। একবার তাকাও আহলেহাদীছ আন্দোলনের বীরসেনানী আব্দুল্লাহেল কাফী আল-কুরাইশী (রহঃ)-এর বক্তব্যের দিকে, কেমন দৃঢ়তার সাথে তিনি উচ্চারণ করেছেন, 'এরূপ প্রশ্ন কাহারো মনে উদিত হওয়া বিচিত্র নয় যে, কুরআন ও সুন্নাহর একচ্ছত্র আধিপত্য ও অধিনায়কত্ব প্রতিপন্ন ও প্রতিষ্ঠা করা কি শুধু আহলে হাদীস আন্দোলনেরই বৈশিষ্ট্য? এই প্রশ্নের জওয়াবে আমরা সসম্মানে দৃঢ়তার সহিত এই কথাই বলিব যে, বাস্তবিকই একমাত্র আহলে হাদীসগণই কোরআন ও সুন্নাহর বিজয় পতাকার ধারক ও বাহক' *(আহলে হাদীস পরিচিতি, পৃঃ ১৫৫)*। অতএব হে আহলেহাদীছ সমাজ! তোমার দায়িত্ব সম্পর্কে আল্লাহ্‌র কাছে জবাবদিহির জন্য এক্ষুণি সাবধান হও! ঐক্যবদ্ধ হও নিজের ঘরে! সমবেত হও 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র কালজয়ী আপোসহীন প্লাটফরমে!!

ঢাকা শহরের যেসব স্থানে আত-তাহরীক পাওয়া যায়

১. 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' অফিস, ২২০ বংশাল রোড, ঢাকা।
২. তাওহীদ পাবলিশার্স, ৯০, হাজী আব্দুল্লাহ সরকার লেন, বংশাল, ঢাকা।
৩. আহলেহাদীছ লাইব্রেরী, ২১৪ বংশাল রোড, ঢাকা।
৪. ফ্যাশন স্টোর (প্রোঃ মোঃ আবু জাহের প্রিন্স), বায়তুল মোকাররম মসজিদ, দক্ষিণ গেইট, উৎসব বাস কাউন্টার সংলগ্ন।
৫. গুলিস্তান, ফুলবাড়ীয়া সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুমন)।
৬. গুলিস্তান, গোলাপ শাহ মাযারের দক্ষিণ-পশ্চিম কর্ণারস্থ সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সলীম উদ্দিন)।
৭. মতিঝিল স্ট্যান্ডার্ড ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাতে (প্রোঃ আব্দুল ওয়াহহাব)।
৮. মতিঝিল সোনালী ব্যাংকের প্রধান কার্যালয় সংলগ্ন ফুটপাত (প্রোঃ মোঃ ছালসীম উদ্দীন)।
৯. জাতীয় প্রেসক্লাব-এর পূর্ব পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয় কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ শু'আইব)।
১০. জাতীয় প্রেসক্লাব এর পশ্চিম পার্শ্বস্থ সংবাদপত্র বিক্রয়কেন্দ্র (প্রোঃ মোঃ সুজন)।
১১. দৈনিক বাংলা মোড়, মতিঝিল, আল-আরাফাহ ইসলামী ব্যাংকের পশ্চিম পার্শ্বস্থ ফুটপাত (মোঃ কামাল হোসাইন)।
১২. পল্টন মোড়, দৈনিক সমাচার পত্রিকার অফিস সংলগ্ন ফুটপাতে, (মোঃ মিলন)।

সুন্নাতের গুরুত্ব ও মাহাত্ম্য

*মুরাদ বিন আমযাদ**

অনেকে এই আক্বীদা পোষণ করে থাকে যে, সুন্নাত ত্যাগ করলে গোনাহ হয় না। এ বিশ্বাস এতই নিকৃষ্ট যে, এর ফলে ইসলামের সমস্ত রীতিনীতি এবং নিয়ম-শৃঙ্খলা নিশ্চিহ্ন হ'তে বাধ্য। তারা এই আক্বীদার মাধ্যমে সুন্নাতকে নির্দ্বিধায় ত্যাগ করে থাকে এবং শিথিলতা প্রদর্শন করে বলে থাকে যে, 'বিষয়টি তো সুন্নাত, ফরয নয়, কাজেই এতে আর কি বাধ্যবাধকতা আছে? আলোচ্য নিবন্ধে উক্ত ভ্রান্ত আক্বীদার বিপরীতে দলীল ভিত্তিক নাতিদীর্ঘ আলোচনা পেশ করা হ'ল-

(১) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللهَ كَثِيْرًا-

'তোমাদের জন্য আল্লাহ্‌র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ নিহিত আছে। যারা আল্লাহ ও আখেরাতের ব্যাপারে আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে' *(আহযাব ২১)*।

আলোচ্য আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, মানুষের জন্য সর্বোত্তম আদর্শ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)। অর্থাৎ তাঁর সুন্নাত বা আদর্শ। আর আল্লাহ এবং আখেরাতের প্রতি বিশ্বাসীদের মৌলিক দাবী হ'ল, তাঁর সুন্নাতের ওপর আমল করা। তাই যারা সুন্নাতের ওপর আমল করে না, আল্লাহ ও আখেরাতের প্রতি ঈমান আনার দাবীও তাদের অযৌক্তিক। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে সর্বোত্তম আদর্শ হিসাবে উল্লেখ করার দাবী এটাই যে, 'তাঁর যথাযথ অনুসরণ করতে হবে এবং তাঁর বিপরীত আমল প্রত্যাখ্যান করতে হবে'। অর্থাৎ পূর্ণাঙ্গভাবে তাঁর আনুগত্য করতে হবে।

(২) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

قُلْ يَاأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّيْ رَسُوْلُ اللهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا الَّذِيْ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلٰهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِيْ وَيُمِيْتُ فَآمِنُوْا بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ الَّذِيْ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَكَلِمٰتِهِ وَاتَّبِعُوْهُ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ-

'আপনি বলুন! হে মানবমণ্ডলী! আমি তোমাদের সবার প্রতি সেই আল্লাহ্‌র রাসূল হিসাবে প্রেরিত, যার রাজত্ব সমগ্র আসমান ও যমীনে। যিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। যিনি জীবন ও মৃত্যু দান করেন। সুতরাং তোমরা বিশ্বাস

* ইমাম, খাজুরা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ, ফকিরহাট, বাগেরহাট।

স্থাপন করো আল্লাহ এবং তাঁর প্রেরিত উম্মী নবীর উপরে, যিনি আল্লাহ এবং তাঁর সমস্ত কালামের উপর বিশ্বাস পোষণ করেন। অতএব তোমরা তাঁর আনুগত্য করো যেন হেদায়াত প্রাপ্ত হ'তে পার' *(আ'রাফ ১৫৮)*।

উক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণকে হেদায়াত লাভের প্রধান মাধ্যম উল্লেখ করেছেন। সেকারণ যে ব্যক্তি হেদায়াতের আশা করবে তাকে অবশ্যই রাসূল (ছাঃ)–এর অনুসরণ করতে হবে। এছাড়া তাঁকে অনুসরণ করার জন্য বান্দার প্রতি এটি আল্লাহ্র বিশেষ নির্দেশ। আর আল্লাহ্র নির্দেশ হ'ল ফরয। তাই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আনুগত্য করা নিঃসন্দেহে ফরয।

উল্লেখ্য, ইত্তিবা (اِتِّبَاعٌ) বলতে প্রতি পদে পদে চলাকে বুঝায়। অর্থাৎ সমস্ত কাজেই রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যথাযথ অনুসরণ করা। অতএব সুন্নাতের উপর আমল ব্যতীত হেদায়াত পাওয়া যখন সম্ভব নয়, তখন সুন্নাত তরক করা যে গোনাহের কাজ তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ থাকে কি?

মুসলিম উম্মাহ্র প্রতি বাধ্যতামূলক বিষয় দু'প্রকার। একঃ যা আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল কর্তৃক নির্দেশের মাধ্যমে সরাসরি এসেছে, তা বাধ্যতামূলক। দুইঃ যা আল্লাহ্র নির্দেশে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর মাধ্যমে প্রদর্শিত হয়েছে, সেটাও বাধ্যতমূলক। প্রথম প্রকারকে বলা হয় ফরয। আর দ্বিতীয়টিকে বলা হয় সুন্নাত। উভয়টিই মুসলিম উম্মাহ্র জন্য বাধ্যতামূলক। এ আক্বীদা সম্পূর্ণ ভুল যে, প্রথমটি বাধ্যতামূলক আর দ্বিতীয়টি ঐচ্ছিক, বরং উভয়টিই বাধ্যতামূলক।

(৩) আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ-

'সুতরাং যারা তাঁর (রাসূলের) আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদেরকে স্পর্শ করবেই অথবা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি তাদেরকে গ্রাস করবে' *(নূর ৬৩)*।

উক্ত আয়াতের মর্মার্থ ও স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নির্দেশ এবং কর্মের বিরোধিতা করা নিঃসন্দেহে ভয়াবহ আযাবের কারণ।

(৪) আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ،

'আপনি বলুন, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাসতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন' *(আলে ইমরান ৩১)*।

জানা আবশ্যক যে, ঈমান রাখা এবং আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা দু'টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। যদি কোন ব্যক্তি ঈমানের দাবী করে, কিন্তু আল্লাহ্র প্রতি মুহাব্বত না রাখে, তাহ'লে তার দাবী নিঃসন্দেহে বানাওয়াট। আর আল্লাহকে যথাযথ ভালবাসার জন্য রাসূলের আনুগত্য করা আবশ্যক। কারণ আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসা প্রদর্শন রাসূলের অনুসরণের সাথে শর্তযুক্ত। সুতরাং রাসূলের অনুসরণ ছাড়া আল্লাহ্র প্রতি ভালবাসার অস্তিত্ব কাল্পনিক। আল্লাহ তাঁর কোন বান্দাকে ততক্ষণ পর্যন্ত ভালবাসেন না, যতক্ষণ না সে রাসূলের অনুসরণ করে। তাই আল্লাহ্র নিকট মুক্তি পাওয়ার মূল ভিত্তিই হ'ল সুন্নাতের পূর্ণাঙ্গ অনুসরণ।

(৫) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ، 'যে আমার সুন্নাত থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় সে আমার উম্মতের অন্তর্ভুক্ত নয়'।[১]

(৬) 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অনেক কাজ ছেড়ে ছেড়ে আমল করতেন। অথচ সে আমলগুলি তাঁর প্রিয় ছিল। তিনি এই আশঙ্কায় এমনটি করতেন যে, হয়ত লোকেরাও (তার দেখাদেখি নিয়মিত) আমল করবে, ফলে তাদের উপর সেগুলি ফরয হয়ে যাবে' *(ছহীহ বুখারী)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কোন কোন আমল মাঝেমধ্যে ছেড়ে দেয়ার উদ্দেশ্য হ'ল- সে আমলটি যেন উম্মতের উপর বাধ্যতামূলক না হয়। এতে প্রমাণিত হয় যে, কোন আমল নবী করীম (ছাঃ) সবসময় করলে তা বাধ্যতামূলক হয়ে যায়। তাই তিনি যখন কোন আমলকে বাধ্যতামূলক করতে চাইতেন না, তখন তা মাঝে মধ্যে ছেড়ে দিতেন। সুতরাং প্রমাণিত হয় যে, যে সুন্নাতগুলি তিনি কখনো ছাড়েননি, সেগুলি নিয়মিত আমল করাই বাধ্যতামূলক।

(৭) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তিনরাত তারাবীহর ছালাত জামা'আতবদ্ধভাবে আদায় করেছিলেন। চতুর্থ রাতেও ছাহাবীগণ মসজিদে একত্রিত হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি উপস্থিত হননি। অতঃপর তিনি বলেন,

إِنَّهُ لَمْ يَخْفَ عَلَىَّ مَكَانُكُمْ وَلَكِنِّىْ خَشِيْتُ أَنْ تُفْتَرَضَ عَلَيْكُمْ فَتَعْجِزُوْا عَنْهَا-

'তোমাদের উপস্থিতি আমার নিকট অজানা নয়। কিন্তু আমার ভয় হয় যে, এটা তোমাদের উপর ফরয হয়ে যায় কি-না। তখন তোমাদের পক্ষে তা আদায় করা কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে'।[২] উক্ত হাদীছ থেকেও রাসূলের নিয়মিত সুন্নাত সমূহ উম্মতের জন্য নিয়মিত পালন করা অপরিহার্য বলে

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫।*
২. *বুখারী হা/২০১২।*

প্রমাণিত হয়।

(৮) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ صَلُّوا قَبْلَ صَلاَةِ الْمِغْرِبِ صَلُّوْا قَبْلَ صَلاَةِ الْمَغْرِبِ–

'ছালাতুল মাগরিবের পূর্বে ছালাত আদায় কর, ছালাতুল মাগরিবের পূর্বে ছালাত আদায় কর, ছালাতুল মাগরিবের পূর্বে ছালাত আদায় কর'। তিনবার উক্ত বাক্য বলার পর তিনি বললেন,

لِمَنْ شَاءَ كَرَاهِيَةَ أَنْ يَّتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً–

'যে ব্যক্তি পড়তে চায়'। রাবী বলেন, এ আশঙ্কায় এ কথা বলা হ'ল যে, হয়তো লোকেরা একে সুন্নাত মনে করে নিবে'।[৩]

উক্ত হাদীছ দ্বারাও সুন্নাতের আবশ্যকতা প্রমাণিত হয়। কেননা উক্ত হাদীছের শেষোক্ত বাক্যটিই বাধ্যবাধকতা রহিত করেছে। অন্যথায় মাগরিবের পূর্বে দু'রাক'আত সুন্নাত পড়া আবশ্যক হয়ে যেত।

(৯) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল আযহার দিন খুৎবার মধ্যে বললেন, 'আজকের দিনে সর্বাগ্রে আমরা ছালাত আদায় করব। অতঃপর ঘরে ফিরে যাব এবং কুরবানী করব'। এরপর তিনি বললেন,

فَمَنْ فَعَلَ ذلِكَ فَقَدْ أَصَابَ سُنَّتَنَا وَمَنْ ذَبَحَ قَبْلَ أَنْ يُصَلِّىَ فَإِنَّمَا هُوَ لَحْمٌ عَجَّلَهُ لِأَهْلِهِ لَيْسَ مِنَ النُّسُكِ فِىْ شَىْءٍ فَلْيَذْبَحْ أُخْرَى مَكَانَهَا–

'যে ব্যক্তি এমনটি করল, সে আমাদের সুন্নাত পালন করল। আর যে ব্যক্তি ছালাতের পূর্বে কুরবানী করল সে তো কেবল গোশতের জন্যই করল, যা সে নিজের পরিবারের জন্য দ্রুত সম্পন্ন করেছে। এটা কখনোই কুরবানীর মধ্যে গণ্য হবে না। সে যেন এর বদলে অন্য একটি কুরবানী করে'।[৪]

উক্ত আলোচনায় পরিষ্কার হ'ল, প্রথমে ঈদের ছালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর কুরবানী করতে হবে। একাজে উক্ত ধারাবাহিকতাই সুন্নাত। যদি এই ধারাবাহিকতা না থাকে তাহ'লে কুরবানী বাতিল বলে গণ্য হবে। অর্থাৎ ধারাবাহিকতার সুন্নাত ছেড়ে দিলে সমস্ত আমলই নিরর্থক হবে। এটাই সুন্নাতের অনুসরণ।

৩. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১১৬৪।*
৪. *বুখারী হা/৯৭৬।*

(১০) খাওয়ার পর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে ওযূর পানি আনা হ'লে তিনি ওযূ না করে বললেন, لَوْ فَعَلْتُهُ فَعَلَ ذلِكَ النَّاسُ بَعْدِى 'যদি আমি ওযূ করি, তাহ'লে আমার পরে লোকদেরকেও এটা করতে হবে'। অর্থাৎ পরবর্তীতে ওযূ ছেড়ে দেয়ার সুযোগ থাকত না।[৫]

প্রিয় পাঠক! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ থেকে উত্থাপিত উপরোক্ত দলীল সমূহের আলোকে একথা প্রমাণিত হ'ল যে, সুন্নাতের অনুসরণ করা বাধ্যতামূলক এবং তা ছেড়ে দেওয়া অন্যায়। এছাড়া এটাও প্রমাণিত হ'ল যে, যে সমস্ত সুন্নাত বাধ্যতামূলক নয় বা ইচ্ছাধীন সেগুলি নির্দিষ্টভাবে এবং স্বতন্ত্র দৃষ্টিতে বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভাগ্য যে, কুরআন-সুন্নাহর এ জাতীয় অসংখ্য দলীল মওজুদ থাকার পরেও একশ্রেণীর আলেম ফৎওয়া দিয়ে থাকেন যে, সুন্নাত তরক করা জায়েয, এতে কোন গোনাহ নেই। যার ফলশ্রুতিতে আজ সকল প্রকার সুন্নাতই গুরুত্বহীন হয়ে পড়েছে, সুন্নাতের উপর আমল উঠে যাচ্ছে এবং ইসলামী রীতিনীতি সমূহ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে। অপরদিকে মুসলমানরা বিজাতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে গ্রহণ করছে। এমনকি ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র অনুকরণও লোকদের শিরা-উপশিরায় প্রবাহিত হচ্ছে। আর এ সমস্ত কারণেই মুসলামনদের ঈমানে দুর্বলতা দেখা দিচ্ছে। অথচ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ 'যে ব্যক্তি যে সম্প্রদায়ের সাদৃশ্য অবলম্বন করবে, সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে'।[৬]

সুন্নাতের উপর ছাহাবায়ে কেরামের অটুট অবস্থানঃ

সুন্নাত সম্পর্কে ছাহাবায়ে কেরামের আক্বীদা কেমন ছিল? তাঁরা সুন্নাতকে অতি নগণ্য মনে করে তরক করতেন, নাকি আবশ্যকীয় বিষয় মনে করতেন এবং সুন্নাত তরক করা গুনাহ মনে করতেন এ বিষয়ে নিম্নে আলোচনা করা হ'ল-

(১) আয়েশা (রাঃ) বলেন,

قَدْ سَنَّ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا فَلَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَّتْرُكَ الطَّوَافَ بَيْنَهُمَا–

'সাফা ও মারওয়ার মধ্যবর্তী স্থানে দৌড়ানো রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত। এ কারণে কোন ব্যক্তির পক্ষে এ দু'টি পাহাড়ের মাঝে দৌড়ানো তরক করা জায়েয নয়' *(বুখারী, মুসলিম)*।

(২) আবুবকর ছিদ্দীক্ব (রাঃ) বলেন,

৫. *আহমাদ, বুলূগুল আমানী ৩/১০৫ পৃঃ, সনদ ছহীহ।*
৬. *আবুদাঊদ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৩৪৭।*

لَسْتُ تَارِكًا شَيْئًا كَانَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ يَعْمَلُ بِهِ إِلاَّ عَمِلْتُ بِهِ فَإِنِّىْ أَخْشَى إِنْ تَرَكْتُ شَيْئًا مِنْ أَمْرِهِ أَنْ أَزِيْغَ-

'আমি এমন কোন আমল ছেড়ে দিতে রাযী নই, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছেন, বরং আমি তো সেগুলি আমল করব। কেননা আমি আশঙ্কা করি যে, যদি তাঁর কোন আমল ছেড়ে দেই তাহ'লে হয়ত গোমরাহ হয়ে যাব' *(বুখারী)*।

(৩) ওমর ফারূক (রাঃ) বলেন,

أَعْمَلُ فِيْهَا بِمَا عَمِلَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ... فَوَاللهِ الَّذِىْ بِإِذْنِهِ تَقُوْمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ لاَ أَقْضِىْ فِيْهَا قَضَاءً غَيْرَ ذٰلِكَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ-

'এ ব্যাপারে আমি অনুরূপ আমল করব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করতেন। ... আল্লাহ্র কসম! যাঁর হুকুম দ্বারা আসমান ও যমীন স্থিত, আমি ক্বিয়ামত পর্যন্ত এ ছাড়া অন্য কোন ফায়ছালা করতে পারি না' *(বুখারী, মুসলিম)*।

(৪) ইবনু সামিত বলেছেন, আমি ওমর ইবনুল খাত্ত্বাব (রাঃ)-কে যুল-হুলায়ফাতে দু'রাক'আত ছালাত (ক্বছর) পড়তে দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন,

إِنَّمَا أَفْعَلُ كَمَا رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ يَفْعَلُ-

'আমি তো তা-ই করব, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে করতে দেখেছি' *(নাসাঈ)*।

(৫) একদা হাজরে আসওয়াদকে সম্বোধন করে ওমর (রাঃ) বলেন,

لَوْ لاَ أَنِّىْ رَأَيْتُ النَّبِىَّ ﷺ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ-

'আমি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে তোমাকে চুম্বন করতে না দেখতাম, তাহ'লে আমিও তোমাকে চুম্বন করতাম না'।[৭]

(৬) কা'বা ঘর ত্বাওয়াফে তিন চক্কর দেয়ার সময় দৌড়াতে হয়। ওমর (রাঃ) বলেন, এ দৌড়ানোতে কি ফায়দা আছে? আমরা তো কেবল মুশরিকদের ওপর নিজেদের বীরত্ব প্রদর্শন করার জন্য দৌড়িয়েছিলাম। এখনতো মুশরিকদেরকে ধ্বংস করা হয়েছে। (অর্থাৎ এখন ঐ বীরত্ব প্রদর্শনের কি প্রয়োজন?) অতঃপর তিনি বললেন,

شَيْئٌ صَنَعَهُ النَّبِىُّ ﷺ فَلاَ نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ-

'এটা এমন একটি কাজ, যা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) করেছিলেন। সুতরাং এটা ছেড়ে দেয়াকে আমরা অপসন্দ করি'।[৮]

(৭) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, لَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ 'তোমরা যদি তোমাদের রাসূলের সুন্নাতকে ছেড়ে দাও, তাহ'লে গোমরাহ হয়ে যাবে' *(ছহীহ মুসলিম)*।

(৮) আম্মারাহ বিন রাবী'আহ (রাঃ) বিশর বিন মারওয়ানকে মিম্বরের উপরে দু'হাত উঠাতে দেখে বললেন,

قَبَّحَ اللهُ هَاتَيْنِ الْيَدَيْنِ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ مَا يُزِيْدُ عَلَى أَنْ يَّقُوْلَ بِيَدِهِ هٰكَذَا...

'আল্লাহ ঐ দু'টি হাতকে ধ্বংস করুন। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে দেখেছি কেবল এক হাত উঠিয়ে শাহাদত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করছেন'।[৯]

(৯) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর (রাঃ) উটকে বসিয়ে কুরবানী করতে দেখে জনৈক ব্যক্তিকে বললেন,

اِبْعَثْهَا قِيَامًا مُقَيَّدَةً سُنَّةَ مُحَمَّدٍ ﷺ

'উটটির একটি পা বেঁধে দাঁড় করাও (অতঃপর কুরবানী কর)। এটাই মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাত'।[১০]

(১০) হুযায়ফাহ (রাঃ) জনৈক ব্যক্তিকে ছালাতে রুকূ ও সিজদা সঠিকভাবে আদায় না করতে দেখে বললেন,

مَا صَلَّيْتَ، لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ ﷺ

'তুমি ছালাত আদায় করনি। যদি তুমি এ অবস্থায় মৃত্যুবরণ কর তবে তোমার মৃত্যু মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর সুন্নাতের ওপর হবে না'।[১১]

মৌলিককথা হ'ল ছাহাবীগণ রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতকে বাধ্যতামূলক মনে করতেন। তাঁরা সুন্নাত ছেড়ে দেয়াকে জায়েয মনে করতেন না। বরং সুন্নাত তরক না করার ব্যাপারটি অত্যন্ত কঠোরভাবে উপস্থাপন করতেন। আমাদের জন্যও নিরাপদ পথ এটাই এবং এটাই আলোর পথ। তাদের আক্বীদার মতই আমাদেরকে আক্বীদা পোষণ করতে হবে।

অতএব আসুন! আমরা সুন্নাতের উপর যথাযথভাবে আমল করি এবং সুন্নাত তরক করাকে গুনাহ মনে করে এই ভ্রান্ত আক্বীদা থেকে ফিরে আসি। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

---

৭. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫৮৭।*

৮. *বুখারী হা/১৬০৫।*
৯. *মুসলিম হা/২০১৩।*
১০. *বুখারী হা/১৭১৩।*
১১. *বুখারী হা/৭৯১ ও ৮০৮।*

দাড়ি রাখার শারঈ বিধান

*যহূর বিন ওছমান**

দাড়ি রাখা নিয়ে মুসলিম সমাজে নানা রকম টানা-হেঁচড়া, বাক-বিতণ্ডা ও ফৎওয়া-ফারায়েয লক্ষ্য করা যায়। যা সাধারণ মানুষকে ঘোর বিভ্রান্তিতে ফেলে দেয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে এ বিষয়টি নিয়ে বহু আলেম-ওলামার সাথে আলোচনা করেছি, কিন্তু মুষ্টিমেয় কিছু হক্বপন্থী আলেম ব্যতীত কেউই সত্যকে মেনে নিতে রাযী হননি।

উপমহাদেশের একদল ফিক্বহ্‌বিদ ও আলেম একমুষ্টি দাড়ি রাখাকে ওয়াজিব বলে থাকেন। অথচ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের কষ্টিপাথরে বিচার করলে দেখা যায় যে, তাদের এই দাবী সম্পূর্ণ মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও শরী'আত বিরোধী। কারণ একাধিক ছহীহ হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) পূর্ণ লম্বা দাড়ি রাখতেন এবং ছাহাবীগণকে লম্বা দাড়ি রাখার নির্দেশ দিতেন।

ইবনু ওমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, خَالِفُوا الْمُشْرِكِيْنَ أَوْفِرُوا اللُّحَى وَاحْفُوْا الشَّوَارِبَ– '(দাড়ি ও গোফের ব্যাপারে) তোমরা মুশরিকদের বিপরীত কর। দাড়ি লম্বা কর আর গোঁফ ছোট কর'।[১]

আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাড়ি ছিল দীর্ঘ।[২] আয়েশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'দশটি কাজ ফিৎরাতের মধ্যে শামিল। তন্মধ্যে দু'টি কাজ হচ্ছে, গোঁফ কাটা এবং দাড়ি লম্বা করা'।[৩]

উক্ত হাদীছের চুলচেরা বিশ্লেষণ করলে 'ফিৎরাত' শব্দটির অর্থ দাঁড়ায় সৃষ্টিগত স্বভাব। যে স্বভাবের উপর পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণ ও সালাফে ছালেহীন প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। বর্তমানেও ঈমানদার লোক প্রতিষ্ঠিত আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত একদল লোক সর্বদা এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। তাই দাড়ি লম্বা করা আর গোঁফ খাট করা মুসলমানিত্বের স্বভাব।

উল্লেখ্য, হাদীছের শাব্দিক অর্থের প্রতি লক্ষ্য করলেও তা প্রমাণিত হয়। যেমন 'ই'ফা' (إعفاء) অর্থ লম্বা হ'তে দেওয়া। অর্থাৎ দাড়িকে তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়া। আর 'ইরখা' (ارخاء) অর্থ অবকাশ দেওয়া বা ছেড়ে দেওয়া এবং 'তাওফীর' (توفير) অর্থ পূর্ণ বা বেশী হ'তে দেওয়া।

উল্লিখিত শব্দগুলি থেকে স্পষ্ট প্রমাণিত হয় যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে কোন খাঁটি মুমিন দাড়ি রাখতে চাইলে তাকে পূর্ণ লম্বা দাড়িই রাখতে হবে।

উপরোক্ত আলোচনায় প্রমাণিত হ'ল যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দাড়ি যেমন লম্বা ছিল, তেমনি তিনি বারংবার দাড়ি লম্বা করার জন্য অত্যন্ত কঠোর ভাষায় নির্দেশ দিয়ে গেছেন। সাথে সাথে এটাও বলে গেছেন যে, দাড়ি কাটা-ছাটা কাফের-মুশরিকদের কাজ। তাহ'লে দাড়ি কাটাছাটা বা একমুষ্টি দাড়ি রাখার দলীল তারা কোথায় পেল? এ বিষয়ে তারা প্রসিদ্ধ দু'টি বর্ণনা পেশ করে থাকে, যা নিম্নে আলোচিত হ'ল-

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ كَانَ يَأْخُذُ مِنْ لِحْيَتِهِ مِنْ عَرْضِهَا وَطُوْلِهَا–

(১) 'আমর ইবনু শু'আইব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি তাঁর পিতা হ'তে এবং তিনি তাঁর দাদা হ'তে বর্ণনা করেন যে, নবী করীম (ছাঃ) তাঁর দাড়ির লম্বা ও পাশের (অসমান) অংশ ছাটতেন' *(তিরমিযী)*।

হাদীছটি জাল। এর সনদে ওমর ইবনু হারূণ নামে একজন মিথ্যুক রাবী রয়েছে। ইবনু মাঈন (রহঃ) বলেন, كذاب خبيث 'সে চরম মিথ্যাবাদী, অপবিত্র'। ইমাম তিরমিযী (রহঃ) হাদীছটিকে গরীব বলেছেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেছেন, হাদীছটি ভিত্তিহীন। বিশ্ববিখ্যাত মুহাদ্দিছ শায়খ নাছিরুদ্দীন আলবানী (রহঃ) বলেন, হাদীছটি জাল।[৪] অতএব কোন জাল হাদীছ দ্বারা কি একমুষ্টি দাড়ি রাখা ওয়াজিব বা সুন্নাত প্রমাণিত হ'তে পারে?

(২) আব্দুল্লাহ ইবনু ওমর ও আবু হুরায়রা (রাঃ) হজ্জ ও ওমরাহ উপলক্ষ্যে তাঁদের দাড়ি ছেঁটে একমুষ্টি পরিমাণ রেখেছিলেন।

প্রথমতঃ এটি একটি আছার। দ্বিতীয়তঃ মাত্র দু'জন ছাহাবীর আমল। তৃতীয়তঃ বিশেষ একটি সময়ের সাথে শর্তযুক্ত। চতুর্থতঃ তারা অন্য কোন সময়ে এমনটি করেছেন মর্মে কোন প্রমাণ নেই। পঞ্চমতঃ তারা ব্যতীত অন্য কোন ছাহাবী হজ্জের সময়ে বা তার আগে পরে কোন সময় এমনটি করেছেন মর্মেও প্রমাণিত নয়। অতএব এর উপর ভিত্তি করে রাসূলের নির্দেশ সমূহ প্রত্যাখ্যান করে একমুষ্টি দাড়ি রাখা বৈধ হওয়ার প্রশ্নই আসে না। এছাড়া ঐসব আছার ও টীকা ব্যবহার করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সারা জীবনের আদর্শ ও নির্দেশের বিরুদ্ধে ফৎওয়া দান নিঃসন্দেহে গোমরাহী ও অজ্ঞতা বৈ কিছু নয়।[৫] মূল কথা

---

* শিক্ষক, আউলিয়াপুকুর ফাযিল মাদরাসা, চিরিরবন্দর, দিনাজপুর।

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৪২১।
২. বায়হাক্বী ১/১৫৮ পৃঃ; মুসনাদে আহমাদ ১/৯৬ পৃঃ; ইবনু হিব্বান হা/২১১৭ পৃঃ, সনদ ছহীহ, ছহীহুল জামে' হা/৪৬২০।
৩. বুখারী ও মুসলিম, বঙ্গানুবাদ বুখারী, ৬ষ্ঠ খণ্ড, ৩৪০ পৃঃ হামিদিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।
৪. সিলসিলা যঈফা হা/২৮৮।
৫. ফৎহুল বারী ১০ম খণ্ড, ২৮৮ পৃঃ, ছাপা বৈরুত।

হ'ল সুযোগ সন্ধানীরা সর্বদা সুযোগের সন্ধানে থাকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সারা জীবনের আমল তাদের নিকটে কিছুই মনে হয় না; বরং জাল ও যঈফ হাদীছ দ্বারা নিজেদের মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রাণান্ত প্রচেষ্টা চালায়।

অতএব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দীর্ঘ দাড়ির আদর্শ পরিহার করে ফিক্বহের যুক্তি পেশ করে একমুষ্টির ফৎওয়া দান সম্পূর্ণ অচল। লম্বা দাড়ি রাখার পক্ষে যতগুলি ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তার সবগুলির মধ্যেই দাড়ি লম্বা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে এবং তার অবস্থার উপর ছেড়ে দেওয়ার আদেশ করা হয়েছে।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, আমাদের দেশের ভ্রান্ত আক্বীদার কিছু লোক যুদ্ধ-জিহাদ ও ইসলামী আন্দোলনের অজুহাত পেশ করে বলে থাকে যে, জিহাদের ময়দানে লম্বা দাড়ি নিয়ে উপস্থিত হ'লে শত্রু পক্ষের দিক থেকে বিপদের আশংকা রয়েছে (নাঊযুবিল্লাহ)। এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা ও ভিত্তিহীন। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরাম সকলেরই লম্বা দাড়ি ছিল, যা নিয়ে তাঁরা কাফেরদের বিরুদ্ধে সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছেন। অথচ তাঁরা কোনদিন লম্বা দাড়িকে যুদ্ধের ময়দানে অসুবিধা মনে করেননি। এছাড়া পবিত্র কুরআনে বর্ণিত পূর্ববর্তী নবী-রাসূলগণের আদর্শের প্রতি দৃষ্টি দিলেও দেখতে পাওয়া যায় যে, মূসা (আঃ) ও তাঁর ভাই হারূণ (আঃ)-এর দাড়ি পূর্ণ লম্বা ছিল। মূসা (আঃ) তাঁর অনুসারীদের দায়িত্বভার হারূণ (আঃ)-এর উপর রেখে তূর পাহাড়ে গেলেন। সেখান থেকে ফিরে এসে দেখলেন তাঁর অনুসারীরা গো-বৎস পূজায় লিপ্ত হয়েছে। এ ঘটনায় ক্ষিপ্ত হয়ে মূসা (আঃ) স্বীয় ভাই হারূণ (আঃ)-এর লম্বা দাড়ি ও মাথার চুল ধরে তাকে প্রহার করেন। হারূণ (আঃ) কাকুতি-মিনতি করে বললেন, 'হে আমার ভাই! আপনি আমার দাড়ি ও মাথার চুল ধরবেন না, কারণ আমি খুব ব্যথা অনুভব করছি' *(ত্বা-হা ৯৪)*।

উল্লেখ্য যে, দাড়ি কাটা বা ছাটা যেমন গর্হিত কাজ তেমনি পাকা দাড়ি উপড়ে ফেলে দেওয়াও কঠিন গুনাহের কাজ। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, সাদা চুল ও দাড়ি উপড়ে ফেলা কিংবা কর্তন করা কঠিন গুনাহের কাজ।[৬]

এমতাবস্থায় ঈমানদার বয়োঃবৃদ্ধ মুরুব্বীগণ তাদের পাকা চুল ও দাড়িতে মেহেদী ব্যবহার করবেন। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ইহুদী ও নাছারারা (দাড়িতে) খেযাব বা রং ব্যবহার করে না। সুতরাং তোমরা তাদের বিপরীত কর'। অর্থাৎ খেযাব ব্যবহার কর।[৭] আবু রেমাছা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট উপস্থিত হ'লাম, তখন দেখলাম তিনি তাঁর দাড়িকে লাল রং দ্বারা রঞ্জিত করেছেন। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, তিনি তাঁর দাড়ি মেহেদী দ্বারা রঞ্জিত করেছেন'।[৮]

অন্যত্র তিনি বলেন, 'বার্ধক্যকে পরিবর্তন করার সর্বাধিক উত্তম বস্তু হ'ল মেহেদী এবং কাতাম (এক প্রকার ঘাস)।[৯]

দাড়িতে কাল কলপ দেওয়া শরী'আতে সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। রাসূল (ছাঃ) বলেন, 'শেষ যামানায় এমন সম্প্রদায়ের আবির্ভাব হবে, যারা কবুতরের বক্ষের ন্যায় (পাকা চুল-দাড়িতে) কালো খেযাব ব্যবহার করবে। তারা জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না'।[১০] উল্লেখ্য, উক্ত মর্মে অনেক বর্ণনা রয়েছে।

পরিশেষে আমরা বলিষ্ঠভাবে ও দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি যে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছে একমুষ্টি বা খাটো করে দাড়ি রাখার কোন দলীল নেই। যঈফ ও জাল হাদীছ অথবা কোন ছাহাবীর নির্দিষ্ট সময়ের ব্যক্তিগত আমল মুসলিম উম্মাহর জন্য কখনোই গ্রহণযোগ্য নয়। তাছাড়া একবিংশ শতাব্দীর এই অত্যাধুনিক যুগে তাওহীদবাদী কোন খাঁটি মুসলমান আর অন্ধ গোঁড়ামী, যুক্তিতর্ক, ভক্তি ও গুরুবাদে বিশ্বাস করতে চায় না। তারা মযবূত দলীল ব্যতীত ইসলামের নামে কোন বিধি-বিধান মানতে রাযী নয়। তাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মানদণ্ডে সকলের জীবন পরিচালিত হউক, এটিই সকলের প্রত্যাশা। আল্লাহ আমাদের তাওফীক্ব দান করুন- আমীন!!

৬. *মুসলিম, ৭ম খণ্ড, ৩৩৮ পৃঃ, ইঃফাঃবাঃ।*
৭. *বুখারী, দিল্লীঃ রাশেদিয়া প্রেস, ২য় খণ্ড, ৮৭৫ পৃঃ।*
৮. *নাসাঈ (দিল্লীঃ রশীদিয়া প্রেস) 'যীনাত' অধ্যায়, ২য় খণ্ড, ২৭৮ পৃঃ।*
৯. *তিরমিযী, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৪৪৫১।*
১০. *আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা৪৪৫২।*

ঝলক জুয়েলার্স

আধুনিক রুচিসম্মত স্বর্ণ-রৌপ্যের অলঙ্কার প্রস্তুতকারক ও সরবরাহকারী

প্রোঃ মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমান
সাহেব বাজার, রাজশাহী
ফোনঃ দোকানঃ ৭৭৩৯৫৬।
বাসাঃ ৭৭৩০৪২।

হাদীছের গল্প

নেতার প্রতি কর্মীদের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির স্বরূপ

*হাফেয মুকাররম**

বারা ইবনু আযেব (রাঃ) তাঁর পিতা হ'তে বর্ণনা করেন যে, একদা আযেব (রাঃ) আবুবকর (রাঃ)-কে বললেন, যে রাতে আপনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে (হিজরতের উদ্দেশ্যে) সফর করেছিলেন, সে সম্পর্কে আমাকে অবহিত করুন। আবুবকর (রাঃ) বললেন, আমরা একদিন এক রাত পথ চলার পর যখন দ্বিপ্রহর হ'ল এবং পথ-ঘাট এমন শূন্য হ'ল যে, একটি প্রাণীও চোখে পড়ছিল না। এমন সময় একটি লম্বা পাথর আমাদের নযরে আসল। তার পাশে যথেষ্ট ছায়া ছিল সেখানে রোদ পড়ত না। আমরা সেখানে নামলাম এবং আমি নিজ হাতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য কিছু জায়গা সমান করলাম, যাতে তিনি শয়ন করতে পারেন। এরপর একখানা চাদর বিছিয়ে দিয়ে তাঁকে শোয়ার জন্য বললাম। আমি তাঁকে পাহারা দেওয়ার জন্য বের হয়ে একজন মেষচারককে পাথরটির দিকে আসতে দেখলাম। নিকবর্তী হ'লে আমি তাকে জিজ্ঞেস করলাম তোমার বকরীগুলিতে দুধ আছে কি? সে বলল, হ্যাঁ। আমি তাকে দুধ দোহন করতে বললে, সে একটি বকরী ধরে এনে দুধ দোহন করল। আমার নিকট একটি পাত্র ছিল, যা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর জন্য এনেছিলাম, যেন তা দিয়ে তিনি তৃপ্তি সহকারে পানি পান করতে এবং ওযূ করতে পারেন। অতঃপর আমি দুধ নিয়ে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে এসে দেখলাম তিনি ঘুমিয়ে গেছেন। তাঁকে ঘুম হ'তে জাগান আমি ভাল মনে করলাম না। কিছুক্ষণ পরে তাঁকে জাগ্রত অবস্থায় পেলাম। তখন দুধ ঠাণ্ডা করার জন্য তাতে পানি মিশালাম, ফলে দুধের নিম্নভাগ পর্যন্ত ঠাণ্ডা হয়ে গেল। অতঃপর আমি তাঁকে পান করার জন্য বললে তিনি পান করলেন। এতে আমি অত্যন্ত আনন্দবোধ করলাম।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জিজ্ঞেস করলেন, আমাদের রওয়ানা হওয়ার সময় হয়েছে কি? আমি বললাম, হ্যাঁ। আবুবকর (রাঃ) বলেন, সূর্য ঢলে যাওয়ার পর আমরা রওয়ানা হ'লাম। এদিকে সুরাকা ইবনু মালেক আমাদের অনুসরণ করছিল। আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমাদের নিকটে শত্রু এসে পড়েছে। তিনি বললেন, لاَ تَحْزَنْ إِنَّ اللهَ مَعَنَا 'চিন্তা করো না, আল্লাহ আমাদের সঙ্গে আছেন' *(তওবাহ ৪০)*। এরপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সুরাকার জন্য বদ দো'আ করলেন, ফলে তার ঘোড়াটি তাকে নিয়ে শক্ত মাটিতে পেট পর্যন্ত দেবে গেল। তখন সুরাকা বলল, আমার বিশ্বাস তোমরা আমার জন্য বদ দো'আ করেছ। তোমরা আল্লাহ্র নিকট আমার জন্য দো'আ কর, আল্লাহ তোমাদের সাহায্যকারী হবেন। আমি তোমাদের নিকট অঙ্গীকার করছি যে, তোমাদের অন্বেষণকারীদেরকে (শত্রুদের) আমি ফিরিয়ে দিব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার জন্য দো'আ করলে সে মুক্তি পায়। অতঃপর যার সাথেই সুরাকার দেখা হয়েছে তাকেই বলেছে, আমি তোমাদের কাজ সেরে এসেছি। এদিকে তারা কেউ নেই। এমনিভাবে যার সাথেই তার সাক্ষাৎ হ'ত তাকেই সে ফিরিয়ে দিত।[১]

(২) জাবের (রাঃ) বলেন, খন্দকের যুদ্ধের প্রাককালে আমরা পরিখা খনন করছিলাম। এমন সময় একটা শক্ত পাথর দেখা দিলে লোকেরা বিষয়টি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে জানাল। তিনি বললেন, আচ্ছা আমি নিজেই খন্দকের মধ্যে নামব। অতঃপর তিনি দাঁড়ালে তাঁর পেটে যে পাথর বাঁধা ছিল তা আমি দেখতে পেলাম। আর আমরাও তখন তিনদিন পর্যন্ত কিছু খেতে পায়নি। পরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কোদাল হাতে নিয়ে পাথরটির উপর আঘাত করলে তা চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বালুকণায় পরিণত হয়।

জাবের (রাঃ) বলেন, আমি আমার স্ত্রীর নিকটে এসে বললাম, তোমার কাছে খাওয়ার কিছু আছে কি? আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে ভীষণ ক্ষুধার্ত অবস্থায় দেখলাম। তখন সে একটি চামড়ার পাত্র হ'তে এক ছা' পরিমাণ যব বের করল। আমাদের একটি বকরীর বাচ্চা ছিল তা আমি যবেহ করলাম আর আমার স্ত্রী যব পিষল। অবশেষে আমরা হাঁড়িতে গোস্ত চড়ালাম। অতঃপর আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট এসে চুপে চুপে বললাম, আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! আমরা একটি বকরীর বাচ্চা যবেহ করেছি। আর এক ছা' যব ছিল আমার স্ত্রী তা পিষেছে। সুতরাং আপনি আরো কয়েকজন সঙ্গে নিয়ে চলুন।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) উচ্চৈঃস্বরে সবাইকে বললেন, হে পরিখা খননকারীগণ! এসো তোমরা তাড়াতাড়ি চল, জাবের তোমাদের জন্য খাবার তৈরী করেছে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে বললেন, তুমি বাড়ী ফিরে যাও আমি না আসা পর্যন্ত গোস্তের ডেকচি নামাবে না এবং খামির থেকে রুটিও বানাবে না। এরপর তিনি লোকজন সহ উপস্থিত হ'লেন। তখন আটার খামিরগুলি রাসূলের সম্মুখে দিলে তিনি তাতে লালা মিশিয়ে দিয়ে বরকতের জন্য দো'আ করলেন। অতঃপর ডেকচির নিকট অগ্রসর হয়ে তাতেও লালা মিশিয়ে বরকতের জন্য দো'আ করলেন। এরপর বললেন, তুমি আরো রুটি প্রস্তুতকারিণীদের ডাক, যারা রুটি বানায়। আর চুলার উপর থেকে ডেকচি না নামিয়ে তুমি তা থেকে তরকারী নিয়ে পরিবেশন কর।

জাবের (রাঃ) বলেন, ছাহাবীদের সংখ্যা ছিল এক হাযার। আমি আল্লাহ্র কসম করে বলছি, সকলে তৃপ্তি সহকারে খেয়ে চলে যাওয়ার পরও ডেকচি ভর্তি তরকারী ফুটতেছিল এবং প্রথম অবস্থার ন্যায় আটার 'খামির' হ'তে রুটি প্রস্তুত হচ্ছিল।[২]

হাদীছদ্বয়ের শিক্ষাঃ

১. সর্বক্ষেত্রে যথাযথভাবে নেতার আনুগত্য করা। প্রয়োজনে জীবন দিতে প্রস্তুত থাকা।
২. বিশেষ ক্ষেত্রেও মহৎ ব্যক্তিগণকে ঘুম হ'তে না ডাকা বিচক্ষণতার পরিচয়।
৩. যেকোন বিপদে একমাত্র মহান আল্লাহ্র প্রতি অবিচল আস্থা রাখা।
৪. আল্লাহ তা'আলা শত্রু বা যালেমদেরকে অনেক সময় প্রকাশ্যে লাঞ্ছিত করে থাকেন।
৫. কর্মীদের উৎসাহ ও প্রেরণা দানের জন্য নেতাকে তাদের সাথে যেকোন কাজে নিজ হস্তে সহযোগিতা করা।
৬. মহান আল্লাহ বিভিন্নভাবে মানুষকে পরীক্ষা করে থাকেন। ধৈর্যসহকারে সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া।
৭. কর্মীদের অন্যতম কর্তব্য হ'ল নেতার সার্বিক বিষয়ের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পক্ষ হ'তে প্রকাশিত প্রত্যেক মু'জিযার প্রতি অগাধ বিশ্বাস রাখা।

* *আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

১. *মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫৮৬৯ 'ফিতনা' অধ্যায়: 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ।*

২. *বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৭৭ 'ফিতনা' অধ্যায় 'মু'জিযা' অনুচ্ছেদ।*

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

একটি বিশ্বাসের জন্য

একটি প্রতিষ্ঠানের একজন দক্ষ কর্মচারী তিন দিনের ছুটি নিয়ে রাঙ্গামাটি বেড়াতে যায়। সঙ্গে ছিল স্ত্রী ও দশ বছরের একমাত্র পুত্র সন্তান। সে নিজ গাড়ী চালিয়ে গেছে। তারা সেখানে পৌঁছার পর নিছক খেয়ালের বশে পিতা-পুত্র মিলে খোরগোস ধরতে একটি ফাঁদ পেতে রাখে। এদিকে তারা সেখানে পৌঁছার পরপরই তাদেরকে ফিরিয়ে আনতে অফিস হ'তে লোক প্রেরিত হয়। অফিসে কর্মচারীটির বিশেষ দরকার পড়ায় ম্যানেজার ছাহেব বিশেষভাবে পত্র লিখে লোক প্রেরণ করেন। পত্র পাঠে কর্মচারীটি দেরী না করে ঢাকায় ফিরে আসে। ব্যস্ততার কারণে পেতে রাখা ফাঁদ রেখেই চলে আসে। ঢাকায় ফেরার পর ফাঁদের কথা ছেলেটির মনে পড়ে যায়। সে তার বাবাকে ফাঁদের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। সে তার বাবাকে ঘন ঘন বলতে থাকে, ফাঁদে হয়তো একটি খরগোস পড়েছে। খোরগোসটি না খেয়ে মারা যাবে। এভাবে খোরগোসকে মরতে দেওয়া ঠিক হবে না। বাবা তাকে শান্ত স্বরে বুঝায়, ফাঁদে খোরগোস নাও পড়তে পারে। তুমি অনর্থক মন খারাপ করো না। তাছাড়া একটি খোরগোস মারা গেলে তেমন ক্ষতির কারণ নেই।

বাবার কথায় ছেলেটি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠে। সে বলে, আহা খোরগোসটি না খেয়ে মারা যাবে! বাবা তাকে আবার বুঝায়, ফাঁদে খোরগোস নাও পড়তে পারে? উত্তরে ছেলেটি বলে, যদি পড়ে, তাহ'লে তো সে না খেয়ে নিশ্চিত মারা যাবে। ছেলেটি জোরে জোরে কাঁদতে থাকে। বাবা তাকে কিছুতেই শান্ত করতে পারে না। অগত্যা সে পুনরায় একদিনের ছুটির আবেদন করে। ম্যানেজার ছাহেব অফিসের কাজের দরুণ তাকে ছুটি দিতে চান না। অনেক অনুরোধে ছুটি না পাওয়ায় ছুটি নেওয়ার কারণ বর্ণনা করতে শুরু করলে ম্যানেজার ছাহেব আগাগোড়া ভাল করে না শুনেই বললেন, তোমার ছেলের জন্য একটি খোরগোসের পরিবর্তে বাজার থেকে দু'টি খোরগোস কিনে দেওয়া হবে। তবু তোমাকে ছুটি দেওয়া যাবে না। ম্যানেজার ছাহেব তাকে এ হুঁশিয়ারীও দিলেন, ছুটি ব্যতিরেকে অফিসে অনুপস্থিত থাকলে চাকরীও থাকবে না।

কর্মচারীটি ম্যানেজারকে বললেন, চাকুরী না থাকলেও আমি ছেলেকে মিথ্যা আশ্বাস দিতে পারব না। অন্ততঃ আমাকে আমার ছেলের মনের অবস্থা পরিবর্তনে রাঙ্গামাটিতে পেতে রাখা ফাঁদের কাছে যেতেই হবে। একথা বলে সে দ্রুত অফিস ত্যাগ করে বাড়ী ফিরল। স্ত্রীর সাথে পরামর্শ করল, চাকরী যদি চলেই যায় তাহ'লে কিভাবে সংসার চালনো যাবে? স্ত্রী বলল, 'আমার গহনা বিক্রি করলে পঞ্চাশ হাযার টাকা হবে। গাড়ী বেচলে এক লাখ হবে। এ অর্থ দিয়েই কোন ব্যবসা শুরু করা যাবে। পরবর্তীতে আল্লাহ ভরসা।

পরামর্শ অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিয়ে তারা আবার রাঙ্গামাটির উদ্দেশ্যে গাড়ী ছাড়ল। তারা রুদ্ধশ্বাসে সেখানে পৌঁছল। সারা রাস্তায় অজানা আশংকায় তাদের মন কেঁপে কেঁপে উঠল। নাজানি যদি একটি খোরগোস ফাঁদে পড়ে মারা যেয়ে থাকে, তাহ'লে কি হবে? তারা মনে মনে আল্লাহকে ডাকল, যেন ফাঁদে খোরগোস না পড়ে। তারা সোজা ফাঁদের কাছে গেল। ফাঁদে কিছুই পড়েনি। তারা অশেষ শান্তি অনুভব করল এবং আল্লাহ্‌র নিকট কৃতজ্ঞতা জানাল।

পরদিন সকাল সকাল কর্মচারীটি অফিসে গেল। হয়তো তার জন্য কোন একটি দুঃসংবাদ অপেক্ষা করছে। সেটা অনুমানে তার মন দুরু দুরু করতে লাগল। ম্যানেজার ছাহেব তাকে দেখে মৃদু হাসলেন। তিনি শান্ত স্বরে বললেন, তোমার অভাবে আমি কোন রকমে কাজ চালিয়ে নিয়েছি।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

সম্পদের মোহ

সম্পদের মোহ মানুষের জন্মগত। সম্পদের প্রতি মানুষের মোহ থাকা স্বাভাবিক। কেননা সুখ-স্বাচ্ছন্দে জীবন যাপনের জন্য সম্পদের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আবার সম্পদের অত্যধিক মোহ মানুষের জন্য চরম দুর্ভোগ ও অশান্তির কারণও বটে। সম্পদের মোহ মানুষকে ধ্বংস করে ছাড়ে। সম্পদ সংগ্রহে কখনো কখনো মানুষ অন্যায় পথে পা বাড়ায়। মানুষের সম্পদ প্রাপ্তির আকাংখার সীমা-পরিসীমা নেই। সে যতই পায়, ততই চায়। ক্ষুধা নিবৃত করে খাওয়ার পর অতি লোভনীয় খাবার গ্রহণেও মানুষের অনিচ্ছা প্রকাশ পায়। কিন্তু যদি কোন মানুষের সামনে অগণিত সম্পদ রেখে দিয়ে বলা হয়, এ হ'তে তোমার যা প্রয়োজন তা নিতে পার। দেখা যাবে, সে তখন তার বহন ক্ষমতার অতিরিক্ত সম্পদ আগলে নিয়ে বসে রয়েছে। সম্পদের মোহ মানুষের ধ্বংস ডেকে আনে। এ সম্বন্ধে একটি গল্প বলছি।

এক বাদশাহ অফুরন্ত সম্পদের মালিক। তার সে সম্পদ অতি গোপন ঘরে সংরক্ষিত রেখেছেন। মাঝে মাঝে সে সম্পদ দেখার জন্য একাকী তিনি সেখানে যান। সম্পদ দেখে দেখে তার চোখ জুড়িয়ে যায়, মনও ভরে যায়। তিনি মনে মনে ভাবেন, তিনি যদি একাধারে এ সম্পদ ব্যয় করেন তাহ'লে তা বিশ হাযার বছরেও ফুরাবে না। তিনি মনে মনে এও আশা করেন, এ সম্পদ তাকে বিশ হাযার বছর ধরে বাঁচিয়ে রাখতে পারে।

এক রাতে তিনি সম্পদ দেখে মনে শান্তি আনয়ন উদ্দেশ্যে গোপন ঘরের তালা খুলে সেটি বাইরে রেখে দরজাটি ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে ঘরের ভিতরে পায়চারি করছেন। এমন সময় তার একমাত্র শাহজাদা কি প্রয়োজনে যেন সেখানে উপস্থিত হ'ল। সে দেখল তালাটি বাইরে রয়েছে। সে ভাবল, তার বাবা তালাটি খুলেছেন কিন্তু লাগাতে ভুলে গেছেন। তখন সে দরজায় তালা লাগিয়ে দিল। কিছুক্ষণ পর বাদশাহ বাইরে আসার জন্য দরজার কাছে এলেন। কিন্তু তিনি আর বের হ'তে পারলেন না। ঘরটি এরূপ গোপনীয় ও সুরক্ষিত যে, ভিতর থেকে শত ডাকাডাকি করলেও কোন শব্দ বাইরে বের হয় না। তিনি বুঝতে পারলেন, এ ঘরেই তার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। সম্পদ মানুষকে বাঁচায় কিন্তু সরাসরি বাঁচায় না। ঘরে সম্পদের ছড়াছড়ি অথচ একটুও খাদ্য নেই। অনাহারে তাকে প্রাণ ত্যাগ করতে হ'ল।

এদিকে রাজবাড়ীতে বাদশাহকে না পেয়ে স্ত্রী-পুত্র মনে করল যে, তিনি কোথাও গিয়ে থাকবেন। তারা যথাসম্ভব বিভিন্ন স্থানে খোঁজাখুঁজি করল কিন্তু কোথাও তাকে পাওয়া গেল না। রাজকার্য পরিচালনা করতে মন্ত্রীবর্গ শাহজাদাকে রাজমুকুট পরিয়ে সিংহাসনে বসালেন। রাজকার্য পরিচালনা করতে সম্পদের প্রয়োজন দেখা দিল। বাদশাহ নিখোঁজ হওয়ার পর বেশ কিছুদিন কেটে গেছে। ধন-ভাণ্ডারের তালা খোলার সাথে সাথে বীভৎস গন্ধে চারিদিক ভরে গেল। দেখা গেল, বাদশাহ-ই স্বয়ং মরে পচে রয়েছেন।

** মুহাম্মাদ আতাউর রহমান*
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

শিশুর সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে হোমিওপ্যাথিক ঔষধের ব্যবহার

*মুহাম্মাদ গিয়াছুদ্দীন**

প্রাসঙ্গিক আলোচনাঃ হোমিওপ্যাথিক দর্শনে মানবদেহ প্রধানতঃ দু'ভাবে বিভিন্ন দোষে দুষ্ট হয়। একটি উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দোষ, অপরটি অর্জিত দোষ। অর্জিত দোষ অপেক্ষা উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত দোষ অধিকতর শক্তিধর। এই উত্তরাধিকার দোষ যত অধঃস্তন পুরুষে সঞ্চালিত হয় রোগশক্তির তীব্রতা তত বেশী হয়।

শিশুর দেহে যে দোষ থাকে তা উত্তরাধিকার সূত্র থেকেই প্রাপ্ত। সুতরাং শিশু বয়সেই সদৃশ বিধান মতে হোমিওপ্যাথিক ঔষধ ব্যবহৃত না হ'লে দোষগুলি তথা রোগবীজগুলি প্রচাপিত হয়ে দেহকোষ বৃদ্ধির সাথে সাথে দেহের গভীর থেকে গভীরতরে শাখা-প্রশাখা বিস্তারের মাধ্যমে অধিকতর শক্তি সঞ্চয় করে শক্তভাবে অবস্থান গ্রহণ করে।

পরে এই দোষ/রোগবীজগুলিই হয় জানা-অজানা অসংখ্য জটিল রোগের মূল কারণ। তাই সদৃশবিধান মতে সুনির্বাচিত বিভিন্ন হোমিওপ্যাথিক ঔষধ রোগের শুরু থেকেই পর্যায়ক্রমে ব্যবহৃত হ'লে শিশুর দেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা জন্ম নিবে এবং সুনির্বাচিত ঔষধ ও জীবনীশক্তির প্রভাবে দোষ বা রোগ বীজগুলি সহজেই বহির্দেশে নিক্ষিপ্ত হয়ে শিশু সুস্থ-সবল দেহ প্রাপ্ত হবে ইনশাআল্লাহ।

সর্দি-কাশিঃ সর্দি-কাশি কোন রোগ নয়। এটি একটি লক্ষণ এবং অন্তর্নিহিত দোষের বহিঃপ্রকাশ মাত্র। মুখগহ্বর থেকে ফুসফুস পর্যন্ত শ্বাসনালী ও ফুসফুসের যেকোন অসুবিধা হ'লে তা থেকে সর্দি-কাশি হয়। কাশি প্রধানতঃ দু'রকমের হয়ে থাকে। যথা-

(ক) তরল কাশি, যাতে গয়ার (শ্লেষ্মা) উঠতে থাকে।

(খ) শুষ্ক কাশি, যা থেকে গয়ার (শ্লেষ্মা) উঠতে চায় না।

মুখগহ্বর থেকে ফুসফুসের নানা অসুবিধায় সর্দি-কাশির নানা রকম লক্ষণ প্রকাশ পেতে থাকে। যেমন-

(১) সর্দি-জ্বরে বা সর্দিতে সামান্য কাশি হ'তে পারে।

(২) শিশুদের হুপিং কাশি হ'লে আপনা থেকেই দীর্ঘ সময় ধরে কাশি হয় ও পরে তা ক্রণিক হ'তে পারে।

(৩) ফ্যারিনজাইটিস রোগে মাঝে মাঝে খুকখুক করে কাশি হয় ও পরে ক্রণিক হ'তে পারে। এতে ঘড়ঘড় শব্দ হয়।

(৪) ব্রংকাইটিস হ'লে জ্বর ও সঙ্গে কাশি থাকতে পারে। এতে নিঃশ্বাসে সাঁই সাঁই শব্দ থাকতে পারে। এটিও ক্রণিক হ'তে পারে।

(৫) হাঁপানিতে যে কাশি হয়, তা রাতে বেশী হ'তে পারে। সেই সঙ্গে শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি দেখা দিতে পারে।

(৬) হাম জ্বরের সঙ্গে শুষ্ক ঘুষঘুষে এক ধরনের কাশি হয়।

(৭) ল্যারিনজাইটিস (স্বরযন্ত্র প্রদাহ) রোগে মাঝে মাঝে কাশি হ'তে থাকে। তাতে শ্লেষ্মা প্রায়ই থাকে।

নিম্নোক্ত ঔষধগুলি সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে ব্যবহৃত হ'লে আশানুরূপ ফল লাভ হবে ইনশাআল্লাহ। এখন ঔষধগুলির অতি প্রয়োজনীয় ও অসাধারণ লক্ষণ এবং চিকিৎসা পদ্ধতি সন্নিবেশিত হ'ল।-

একোনাইট ন্যাপঃ ঠাণ্ডা লেগে কিংবা শীতল বায়ুর সংস্পর্শে অথবা প্রচণ্ড গরমে প্রবল সর্দি-কাশি, অনবরত হাঁচি, নাকের গোড়ায় ব্যথা, জ্বালাবোধ, অত্যধিক মাথা ব্যথা, শারীরিক অস্থিরতা ইত্যাদি লক্ষণের সমাবেশ দৃষ্ট হয়। লক্ষণ সমূহের প্রচণ্ডতা ও তীব্রতাই **একোনাইট ন্যাপ** প্রয়োগের জন্য উপযুক্ত। এরূপ লক্ষণ মিললে **একোনাইট ন্যাপ ৩০** শক্তির দু'ফোঁটা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে দিনে তিন/চার বার কয়েক ফোঁটা সেবন করতে দিলে খুব অল্প সময়ে ফল লাভ হয়।

ইপিকাকঃ শিশুর সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্ট প্রায়ই হয়। গলার মধ্যে সাঁই সাঁই শব্দ ও নিঃশ্বাসে টান থাকে। সর্দির আক্রমণ হওয়া মাত্র তা নাসিকা পথে স্রাব না এসে বায়ু নালীকে বন্ধ করে ফেলে। ফলে শ্বাসকষ্ট আরম্ভ হয়। সর্দি-কাশিতে আক্রান্ত রোগীর জিহ্বা পরীক্ষা করলে দেখা যায় জিহ্বা পরিষ্কার থাকে। কাশির সময় বমন অপেক্ষা বমনেচ্ছাই প্রধান। এরূপ লক্ষণে **ইপিকাক ৩০** শক্তির দু'ফোঁটা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে দিনে তিন/চার বার কয়েক ফোঁটা সেবন করতে দিলে উৎকৃষ্ট ফল লাভ হয়। শ্বাসকষ্ট বার বার দেখা দিলে জানতে হবে পীড়ার গতি খুব গভীরে তথায় ইপিকাক আর উপকারে আসবে না। তখন লক্ষণ সদৃশ গভীর প্রকৃতির ঔষধের সন্ধান করতে হবে।

এন্টিম টার্টঃ শিশুর সর্দি-কাশি ও শ্বাসকষ্টে এন্টিম টার্ট একটি মূল্যবান ঔষধ। কাশি, বিশেষতঃ হুপিং কাশি, কাশতে কাশতে ভুক্ত দ্রব্য কিংবা শ্লেষ্মা বমি করে ফেলে। কাশি বৃদ্ধি পেলে বুকে ঘড়ঘড় শব্দ হ'তে থাকে। বুকে প্রচুর

* শিক্ষক, দারুস সালাম আলিয়া মাদরাসা, রাজশাহী।

শ্লেষ্মা জমা থাকে। কিন্তু কফ তুলে ফেলার সামর্থ্য থাকে না। শ্বাসকষ্টে রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়ে। শরীর নীলবর্ণ ধারণ করতে পারে, শীতল ঘর্ম দেখা দেয়। এরূপ লক্ষণ পেলে **এন্টিম টার্ট** ৩০ শক্তির দু'ফোঁটা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে দিনে তিন/চার বার কয়েক ফোঁটা করে সেবন করতে দিলে উত্তম ফল লাভ হয়।

হিপার সালফঃ ঠাণ্ডায় সর্দি-কাশি ও হাঁচি হ'তে থাকে। সামান্য কয়েকদিন নাসিকায় স্রাব হয়ে ক্রমেই নিম্নপথে অর্থাৎ গলায় ও বক্ষদেশে প্রসারিত হয়। তখন কাশি ও শ্বাসকষ্ট হ'তে থাকে। ক্রমেই সর্দিটি পাকে, বুকে সর্দি ঘড়ঘড় করে ও নাক মুখ দিয়ে গাঢ় শ্লেষ্মা থোকা থোকা বের হ'তে থাকে। অবশ্য অনেক ঔষধেই ঠাণ্ডা লাগা সর্দি কাশি উপশম হয়ে থাকে। কিন্তু হিপার সালফের বিশেষত্ব এই যে, রোগীর প্রচুর পরিমাণে ঘাম হয়, কাশতে কাশতে ঘেমে যায়। তাছাড়া সামান্য ঠাণ্ডা লেগে হাঁচি ও কাশি বাড়ে। এমনকি রাতে নিদ্রার মধ্যে যদি শরীরের কোনও অংশ আচ্ছাদনের বাহিরে আসে বা ঐ স্থানের আবরণটি খুলে যায় তাতেও হাঁচি ও কাশি বৃদ্ধি পায়। অর্থাৎ ঠাণ্ডায় অতিশয় অসহিষ্ণুতা দেখা যায়।

এরূপ সর্দি-কাশি সাধারণতঃ শীতকালেই অধিক দেখা যায়। অতিশয় ঘাম, গলায় শ্লেষ্মার ঘড় ঘড় শব্দ, সামান্য ঠাণ্ডায় বৃদ্ধি, আচ্ছাদনে থাকতে চায়। চর্মে সামান্য আঘাত বা কেটে গেলে পূঁজ হয় ও অত্যন্ত ব্যথা করে। এরূপ লক্ষণ পাওয়া গেলে **হিপার সালফ** ৩০ শক্তির দুই/তিন ফোঁটা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে দিনে তিনবার কয়েক ফোঁটা সেবন করতে দিলে আশানুরূপ ফল লাভ হয়।

আর্সেনিক এলবামঃ এটা একটি অদ্ভূত প্রকৃতির ঔষধ। এর ক্রিয়া ক্ষেত্র এত বিস্তৃত যে, একে বুঝা একটু কঠিন। এর ক্রিয়া কখনো গভীর আবার কখনো অত্যন্ত বাহ্য। এর গতি অতিশয় বিলম্বিত আবার অতিশয় দ্রুত। এর ক্রিয়া-কলাপ বড়ই অদ্ভূত। সুতরাং এর ব্যবহার খুব সতর্কতার সাথে না করলে উপকারের স্থলে অপকারই বেশী হয়।

এখানে এর প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণগুলি অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হ'ল।- সর্দি-কাশির প্রথমাবস্থায় হাঁচি, নাক দিয়ে পানি পড়ে, নাকের পতিত পানি গরম ও জ্বালাজনক, যেস্থানে লাগে হেজে যায়। হাঁচি, অনবরত হাঁচি, হাঁচি এত অধিক হয় যে, রোগী নিঃশ্বাস নেবার অবসর পায় না, ক্লান্ত হয়ে পড়ে। আর্সেনিকের তরুণ পীড়ায় শরীরিক অস্থিরতা বিদ্যমান।

শ্বাসযন্ত্রের পীড়ায় নিঃশ্বাস নিতে অত্যন্ত কষ্ট, গলায় সাঁই সাঁই শব্দ, বুকে ব্যথা থাকতে পারে, অত্যন্ত কষ্টকর কাশির সাথে থুথুর মত অল্প সর্দি, দ্বি-প্রহরের পর ও ঠাণ্ডায় বিশেষতঃ শীতকালে রোগ লক্ষণ সমূহের বহিঃপ্রকাশ ঘটলে ও উপরে বর্ণিত লক্ষণ সমূহ পেলে কয়েকটি গ্লোবিউলস **৩০ শক্তির আর্সেনিক এলবাম** দ্বারা কর্কের সাহায্যে সিক্ত ও মর্দন করে অথবা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে কয়েকবার সেবন করালে অতিসত্বর উপকার লাভ হবে ইনশাআল্লাহ।

স্যাম্বুকাসঃ শ্বাসযন্ত্রের উপর এই ঔষধের প্রধান ক্রিয়া। এর প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণ নিম্নরূপঃ

সর্দি-স্রাব হেতু নাসিকা পথ বন্ধ ও শ্বাসকষ্ট। জাগ্রত অবস্থায় প্রচুর ঘর্ম অথচ নিদ্রিত অবস্থায় সম্পূর্ণ ঘর্মশূন্য ও একেবারেই শুষ্কদেহ। নিঃশ্বাস নেয়া অপেক্ষা নিঃশ্বাস ফেলা অধিক কষ্টকর। রাতে শিশু বেশ নিদ্রা যাচ্ছে হঠাৎ নিদ্রাভঙ্গ হয়ে রোগগ্রস্ত হয়ে কাশতে কাশতে নীল হয়ে যায় এবং তার শ্বাসরুদ্ধ হওয়ার উপক্রম হয়। শ্বাস রুদ্ধের জন্য খাবিখায়। এমনকি মনে হয় শিশুর মৃত্যুকাল আসন্ন। শিশু কিছুক্ষণ এভাবে কষ্টভোগ করে পুনরায় নিদ্রা যায়। মনে হয় রোগ আরোগ্য হয়ে গেল। কিন্তু অল্পক্ষণ পরে আবার আগের অবস্থা এসে যায়। এরূপ লক্ষণে ৩০ শক্তির দু'ফোঁটা **স্যাম্বুকাস সুগার** অব সিক্কে মর্দন করে অথবা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে দিনে ৩/৪ বার কয়েক ফোঁটা করে সেবন করালে আশানুরূপ ফল লাভ হয়।

স্পঞ্জিয়া টোষ্টাঃ এটা একটি গভীর ক্রিয়া সম্পন্ন, টিউবারকুলার লক্ষণে পরিপুষ্ট দ্রুত কার্যকরী ঔষধ। শ্বাসযন্ত্রের উপর স্পঞ্জিয়ার প্রধান ক্রিয়া। এর প্রয়োগ প্রদর্শক লক্ষণ হ'ল, শ্বাসকষ্ট এত অধিক যে রোগী কিছুতেই শুয়ে থাকতে পারে না, উঠে সম্মুখ দিকে ঝুঁকে ঝুঁকে বসে থাকতে বাধ্য হয়। শ্বাসকষ্ট বশতঃ কফ বুকের ভিতর শুকিয়ে যায় ফলে রোগীর বুকের মধ্যে সর্বদাই সাঁই সাঁই শব্দ হ'তে থাকে। স্টেথিসকোপ যন্ত্র দ্বারা বক্ষ পরীক্ষা করলে সাঁই সাঁই বা শিশ দেয়ার মত শব্দ পাওয়া যায়। ঘেউ ঘেউ শব্দে কাশি। নানা প্রকার কাশিতে স্পঞ্জিয়া ব্যবহৃত হ'তে পারে। তবে শ্বাসকষ্ট ও সাঁই সাঁই শব্দ বর্তমান থাকা স্পঞ্জিয়া প্রয়োগের সবচেয়ে বড় লক্ষণ। এ ঔষধের লক্ষণের মধ্যে ঘড়ঘড় শব্দ নেই। এর সবই শুষ্ক, সবই কর্কশ। যেখানে শুষ্কতাসহ ঘেউ ঘেউ শব্দে কাশি, শ্বাসকষ্ট, সাঁই সাঁই শব্দ থাকে সেখানে অতি সফলতার সাথে স্পঞ্জিয়া ব্যবহার করা যায়। এরূপ লক্ষণে ৩০ শক্তির দু'ফোঁটা **স্পঞ্জিয়া সুগার** অব সিক্কে দিয়ে মর্দন করে অথবা পরিশ্রুত পানিতে দ্রবীভূত করে দিনে ৩/৪ বার কয়েক ফোঁটা করে সেবন করলে উপকার পাওয়া যায়।

উল্লেখ্য, হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় ডাক্তার, রোগী ও অভিভাবকদের ধৈর্যাবলম্বনের প্রয়োজন হয়। অন্যথায় ঈপ্সিত ফল লাভ হয় না।

ক্ষেত-খামার

লেবু ফলে সারা বছর

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে লেবুর চাহিদা অনেক। লেবুতে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন 'সি' থাকে। এমনকি ভিটামিন-সি সমৃদ্ধ যতগুলি ফল আছে, তারমধ্যে লেবু সবার শীর্ষে। লেবু সাধারণত দু'ধরনের। গোল লেবু এবং কাগজি লেবু। এর মধ্যে বিচিবিহীন কাগজি লেবুর জনপ্রিয়তা এবং চাহিদা তুলনামূলকভাবে বেশী। বাজারে লেবুর সবসময়েই চাহিদা রয়েছে এবং এর ভাল দামও পাওয়া যায়। চাষীরা ব্যবসায়িক ভিত্তিতে লেবুর চাষ করে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে পারেন। লেবু বাংলাদেশের সর্বত্রই জন্মে। তবে সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙ্গামাটি, বান্দরবান ও রাজশাহীতে বেশী পরিমাণে জন্মে। সিলেট অঞ্চলে গোল এবং কাগজি লেবু ছাড়া আরো বেশ ক'জাতির লেবু উৎপন্ন হয়। এসব লেবু বিদেশে বিশেষ করে লন্ডন ও মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন শহরে প্রচুর পরিমাণে রপ্তানী হয়ে থাকে। তবে লন্ডনে 'জাড়া' লেবুর কদর সবচেয়ে বেশী। লেবু রপ্তানী করে দেশ প্রচুর পরিমাণে বৈদেশিক মুদ্রা আয় করে থাকে। এখানে লেবু চাষ পদ্ধতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হ'ল-

মাটি নির্বাচনঃ লেবুগাছ সব মাটিতেই জন্মে। তবে উঁচু দোআঁশ এবং উর্বর মাটিতে ভাল জন্মে। পানি জমে থাকে না এমন মাটি লেবু চাষের উপযোগী। তবে গোবর, পচন সার ইত্যাদি ব্যবহার করতে পারলে যেকোন মাটিতে লেবু চাষ করে ভাল ফলন পাওয়া যায়। অবশ্য মাটি কিছু টিলা হওয়া প্রয়োজন। যাতে মাটিতে ভালভাবে বাতাস চলাচল করতে পারে। সামান্য উঁচু টিলা রকমের ভূমি লেবু চাষের জন্য উপযুক্ত।

জাত নির্বাচনঃ বারি লেবু-১, বারি লেবু-২ ও বারি লেবু-৩ ছাড়াও দেশে নানা জাতের লেবু পাওয়া যায়। তবে বিচিহীন কাগজি লেবুর জাতটাই ভাল এবং জনপ্রিয়। এ জাত থেকে বছরের প্রায় সব সময়ই সুন্দর বিচিবিহীন ফল পাওয়া যায়। এ জাতীয় লেবুর কাটিং যে কোন নার্সারী বা প্রতিষ্ঠান থেকে সংগ্রহ করা সম্ভব। সরকারী বিভিন্ন কৃষি খামারেও এ জাতীয় লেবুর কাটিং বা কলম পাওয়া যায়। নির্দিষ্ট পরিমাণ কাটিং সংগ্রহ করতে না পারলে ২/৩ টা কাটিং সংগ্রহ করে মাতৃগাছ হিসাবে রোপন করতে পারলেও হয়। পরবর্তী পর্যায়ে এ মাতৃগাছ থেকে কাটিং তৈরী করে রোপন করা যায়। এ জাতীয় লেবুর কাটিং মাটির টবে রৌদ্র পড়ে বাতাস চলাচল করে এমন স্থানে রেখেও চাষ করা যায়। আজকাল দেশের বিভিন্ন শহরে বাড়ীর ছাদে এ জাতীয় লেবুর প্রচুর চাষ করতে দেখা যায়। এতে পরিবারের চাহিদা মিটিয়েও পাড়া-প্রতিবেশী এবং আত্মীয়-স্বজনদের মাঝে বিলানো যায়।

রোপণ পদ্ধতিঃ কাগজি লেবুর ডাল কাটিং সংগ্রহ করে নির্বাচিত জমিকে ভাল করে চাষ করে মই দিয়ে সমান করে নিতে হয়। তারপর রোপণের জন্য গর্ত করতে হয় ২.৫ বা ৩ মিটার অন্তর। প্রতিটি গর্তের আকার হ'তে হবে ০.৫ মিটার ×০.৫ মিটার ×০.৫ মিটার। গর্ত প্রস্তুত করার পর গর্তে ১৫ কেজি গোবর বা জৈব সার, ১০০ গ্রাম টিএসপি ও ১০০ গ্রাম এমপি সার মাটির সঙ্গে মিশিয়ে গর্ত বন্ধ করে রাখতে হবে। এরপর ১৫/২০ দিন পর কাটিং রোপন করতে হবে। চারা লাগানোর সময় গর্তের মাটি ভালোভাবে মিশিয়ে নিতে হবে। চারা লাগানোর পর গাছে সামান্য পানি দিতে হবে এবং গাছকে খুঁটি দিয়ে বেঁধে দিতে হবে। কাগজী লেবুর চারা রোপনের উপযুক্ত সময় হচ্ছে মে-জুন মাস। রোপনের জন্য ৯ মাস থেকে ১ বছর বয়সের কাটিং চারা বা গুটি কলম নির্বাচন করতে হয়। কাটিংগুলো রোগ ও পোকা থেকে মুক্ত হওয়া উচিত।

সার প্রয়োগঃ লেবু গাছের গোড়ায় বছরে ২ বার সার প্রয়োগ করতে হয়। প্রথমে ফেব্রুয়ারী-মার্চ মাসে এবং পরবর্তী পর্যায়ে সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে। সার প্রয়োগ করার সময় গাছের গোড়া থেকে ১৫-৪৫ সেন্টিমিটার দূর দিয়ে গাছের ডালপালা আবৃত করে রাখা জমিতে কোদাল দিয়ে হালকাভাবে মাটি সরিয়ে সার প্রয়োগ করতে হয়। সার প্রয়োগ করার পর আবার কোদাল দিয়ে সার মাটিতে মিশিয়ে দিতে হবে। সার প্রয়োগের সময় মাটিতে রস থাকা দরকার। সার প্রয়োগের পর তার উপর আবার হালকা করে মাটি দিয়ে দিলে ভাল হয়।

গাছে নতুন করে পাতা আসার সময় অর্থাৎ বসন্ত ঋতুতে মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট স্প্রে করলে ফলন ভাল হয়। এর জন্য বর্তমানে বাজারে পাওয়া এগ্রামিন, ট্রেসেল বা পলিমেক্স জাতীয় মাইক্রোনিউট্রিয়েন্ট ২ গ্রাম প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে স্প্রে করতে হয়।

পরিচর্যাঃ লেবু গাছের গোড়া সব সময় আগাছা মুক্ত রাখতে হয়। অন্যথায় রোগ ও পোকার আক্রমণ বেশী হয়। বর্ষার সময় গাছের গোড়ায় পানি যাতে জমে না থাকে সেদিকে বিশেষভাবে লক্ষ্য রাখতে হবে।

ফল সংগ্রহের পর সেপ্টেম্বর-অক্টোবর মাসে লেবু গাছের শুকনো, রোগাক্রান্ত ও অতিরিক্ত ডালগুলি কেটে ফেলতে হয়। গাছের বয়স দু'বছর হওয়ার পর লেবু গাছের ৫০ সেন্টিমিটার উপরে ২/৩ টা ডাল রেখে বাকী সবগুলি ডাল কেটে দেয়া দরকার।

রোগবালাইঃ লেবু গাছে কয়েক প্রকার রোগের লক্ষণ দেখা যায়। তার মধ্যে আগা থেকে মরে আসা (ডাইব্যাক), গ্যামোসিস ও ক্যাংকার প্রধান।

আগা থেকে মরে আসাঃ আক্রান্ত গাছের পাতা ঝরে যায় ও আগা থেকে ডালপালা শুকিয়ে নিচের দিকে আসতে থাকে এবং আস্তে আস্তে পুরো গাছটিই মরে যায়।

প্রতিকারঃ পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা, মরা ডাল ২.৫ সে.মি. সবুজ অংশসহ কেটে ফেলে ঐ অংশে বর্দোপেস্ট লাগানো এবং বছরের দু'-একবার গাছে বর্দোমিশ্রণ অথবা কিউ প্রাভিট/কপার অক্সিক্লোরাইড প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে স্প্রে করা।

গ্যামোসিসঃ 'ফাইট পথোরা' নামক ছত্রাকের মাধ্যমে এ রোগ হয়। এ রোগের আক্রমণে গাছের কাণ্ড ও ডালে লম্বালম্বি ফাটল দেখা দেয় এবং ফাটল থেকে আঠা বের হয়। বৃষ্টি ও সেচের পানির মাধ্যমে এ রোগের বিস্তার ঘটে থাকে।

প্রতিকারঃ পরিচর্যার মাধ্যমে গাছকে সবল ও সতেজ রাখা, আক্রান্ত ডাল কেটে ফেলা অথবা আক্রান্ত অংশ চেছে ফেলে

বর্দোপেস্ট ব্যবহার করা এবং পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থা করা ও সেচের পানি গাছের কাণ্ড স্পর্শ করা থেকে বিরত রাখা।

ক্যাংকারঃ এটি 'জানথোমনাস সাইট্রি' নামক ব্যাকটেরিয়ার মাধ্যমে হয়ে থাকে। 'লিফ মাইনার' নামক পতঙ্গের আক্রমণে পাতায় যে ক্ষত সৃষ্টি হয়, তার মাধ্যমে এ রোগের জীবাণু গাছে প্রবেশ করে। এ রোগের আক্রমণে কচিপাতা, শাখা ও ফলে ধূসর বা বাদামি রঙের গুটিবসন্তের মতো দাগ পড়ে। বেশী আক্রান্ত হ'লে অনেক সময় ডাল থেকে পাতা ঝরে যায়।

প্রতিকারঃ বৃষ্টির মৌসুমে মাসে একবার বর্দোমিশ্রণ একক, কিউপ্রাভিট অথবা কপার অক্সিক্লোরাইড প্রয়োগ করতে হবে। আক্রান্ত ডাল, ডগা ও পাতা কেটে ফেলতে হবে। 'লিফ মাইনার' নামক পোকা দমনের ব্যবস্থা করতে হবে।

পোকামাকড়ঃ

লেবুর প্রজাপতিঃ এ পোকার কীট দেখতে সবুজ রঙের। এরা কিনার থেকে পাতা খেতে শুরু করে এবং সম্পূর্ণ পাতা খেয়ে ফেলে।

প্রতিকারঃ ডিম ও কীটযুক্ত পাতা সংগ্রহ করে মাটিতে পুতে বা পুড়িয়ে ফেলতে হবে। ডারসবান-২০ ইসি প্রতি লিটার পানিতে ০.৫ মিলি অথবা পাইরিফিস প্রতি লিটার পানিতে ১ মিলি হারে মিশিয়ে গাছে স্প্রে করতে হবে।

পাতা সুড়ঙ্গকারীঃ এ পোকার কীট পাতার উপত্বকের নীচে ঢুকে আঁকাবাঁকা সুড়ঙ্গ করে সবুজ অংশ খেয়ে ফেলে। এতে পাতা কুঁকড়ে বিবর্ণ হয়ে শুকিয়ে ঝরে যায়।

প্রতিকারঃ গাছে নতুন পাতা গজানোর সময় রগর, রক্সিয়ন, পারফেকথিয়ন-৪০ ইসি ২ মিলি হারে অথবা টাফগর, ম্যাটাসিসটক ১ মিলি হারে প্রতি লিটার পানিতে মিশিয়ে ১৫ দিন পরপর দুইবার স্প্রে করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

নতুন জাতের বারোমাসি পিঁয়াজ

গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের উপর পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে 'বারি পিঁয়াজ ও এফ-৫' নামে সারা বছর চাষ উপযুগী পিঁয়াজের ১টি নতুন জাত উদ্ভাবন করেছে 'বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনষ্টিটিউট

পিঁয়াজ ওএফ-৫ঃ বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজ উদ্ভাবন আগেও হয়েছে। বারি পিঁয়াজ-২, বারি পিঁয়াজ-৩ নামের দু'টি গ্রীষ্মকালীন জাত রয়েছে। কিন্তু নতুন উদ্ভাবিত জাতের রয়েছে বেশ কয়েকটি অনন্য বৈশিষ্ট্য। বারির গ্রীষ্মকালীন অন্য দুই জাত যশোর, কুষ্টিয়াসহ সমগ্র উত্তরাঞ্চলে রোপণের জন্য সুপারিশকৃত। কিন্তু নতুন জাতটি সারা দেশে ফলানো সম্ভব। আর ঐ দুই জাতের চেয়ে নতুন জাতের ফলন তিনগুণ বেশী। বারি পিঁয়াজ-২ ও ৩ জাতের যেখানে হেক্টরপ্রতি উৎপাদন ১০ থেকে ১৩ টন, সেখানে রবি মৌসুমে নতুন এই জাতের ফলন ৩০ থেকে ৩৫ টন। নতুন উদ্ভাবিত অগ্রবর্তী জাতটি উচ্চ ফলনশীল, বেশ ঝাঁঝালো, সারা বছর আবাদযোগ্য এবং অধিক বীজ উৎপাদনে সক্ষম।

এ জাতের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, গ্রীষ্ম, বর্ষা ও শীতকালে আবাদ করা যায়। সে মোতাবেক একই জমিতে তিনবার চাষ সম্ভব। পানি নিষ্কাশনের সুবিধা থাকলে অধিক বৃষ্টিতে ফলনের কোন সমস্যা হয় না।

এক পিঁয়াজ ২৫০ গ্রামঃ গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের নতুন জাতের আকার-আকৃতি ও রং আকর্ষণীয়। এ জাতের পিঁয়াজ প্রতিটি ২০০ থেকে ২৫০ গ্রাম ওযনের হয়। টার্কিজ পিঁয়াজের মতো বড় ও উজ্জ্বল। নতুন জাতের চারা থেকে বীজ এবং কন্দ থেকেও বীজ উৎপাদন সম্ভব।

গ্রীষ্মকালীন পিঁয়াজের গুরুত্বঃ পিঁয়াজের ঝাঁঝ নিয়ে দেশে রাজনীতি কম হয়নি। মূলতঃ শীতকালীন মসলা হিসাবে দেশে পিঁয়াজ উৎপন্ন হয়। এজন্য এ সময় পিঁয়াজের মূল্য কম থাকলেও বছরের অন্য সময় এ পণ্যের বাজারে থাকে আগুন। বিশেষ করে রামাযান মাসে পিঁয়াজের ব্যাপক চাহিদার কারণে তখন পিঁয়াজ নিয়ে বিস্তর রাজনীতি হয়। সংশ্লিষ্টরা জানান, বারোমাসি মসলা না হওয়ায় বাজারে ছয় মাসই থাকে পিয়াজের আক্রা। এ থেকে উত্তরণের জন্য বারোমাসি পিঁয়াজের প্রয়োজনীয়তা মাথায় রেখে গবেষণা চালিয়েছেন কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউটের বিজ্ঞানীরা। বাংলাদেশে পিঁয়াজের চাষ রবি (শীতকাল) মৌসুমেই সীমাবদ্ধ এবং মে পর্যন্ত দাম কম থাকে। দেশে মাত্র ৩৫ হাযার হেক্টর জমিতে বছরে দেড় লাখ মেট্রিক টন পিঁয়াজ উৎপাদিত হয়। অথচ চাহিদা ৫ লাখ ৬০ হাযার মেট্রিক টন। ঘাটতি পূরণের জন্য প্রতিবছর আনুমানিক ৬০০ কোটি টাকার পিঁয়াজ আমদানী করতে হয়।

॥ সংকলিত ॥

লেখা আহ্বান

আসন্ন **'দ্বি-বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০০৬'** উপলক্ষ্যে **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'** একটি সৃজনশীল **'স্মরণিকা'** প্রকাশ করতে যাচ্ছে। উক্ত স্মরণিকার জন্য সম্মানিত লেখকগণের নিকট থেকে ছহীহ আক্বীদা ভিত্তিক প্রবন্ধ-নিবন্ধ, শিক্ষামূলক ছোট গল্প, কবিতা, ছড়া ইত্যাদি বিষয়ে লেখা আহ্বান করা যাচ্ছে।

১. পবিত্র কুরআন, ছহীহ হাদীছ, বিশ্বস্ত ইতিহাস ও জীবনী গ্রন্থ, হাদীছ ভিত্তিক ফিক্বহ গ্রন্থ ও আধুনিক বিজ্ঞান ইত্যাদির ভিত্তিতে লেখা উন্নতমানের ও গবেষণাধর্মী হ'তে হবে।
২. লেখায় তথ্যসূত্র থাকতে হবে। টীকায় লেখকের নাম, বইয়ের নাম, মুদ্রণের স্থান ও তারিখ এবং খণ্ড ও পৃষ্ঠা নম্বর উল্লেখ করতে হবে।
৩. সুন্দর হাতের লেখা, নির্ভুল বানান ও লাইনের মাঝে যথেষ্ট ফাঁকা রাখতে হবে অথবা ডাবল স্পেসে টাইপকৃত এবং সংক্ষিপ্ত হ'তে হবে।
৫. লেখার সাথে লেখক-এর বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও পেশা সহ বর্তমান ও স্থায়ী ঠিকানা পাঠাতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানাঃ

সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক
বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ
নওদাপাড়া মাদরাসা (২য় তলা)
পোঃ সপুরা, রাজশাহী-৬২০৩।

কবিতা

তাওহীদী কাফেলা

-আমীরুল ইসলাম মাষ্টার
ভায়ালক্ষ্মীপুর, চারঘাট, রাজশাহী।

তাওহীদী আন্দোলনের
ঐ চলে কাফেলা ভারী
মুসলিম মিল্লাতে আজ
উঠেছে তাকবীর তারই॥

ছিল ঘুমিয়ে বেহুঁশ
আজকে যারা বিশ্ব মাঝে
ভেঙ্গেছে ঘুমের নেশা
আজি এ তাকবীর আওয়াযে।
তাওহীদী ঝাণ্ডা হাতে
ঐ চলেছে সারি সারি॥

এক আল্লাহ আর একই রাসূল
এক কুরআন আর একই কা'বা
মুসলিম এক হবে আজ
মারহাবা-মারহাবা
ভুলেছে দ্বন্দ্ব বিভেদ
ফিরক্বা ও মাযহাব তারই॥

আল্লাহ্র ঐ পথে যেতে
দিবে মাল জান কুরবান
এক জাতি এক হয়ে আজ
মানিতে আসমানী ফরমান
কুরআন ও ছহীহ হাদীছ
দুনিয়ায় করতে জারি॥

মিটাতে শিরক ও বিদ'আত
আজি এ দুনিয়া হ'তে
লড়বে তাই করবে জিহাদ
মুশরিক-বিদ'আতী মাতে
ঐ শোন হায়দারী হাঁক
কাফেলার কণ্ঠ ভারি॥

***

নির্যাতিত মুসলমান

-মুহাম্মদ আবদুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

কত কাশ্মীর কত আফগান
দুঃসহ যন্ত্রণায় মুসলমানের অশ্রু বহমান
নারী-শিশুর গগণবিদারী আর্তনাদ
মুসলমানের লাশের উপর বাতিলের প্রাসাদ।
কি হবে লিখে কবিতা
যেখানে আজি ভূলুণ্ঠিত বিশ্ব মানবতা?
পাশ্চাত্যের মানবতা এতো নয় মুসলমানের
যারা এর ফেরিওয়ালা এ যেন শুধুই তাদের।
তাইতো তারা আজি করেছে ইরাক দখল
দজলার তীরে গড়েছে লাশের মহল
ফোরাতের তীরে হয়েছে নতুন কারবালা
মুসলমানের রক্তে বাতিল মেটায় জ্বালা।
কত কষ্ট-দুঃখ সয়ে
হারিয়েছি স্পেন আগুণে দগ্ধ হয়ে
বলকানে লক্ষ মুসলমানের হ'ল যে কবর
কত চাপাকান্না কে রাখে তার খবর?
বারুদের গন্ধে ইয়াতীম শিশুর আঁখি টলমল
লাশের সারিতে ইযযতহারা বোনের চোখের জল
ফিলিস্তীন ফিলিপিনে কত নিপীড়ন
আর কত রক্তের মহাপ্লাবন?
এভাবে কি নষ্ট হবে কোটি কোটি জীবন!
কে দেবে জবাব কোথায় চাইব বিচার?
বিচারের নামে প্রহসন, বসে যে আছে দূরাচার।
তাই নিজেদেরই করতে হবে সমাধান
অহি-র বিধান দিয়েই হবে বাতিলের অবসান।

***

কি দেখলাম জেলে!

-আবুরায়হান
নওদাপাড়া মাদরাসা, সপুরা, রাজশাহী।

আহা! আজ কাকে
দেখে আসলাম জেলে,
পুলকিত হৃদয় মোর
নাচিছে হরষে।
শত কষ্টের মাঝেও তিনি
হাসছেন পুষ্পের হাসি,
হাস্যোজ্জ্বল মুখ দেখে
জুড়ায় দু'আঁখি।
নিশ্চয়ই তিনি নন
সাধারণ বনু আদম
মুসলিম বিশ্বের তিনি
আমীরে আযম।
ওমর, আলী, বীর খালেদের মত
তিনি দুরন্ত সৈনিক
সত্যের দিশারী তিনি
দুঃসাহসী নির্ভীক।
আযীযুল্লাহকেও দেখলাম পাশে
হাসছে মহা বিজয়ের হাসি।
জান্নাতী যুবকের আলোকিত মুখ
যেন তাদের হাসিতে দেখি।
আব্দুছ ছামাদ সালাফী
আর অধ্যাপক নূরুল ইসলাম
এখানেই আছেন অতি কষ্টে।
নির্যাতিত নবী-রাসূলদের মনে পড়ে
তাদের দুঃখ দেখে।
আজকে যারা তাঁদেরকে
করছো অবহেলা।
এখনো ফিরে এসো সত্যের পথে
সংশোধনের পথ রয়েছে খোলা।

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। নাশপাতি গাছ। প্রায় তিনশত বছর ফল দেয়।
২। উদ্ভিদের পাতায় ক্লোরোফিল নামক রাসায়নিক পদার্থের ভাগ বেশী থাকায় পাতা সবুজ দেখায়।
৩। সিনকোনা
৪। লজ্জাবতী গাছ।
৫। বাঁশ গাছ।

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (স্বদেশ)-এর সঠিক উত্তর

১। বাখরাবাদ গ্যাসক্ষেত্র, কুমিল্লা।
২। বানিয়াচং, হবিগঞ্জ।
৩। ঢাকার পাবলিক লাইব্রেরী।
৪। প্যানপ্যাসিফিক সোনারগাঁ হোটেল, ঢাকা।
৫। বিজয় (তাজিডং)।

চলতি সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (উদ্ভিদ জগৎ)

১। পৃথিবীতে কত প্রকারের গাছ আছে?
২। উদ্ভিদ পৃথিবীর কতখানি জায়গা জুড়ে আছে?
৩। উদ্ভিদের কি প্রাণ আছে?
৪। 'গাছের প্রাণ আছে' এ তথ্য কে আবিষ্কার করেন?
৫। কোন উদ্ভিদ পাতা থেকে জন্মায়?

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ফুল)

১। পৃথিবীতে কোন রঙের ফুল সবচেয়ে বেশী?
২। কোন রঙের ফুলে সুবাস বেশী?
৩। কোন ফুলকে 'ফুলের রাণী' বলা হয়?
৪। কোন কোন ফুল রাতে ফোটে?
৫। জলজ ফুল কোনগুলি?

** সংকলনেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

নওদাপাড়া, রাজশাহী ২৯ মার্চ বুধবারঃ অদ্য বাদ আছর প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'সোনামণি' নওদাপাড়া মারকায শাখার উদ্যোগে এক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'সোনামণি' কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলইয়াস। অন্যান্যের মধ্যে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন 'সোনামণি' মারকায শাখার পরিচালক হাফেয হাবীবুর রহমান। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন 'সোনামণি' নওদাপাড়া মাদরাসা শাখার সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক হাফেয ছাদীকুর রহমান। উক্ত প্রশিক্ষণে কুরআন তেলাওয়াত করেন হাফেয মুনীরুল ইসলাম এবং ইসলামী জাগরণী পেশ করেন মুঈনুদ্দীন আহমাদ।

অহি-র বিধান

-আবু মূসা আব্দুল্লাহ
আনন্দনগর, নওগাঁ।

বলতে পারো কোন বিধানে
সঠিক পথের দিশা?
কোন বিধানে কাটতে পারে
জাহেলিয়াতের অমানিশা?
কোন বিধানে শান্তি আছে
আছে আত্মতৃপ্তি,
কোন বিধানে দূর করবে
সকল ভুল-ভ্রান্তি?
কোন বিধান সারা বিশ্বে
আনবে ফিরে সুখ,
কোন বিধানে নিপাত যাবে
সন্ত্রাসীদের মুখ?
আল-কুরআন ও ছহীহ হাদীছ
মুক্তির মূলমন্ত্র,
এইতো হ'ল অহি-র বিধান
কি প্রয়োজন তন্ত্র?

দুঃখিনী মায়ের ছেলে

-এফ.এম. নাছরুল্লাহ
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

দুঃখিনী মায়ের সন্তান এরা
দুঃখিনী মায়ের ছেলে,
পান্তা ভাতও জোটেনা তার
একটু খিদে পেলে।
অভাব গৃহে জন্ম এদের
এই না বসুন্ধরায়,
একটু সুযোগ নাইতো তাদের
লেখা পড়া করায়।
পরের বাড়ী কাজ না পেলে
জোটে না যার ভাত,
অনাহারে কাটে তাদের
অধিকাংশ দিন-রাত।
ঘুম না ভাঙতে চলে যায় মা
চাকরাণীরই কামে,
দুঃখ তাদের জীবন সাথী
কষ্ট দমে দমে।
তুমি তো মা কাজ পেয়েছ
আমি টোকাই ডাষ্টবিনে,
খুঁজে ফিরি দু'মুঠো ভাত
আমাদের এই দুর্দিনে।
কষ্টেও যদি জুটতো মাগো
আলগা ঘরের ছানি,
নিঝুম রাতে ভাংত না নিদ
লেগে বৃষ্টির পানি।
খিদে পেটে যায় চলে যাক
আমাদের দিন-কাল,
আসুক তবুও সবার গৃহে
আনন্দের সকাল।
আমরা যদি সুখী হই মা
কাঁদবে যে দুঃখে একা
কার সাথেই বা সকাল-সাঁঝে
করবে তুমি দেখা।

***

ধর্ম, সাহিত্য, সাধারণ জ্ঞান ও ভাষা শিক্ষা বিষয়ক 'সোনামণি' পত্রিকা মাসিক 'জাগ্রত প্রতিভা' পড়ুন।

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

জনতার বিজয়ের মধ্য দিয়ে কানসাট ট্র্যাজেডির সমাপ্তি

'পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক উত্থাপিত ১৪ দফা দাবী মেনে নেয়ার মাধ্যমে জনতার বিজয়ের মধ্য দিয়ে কানসাট ট্র্যাজেডির সমাপ্তি হয় গত ১৬ এপ্রিল। জনতার সম্মিলিত শক্তি যে অপ্রতিরোধ্য অগ্নিগর্ভ কানসাট আবারো তা প্রমাণ করল। তবে জনতার বিজয় আর সরকারের স্বস্তির মাঝে দগদগে স্মৃতি হয়ে থাকবে ২৪টি লাশ।

উল্লেখ্য, পল্লী বিদ্যুতের বর্ধিত মিটার ভাড়া ও মিনিমাম চার্জ আরোপকে কেন্দ্র করে চাঁপাই নবাবগঞ্জ যেলার শিবগঞ্জ থানাধীন সীমান্ত সংলগ্ন কানসাট এলাকার জনগণের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে গত জানুয়ারী মাসের ৪ ও ২৩ তারিখে ৯ ব্যক্তি নিহত ও দেড় শতাধিক আহত হয়। এরপর ৬ এপ্রিলে পুলিশের সাথে পুনরায় সংঘর্ষে ৪ জন নিহত হওয়ায় পরিস্থিতি চরম আকার ধারণ করে। পরবর্তীতে আরো ১১ জন নিহত ও শত শত লোক আহত হয়।

এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৬ এপ্রিল রাজশাহী সার্কিট হাউজে 'পল্লী বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংগ্রাম পরিষদ' কর্তৃক উত্থাপিত ১৪ দফা দাবী মেনে নেয়ার ব্যাপারে স্বাক্ষরিত হয় সমঝোতা স্মারক। এতে স্বাক্ষর করেন বিমান প্রতিমন্ত্রী মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর ও সংগ্রাম পরিষদ নেতা গোলাম রব্বানী। সমঝোতা স্মারকে বলা হয়, মিটার ভাড়া ইতিমধ্যে বাতিল করা হয়েছে, সর্বনিম্ন চার্জ ২৫ ইউনিট ব্যবহার সাপেক্ষে ৭৮ টাকা নির্ধারণ করা হবে। ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ও ধর্মীয় অনুষ্ঠানে সংযোজিত সাইড কানেকশনের জন্য কোন জরিমানা আরোপ করা হবে না। টেম্পারিং উদঘাটনের নিমিত্তে মিটার পরীক্ষার সময় গ্রাহকের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হবে এবং অবৈধভাবে কোন জরিমানা করা হবে না। তার ও ট্রান্সফরমার চুরি হওয়ার জন্য গ্রাহক/কৃষকদের নিকট হ'তে কোন ফি/জরিমানা আদায় করা হবে না। প্রত্যেক নিহত ব্যক্তির পরিবারকে সরকারের পক্ষ থেকে ২ লাখ টাকা করে ক্ষতিপূরণ প্রদান করা হবে। গুরুতর আহত ১০ জনকে ৫০ হাযার টাকা করে ক্ষতিপূরণ দেয়া হবে, চোখে আঘাতপ্রাপ্ত একজনকে এক লক্ষ টাকা প্রদান করা হবে। সিভিল সার্জন, ম্যাজিস্ট্রেট ও সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়কের প্রতিনিধির সমন্বয়ে গঠিত কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অধিক আহত সর্বোচ্চ ১০০ জনকে ২৫ হাযার টাকা এবং সাধারণ আহতদের সর্বোচ্চ ৬০০ জনকে তিন হাযার টাকা করে প্রদান করা হবে। সরকারী মামলা সমূহ প্রত্যাহার করা হবে। ব্যক্তি মামলা সমূহের আইনগত নিষ্পত্তির বিষয়ে সম্মিলিতভাবে সমঝোতার উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। ৮ আগষ্ট ২০০৫ থেকে এপ্রিল ২০০৬ পর্যন্ত বকেয়া বিল পরিশোধের ক্ষেত্রে কোন বকেয়া (৫০ টাকা) ফি গ্রহণ করা হবে না। বকেয়া বিল ৯ কিস্তিতে গ্রহণ করা হবে ইত্যাদি।

চলতি শিক্ষা বছর থেকেই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ে অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি

দেশের সকল পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ে চলতি শিক্ষা বছর থেকেই অভিন্ন গ্রেডিং পদ্ধতি চালুর ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন। এ বিধান কার্যকর হ'লে খেয়াল খুশিমত নম্বর দেয়ার ইতি ঘটবে। গত ১৭ এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সাথে সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যগণের এক বৈঠকে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

চূড়ান্ত গ্রেডিং পদ্ধতি নিম্নরূপ-

গাণিতিক নম্বর	লেটার গ্রেড	গ্রেড পয়েন্ট
৮০ থেকে তদুর্ধ্ব	এ+	৪.০০
৭৫ " ৭৯ পর্যন্ত	এ	৩.৭৫
৭০ " ৭৪ "	এ-	৩.৫০
৬৫ " ৬৯ "	বি+	৩.২৫
৬০ " ৬৪ "	বি	৩.০০
৫৫ " ৫৯ "	বি-	২.৭৫
৫০ " ৫৪ "	সি+	২.৫০
৪৫ " ৪৯ "	সি	২.২৫
৪০ " ৪৪ "	ডি	২.০০

সুন্দরবনের অস্তিত্ব হুমকির সম্মুখীন

বিশ্ব ঐতিহ্য হিসাবে ঘোষিত পৃথিবীর বিখ্যাত 'ম্যানগ্রোভ ফরেষ্ট', প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের লীলাভূমি অপরূপ সুন্দরবনের অস্তিত্ব এখন বিপর্যয়ের মুখে। ভয়াবহ পরিবেশ বিপর্যয়ের আশংকায় সুন্দরবনের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। ফারাক্কা বাঁধের কারণে উজান থেকে মিষ্টি পানির প্রবাহ না থাকায় এবং সাগর উপকূলের নদীগুলিতে প্রচণ্ড লবণাক্ততা বৃদ্ধির কারণে সুন্দরবনে পরিবেশ বিপর্যয় ঘটে সুন্দরী গাছের আগা মরা রোগসহ বিভিন্ন প্রজাতির গাছের মৃত্যু বৃদ্ধি পাচ্ছে। অপরদিকে পরিবেশ বিপর্যয়ের কারণে সুন্দরবনের পানিতে ও ভূমিতে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রজাতির পশু-পাখি, কুমীর, কামট, সাপসহ জীব ও বৈচিত্র্যের বিলুপ্তি ঘটছে। ফলে সুন্দরবনের অতীত ঐতিহ্য হারিয়ে যাওয়ার উপক্রম হচ্ছে।

কর্মকর্তা-কর্মচারীদের দুর্নীতি ও অসামর্থ্য, বিকল্প পেশা না থাকায় বনের উপর নির্ভরশীল লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি, সর্বোপরি বন ব্যবস্থাপনায় যথাযথ সরকারী উদ্যোগের অভাবেও পরিবেশের মারাত্মক ক্ষতি হচ্ছে বলে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞদের অভিমত।

বাংলাদেশে আর দুর্ভিক্ষ হবে না!

বর্তমানে সারা দেশে যে পরিমাণ কৃষি জমি আছে তা অক্ষুণ্ন রাখা গেলে বাংলাদেশে ভবিষ্যতে আর কখনোই দুর্ভিক্ষ হবে না। এমনকি বাংলাদেশের জনসংখ্যা বর্তমানের দ্বিগুণ হয়ে গেলেও চালের ঘাটতি পড়বে না। বরং ভবিষ্যতে বাংলাদেশ চাল রফতানীতেও সক্ষম হবে। গাযীপুরস্থ দেশের একমাত্র কৃষি গবেষণা সংস্থা 'বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনষ্টিটিউট' (ব্রি)-এর কর্মকর্তাগণ উক্ত অভিমত ব্যক্ত করেন।

ব্রি-এর মহাপরিচালক ডঃ এম. মহিউল হক জানান, ১৯৭০ সালে প্রতিষ্ঠার পর থেকে ৩৫ বছরে 'ব্রি' এদেশে ৪৫টি উচ্চফলনশীল (উফশী) জাতের ধান উদ্ভাবন করেছে। ব্রি'র কৃষিবিজ্ঞানীদের উদ্ভাবিত এসব উফশী ধানের চাষাবাদের ফলে দেশে ১ কোটি টনের স্থলে (১৯৭০ সালে) বর্তমানে ২ কোটি ৪০ লাখ মেট্রিকটন চাল উৎপন্ন হচ্ছে। এ সময়ে কৃষি জমি হ্রাস পাবার পরেও চালের উৎপাদন প্রায় আড়াই গুণ বেড়েছে। যার সর্বমোট বাজার মূল্য কমপক্ষে ৫০ হাযার কোটি টাকা। দেশে বর্তমানে যত ধান উৎপাদন হয় তার শতকরা ৭৮ ভাগই 'ব্রি' উদ্ভাবিত জাত। 'ব্রি' প্রতিষ্ঠিত না হ'লে বর্তমানে প্রায় দেড় কোটি টন চাল বাংলাদেশকে প্রতিবছর আমদানী করতে হ'ত। এতে দেশে চালের মূল্যও কয়েকগুণ বেড়ে যেত।

'ব্রি' উদ্ভাবিত ৪৫টি উচ্চফলনশীল জাতের চেয়ে আরো শতকরা ৪০ ভাগ বেশী উৎপাদনশীল নতুন ধানের জাত উদ্ভাবনে গবেষণা চলছে। সুপার রাইসের গবেষণা পুরোপুরি সফল হ'লে বাংলাদেশে চালের উৎপাদন বছরে ৫/৬ কোটি টন ছাড়িয়ে যাবে। সুতরাং বাংলাদেশের প্রধান খাদ্যশস্য চালের উৎপাদন নিয়ে ভবিষ্যতের জন্য আর চিন্তা করতে হবে না। ধান চাষে 'ব্রি' উদ্ভাবিত বীজ ও প্রযুক্তি কৃষক পর্যায়ে যথাযথ অনুসরণ এবং কৃষি জমি রক্ষাই এখন বাংলাদেশের জন্য বড় চ্যালেঞ্জ।

'ব্রি'তে ভিটামিন 'এ' সমৃদ্ধ গোল্ডেন রাইস এবং জিএম বা বায়োটেক রাইসের যে গবেষণা চলছে তাতে ধানের ফলন না বাড়লেও গোল্ডেন রাইস গরীব মানুষের ভিটামিন 'এ'র ঘাটতি দূর করবে। আর বায়োটেক রাইস অত্যধিক বন্যা বা লবণাক্ততাপীড়িত এলাকায় সঠিক ফলনের মাধ্যমে ধান গাছের টিকে থাকার ব্যাপারে সহায়তা করবে।

উল্লেখ্য, 'ব্রি' উদ্ভাবিত উচ্চফলনশীল ধান বীজের ২০টি জাত বর্তমানে বাংলাদেশ ছাড়াও বিশ্বের ২১টি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। ভারত, বার্মাসহ খরা ও দুর্ভিক্ষপীড়িত আফ্রিকার দেশগুলিতেও 'ব্রি'র ধান বীজ এখন ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

২ বছরে ১শ' ৪২ কোটি টাকার বেশী ঘুষ লেনদেন

বেনাপোল ও টেকনাফ স্থলবন্দরে আমদানী-রফতানীতে গত ২ বছরে ১৪২ কোটি ৮ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়েছে। এর ফলে গত ৪ বছরে সরকার অন্তত ১শ' কোটি টাকার রাজস্ব থেকে বঞ্চিত হয়েছে। উল্লেখ্য, বেনাপোল স্থলবন্দরের মাধ্যমে একটি পণ্য ছাড়াতে ৩০টি স্থানে ঘুষ দিতে হয়। বেনাপোল বন্দর কাস্টমস থেকে একটি কনসাইনমেন্ট ছাড়াতে ১৭ হাযার ২শ' ৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়। টেকনাফে দিতে হয় ৪ হাযার ৯শ ২৭ টাকা। এ দু'টি বন্দরে লেনদেনকৃত মোট ঘুষের হার বেনাপোল কনসাইনমেন্ট রিলিজ বাবদ ঘুষের হার ৭১% এবং টেকনাফে ২৯%। সবমিলিয়ে ২০০৩-২০০৪ এবং ২০০৪-২০০৫ অর্থবছরে এসব স্থানে ১শ' ৪২ কোটি ৮ লাখ টাকা ঘুষ লেনদেন হয়েছে।

অপরদিকে বেনাপোল বন্দরের মাধ্যমে পণ্য রফতানী করতেও ঘুষ দিতে হয় গড়ে ২ হাযার ৪শ' টাকা। এ বন্দরের মাধ্যমে আমদানীকৃত ১টি কনসাইনমেন্ট রিলিজ করতে গড়ে টনপ্রতি ২শ' ৫৩ টাকা ঘুষ দিতে হয়। টেকনাফে দিতে হয় ৩শ' ২৫ টাকা। এ দু'টি বন্দরে মোট ঘুষের ৯৪% পায় কাস্টমস কর্মকর্তারা। আর ৬% আদায় করে বন্দরের অন্যান্য কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।

বিদেশে কথা হবে ৩ টাকা মিনিট!

বহু আকাঙ্ক্ষিত সাবমেরিন ক্যাবল চালু হচ্ছে মে মাসের মধ্যেই। সাবমেরিন কেবলটি চালু হ'লে বাংলাদেশ থেকে মাত্র ৩ টাকা মিনিটে বিদেশে কথা বলা যাবে। এছাড়া ইন্টারনেট ব্যবহারের চার্জ নেমে আসবে মিনিট প্রতি ৫ পয়সার নীচে। টিএণ্ডটি সূত্র জানিয়েছে, বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ থেকে কথা বলার জন্য বিটিটিবির সাড়ে ৪ হাযার আন্তর্জাতিক চ্যানেল রয়েছে। সাবমেরিন ক্যাবল চালু হ'লে এই চ্যানেল সংখ্যা গিয়ে দাঁড়াবে ১ লাখ ২১ হাযারে। ফলে এই বিপুলসংখ্যক ভয়েস চ্যানেল পুরোপুরি ব্যবহার করতে হ'লে টেলিফোনে আন্তর্জাতিক কলরেট অনেক কমিয়ে আনতে হবে। তা না হ'লে সাবমেরিন ক্যাবল থেকে বাংলাদেশ কোন ফায়দা নিতে পারবে না এবং এই ক্যাবলের শতকরা ৯০ ভাগই অব্যবহৃত অবস্থায় পড়ে থাকবে।

উল্লেখ্য, বর্তমানে ইন্টারনেট ফোন বা ভিওআইপির মাধ্যমে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে ৪/৫ টাকা মিনিটে প্রাইভেট অপারেটররা কথা বলার সুযোগ দিচ্ছে। আর এক্ষেত্রে টিএণ্ডটি নিচ্ছে সাড়ে ৭ টাকা মিনিট। কিন্তু সাবমেরিন ক্যাবল চালু হ'লে তা তিন ভাগের এক ভাগে নেমে আসবে।

বিদেশ

বৃটেনে ইসলাম চর্চা আগের চেয়ে অনেক বেড়েছে

বৃটেনে ইসলাম চর্চা আগের যে কোন সময়ের তুলনায় অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। বুশের সন্ত্রাসবিরোধী অভিযানের নামে মুসলিম নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা মুসলিম যুবসম্প্রদায়কে ইসলাম সম্পর্কে জানতে অনেক বেশী আগ্রহী করে তুলেছে। পাশাপাশি বুশের সাথে ব্লেয়ারের মিত্রতা এবং গত ৭ জুলাই'০৫-এ লণ্ডনে বোমাবিস্ফোরণের পর তাৎক্ষণিক বিভিন্ন নিরাপত্তা কার্যক্রমে মুসলিম হয়রানির প্রেক্ষাপটে দেশের ভিতরে ও বাইরে মুসলমানদের মধ্যে বৃটেনের যে ইমেজ সংকট সৃষ্টি হয়েছে, তা কাটিয়ে উঠতে সরকারী উদ্যোগে নেয়া হয়েছে ইসলাম ও মুসলমান সংশ্লিষ্ট নানাবিধ কার্যক্রম এবং বিভিন্ন মুসলিম সংগঠন ও প্রতিষ্ঠানের সাথে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার নানামুখী ব্যবস্থা। মুসলমানদের সাথে সম্পর্ক উন্নয়নে পররাষ্ট্র ও কমনওয়েলথ অফিসে গঠন করা হয়েছে 'ইসলামিক মিডিয়া টীম'। উক্ত টীম বিভিন্ন মুসলিম সংগঠনের সাথে ডায়লগের বিভিন্ন কর্মসূচী পালন করে থাকে। বৃটেনে সকল সংখ্যালঘু ধর্মের মধ্যে ইসলাম হচ্ছে সর্বাধিক প্রসারমান ধর্ম। সেখানে মুসলমানদের সংখ্যাও বাড়ছে দ্রুত। ২০০১ সালে বৃটেনে মুসলিম জনসংখ্যা যেখানে ছিল ১৬ লাখ বর্তমানে তা দাঁড়িয়েছে ১৮ লাখে।

ইরানী পরমাণু প্রকল্পে গোয়েন্দাগিরির জন্য মহাশূন্যে ইসরাঈলের উপগ্রহ প্রেরণ

রাশিয়ার দূরপ্রাচ্যের আমুর অঞ্চলে অবস্থিত ও সামরিক বাহিনীর পরিচালনাধীন একটি উৎক্ষেপণ কেন্দ্র থেকে গত ২৫ এপ্রিল বিকেলে ইসরাঈল ১৮০ কিলোগ্রাম ওযনের একটি উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করে। রুশ নির্মিত একটি টোপোল সলিড-ফুয়েল রকেট বুষ্টারের সাহায্যে উপগ্রহটিকে মহাশূন্যে পাঠানো হয়েছে। পৃথিবীর কক্ষপথে পৌঁছার আগে এটাকে টোপোল রকেট থেকে বিচ্ছিন্ন করা হয়।

ইসরাঈলের সরকারী সূত্রে বলা হয়, এটা একটা পর্যবেক্ষণ উপগ্রহ। উৎক্ষিপ্ত হবার পর এটা মহাশূন্যে গিয়ে পৃথিবীর কক্ষপথে অবস্থান নিয়ে গ্রহের চতুর্দিকে ঘুরবে এবং সামরিক গোয়েন্দার কাজে ব্যবহৃত হবে। মহাশূন্যে অবস্থানকালে এটি ইরানের পারমাণবিক পরীক্ষা ও সম্ভাব্য আণবিক বিস্ফোরণের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ, গবেষণা এবং দেশটির ওপর গোয়েন্দাগিরি করবে। কক্ষপথ পরিভ্রমণকালে এটা সামরিক পর্যবেক্ষণ এবং গোয়েন্দার কাজ করা ছাড়াও ভূ-পৃষ্ঠ ও তার বায়ুমণ্ডল নিয়ে গবেষণা ও তথ্য সংগ্রহ করে পৃথিবীতে পাঠাবে। কক্ষপথ থেকে ভূ-পৃষ্ঠের যে কোন স্থানে সর্বনিম্ন ২৮ ইঞ্চি পরিধির মধ্যে অবস্থিত যে কোন বস্তুর অবস্থান নির্ণয়, এর ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ ও প্রেরণ এবং তার আলোকচিত্র তুলে সাথে সাথে পৃথিবীতে পাঠাতে পারবে।

কয়েদীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ বিক্রি

সাজাপ্রাপ্ত কয়েদীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নীতিবহির্ভূতভাবে কেটে নিয়ে তা চড়া দামে বিক্রি করছে চীন। এমনি ধরনের গুরুতর অভিযোগ করছেন একদল সুপ্রতিষ্ঠিত বৃটিশ শল্যচিকিৎসক। 'বৃটিশ ট্রান্সপ্লান্ট সোসাইটি'র চেয়ারম্যান ষ্টিফেন উইগমোর জানিয়েছেন, কয়েদীদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে সর্বোচ্চ দরদাতার দেহে সংযোজন করা হয়েছে এমন প্রমাণ তাদের হাতে রয়েছে। তিনি আরো অভিযোগ করেন, অধিকাংশ ক্ষেত্রে দাতার সম্মতি নিয়ে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নেয়া হয় না। দাতার সংখ্যা কম থাকায় চীনে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চোরাবাজার বেশ জমজমাট হয়ে উঠেছে। তিনি আরো বলেন, অনেক সময় দুর্ঘটনায় আহত ও নিহতদের দেহ থেকেও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কেটে নেয়া হয়। তবে চীন এই অভিযোগ অস্বীকার করেছে।

গোপন বন্দীশালার কথা ফাঁস করায় সিআইএ কর্মকর্তা বরখাস্ত

গোপন তথ্য ফাঁস করে দেয়ায় একজন 'সিআইএ' কর্মকর্তা চাকরি হারিয়েছেন। ইরাক এবং পূর্ব ইউরোপে 'সিআইএ'র গোপন বন্দীশিবির পরিচালনা এবং মার্কিন কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা সংস্থার তত্ত্বাবধানে আবু গারীব, কিউবার গুয়ান্তানামো বে ও আফগানিস্তানের কারাগারে বন্দী নির্যাতনের তথ্য সংবাদ মাধ্যমে প্রকাশ করায় মেরি ম্যাককার্থি নামের এক সিআইএ কর্মী চাকরিচ্যুত হন। সিনিয়র গোয়েন্দা ম্যাককার্থি অবসর গ্রহণের কয়েক মাস আগে বরখাস্ত হ'লেন। বরখাস্ত হওয়ার সময় তিনি 'সিআইএ'র ইন্সপেক্টর জেনারেলের অফিসে কর্মরত ছিলেন। উল্লেখ্য, ম্যাককার্থির ফাঁস করে দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে রিপোর্ট তৈরী করে দৈনিক 'ওয়াশিংটন পোষ্টে'র সাংবাদিক ডানা প্রিষ্ট 'পুলিৎজার' পুরস্কার পান।

নেপালে জনতার বিজয়

সাতদলীয় জোট ও মাওবাদী গেরিলাদের সম্মিলিত ফ্রন্টের পার্লামেন্ট পুনর্বহালের দাবী মেনে নিয়ে সকল নির্বাহী ক্ষমতা জনগণের কাছে ছেড়ে দেয়ার ঘোষণার মধ্য দিয়ে হিমালয় কন্যা নেপালে শেষপর্যন্ত সংগ্রামী জনতার জয় হ'ল। গত ২১ এপ্রিল রাজা জ্ঞানেন্দ্রের এ ঘোষণায় আন্দোলনকারী বিরোধী রাজনৈতিক জোটের প্রাথমিক বিজয় সূচিত হ'ল।

উল্লেখ্য, সাতদলীয় জোট ও মাওবাদী গেরিলাদের সম্মিলিত ফ্রন্ট নেপালে পার্লামেন্ট পুনর্বহালের দাবীতে ৬ এপ্রিল থেকে লাগাতার ধর্মঘট ও বিক্ষোভ কর্মসূচী চালিয়ে যাচ্ছিল। পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর বাধা, গণগ্রেফতার, কারফিউ, দেখা মাত্রই গুলীবর্ষণ কোন কিছুকেই পরোয়া না করে রাজপথ সরগরম করে রেখেছিল বিক্ষুব্ধ জনতা। এ বিক্ষোভে ১৪ জন নিহত এবং সহস্রাধিক লোক আহত হয়েছে। এদিকে নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেপালী কংগ্রেসের বর্ষীয়ান নেতা এবং সাবেক প্রধানমন্ত্রী গিরিজা প্রসাদ কৈরালা (৮৪) ৩০ এপ্রিল শপথ নিয়েছেন। অন্যদিকে আগামী কৈরালা সরকারের উপ-প্রধানমন্ত্রী হিসাবে নেপালের ঐক্যবদ্ধ কমিউনিষ্ট পার্টির পক্ষ থেকে দলের সিনিয়র নেতা কেপি শর্মার নাম সুপারিশ করা হয়েছে। উল্লেখ্য, ২০০৫ সালের ফেব্রুয়ারীতে রাজা জ্ঞানেন্দ্র শেরবাহাদুর দিউবা সরকারকে পদচ্যুত করে সর্বময় ক্ষমতা নিজের হাতে নিয়েছিলেন।

মুসলিম জাহান

ইরাক ও ইরানের পরে যুক্তরাষ্ট্রের পরবর্তী লক্ষ্য সঊদী আরব ও পাকিস্তান

ইরাক এবং ইরানের পরে পাকিস্তান ও সঊদী আরব মার্কিন আগ্রাসনের পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হবে বলে প্রখ্যাত সাংবাদিক মারগোলিস জানিয়েছেন। গত ২২ এপ্রিল 'আইডব্লিউটি নিউজ'-এর সাথে এক সাক্ষাৎকারে মারগোলিস বলেন, একাধিক নির্ভরযোগ্য সূত্রে তিনি জানতে পেরেছেন যে, পেন্টাগন ইরাক এবং ইরান আক্রমণের পরিকল্পনা অনেক আগেই প্রণয়ন করে রেখেছিল, যা এখন বাস্তবায়িত করছে। ঐ দু'টি দেশ দখলের পর তার আগ্রাসী পরিকল্পনার পরবর্তী লক্ষ্যবস্তু হচ্ছে পাকিস্তান এবং সঊদী আরব। এই দু'টি রাষ্ট্র তথাকথিত সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে বর্তমানে যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় এবং পুরোপুরি তার প্রভাবের বলয়ে থাকায় এখনই সেখানে হামলা করবে না। সঊদী আরব যুক্তরাষ্ট্রের দীর্ঘদিনের বন্ধু এবং ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়া সত্ত্বেও তার ভৌগলিক ও কৌশলগত অবস্থান এবং অফুরন্ত তেল সম্পদের অধিকারী হওয়ায় তাকে স্থায়ীভাবে নিয়ন্ত্রণে রাখতে পেন্টাগনের নীলনকশার অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। অন্যদিকে পারমাণবিক শক্তিধর পাকিস্তান মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে সামরিক দিক দিয়ে সবচেয়ে শক্তিশালী হওয়ায় এবং তার ভৌগলিক অবস্থানের কারণে অধিক গুরুত্বপূর্ণ। এসব কথা বিবেচনায় রেখে পেন্টাগন পাকিস্তানকেও তার নীলনকশার অন্যতম প্রধান বিষয়বস্তু বানিয়েছে।

ইরাকে পুনর্বাসনের নামে ডাকাতি চলছে

'হ্যালিবার্টন'সহ মার্কিন কোম্পানীগুলি পুনর্গঠনের নামে ইরাকের সম্পদ একেবারে লুটেপুটে নিঃশেষ করে দিচ্ছে। মার্কিন নেতৃত্বাধীন 'কোয়ালিশন প্রভিশনাল অথরিটি' (সিপিএ) এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট ডিক চেনির কুখ্যাত ঐ কোম্পানী তেলসমৃদ্ধ ইরাকের এ মহামূল্যবান প্রাকৃতিক সম্পদসহ অন্যান্য জাতীয় সম্পদ এবং সাদ্দাম হোসেন সরকারের রেখে যাওয়া হাযার হাযার কোটি ডলার ইরাকী ব্যাংক থেকে লুট করে নিচ্ছে। শুধু আগ্রাসনের তৃতীয় বছর অর্থাৎ গত এক বছরেই পুনর্গঠনের নামে ২৭শ' কোটি ডলার ইরাকের ব্যাংকগুলি থেকে তারা নিয়ে গেছে, যার হিসাব এখনো পর্যন্ত অডিটর জেনারেলের অফিসে নথিভুক্ত করা হয়নি। মার্কিন নেতৃত্বাধীন আগ্রাসী কর্তৃপক্ষ সিপিএ হ্যালিবার্টন ছাড়া অন্যান্য বিদেশী কোম্পানীকে ঐ বছর ইরাকের পুনর্গঠনের জন্য যে ১৯৮টি ঠিকাদারি দিয়েছিল তার সমুদয় অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে দেখানো হ'লেও ঐ টাকা দিয়ে কোন কাজ করা হয়নি কিংবা কাজ শুরু করার জন্য ন্যূনতম যা কিছু করা দরকার তার কিছুই করা হয়নি।

ফিলিস্তীনীদের ৫ কোটি ডলার সাহায্য দেবে ইরান

যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন সাহায্য বন্ধ করে দেয়ার ফলে হামাস নেতৃত্বাধীন ফিলিস্তীন সরকার যে নগদ অর্থ সংকটে পড়েছে তা কাটিয়ে উঠতে সহায়তার লক্ষ্যে ইরান ফিলিস্তীন কর্তৃপক্ষকে ৫ কোটি মার্কিন ডলার সমপরিমাণ সাহায্য দেবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। হামাস তাদের আর্থিক সংকট নিরসনে সহায়তার জন্য মুসলিম দেশসমূহের প্রতি আহ্বান জানানোর পর গ্রুপের শীর্ষ নেতা খালেদ মেশাল তেহরান সফরে গেলে ইরান এই সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেয়।

২০২৫ সাল নাগাদ জনসংখ্যার দিক থেকে বিশ্বে মুসলমানরা থাকবে শীর্ষে

সারা বিশ্বের জনসংখ্যার মধ্যে ইসলামের গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাম্প্রতিক সময়ে ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্যে দেখা গেছে, বিশ্বে প্রতিবছর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের হার তুলনামূলকভাবে অনেক বেশী। ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স এণ্ড টেকনোলজি চিটাগাং-এর জনসেবা ফাউণ্ডেশনের পক্ষ থেকে জাতীয় অধ্যাপক ও ইউনিভার্সিটির প্রতিষ্ঠাতা ভিসি ডঃ নূরুল ইসলাম ওয়েবসাইট থেকে এ সংক্রান্ত বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছেন। প্রতিবছর বিশ্বের মোট জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার হ'ল ২.৩%। আর মুসলমানদের বৃদ্ধির হার বিশ্বজনসংখ্যার ২.৯%। পরিসংখ্যানে দেখা গেছে, ১৯০০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৬.৯% ছিল খৃষ্টান। অপরদিকে মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১২.৪%। ১৯৮০ সালে বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ৩০% ছিল খৃষ্টান অন্যদিকে ১১.৫% ছিল মুসলিম। ২০০০ সালের পরিসংখ্যানে দেখা যায়, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার ২৯.৯% ছিল খৃষ্টান আর মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ১৯.২%। উপরোক্ত পরিসংখ্যানগুলিতে দেখা যায়, বিশ্বে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত জনসংখ্যার মধ্যে মুসলমানদের বৃদ্ধির হার খৃষ্টানদের চেয়ে বেশী। এভাবে বাড়তে থাকলে আগামী ২০২৫ সালে বিশ্ব জনসংখ্যার ২৫% হবে খৃষ্টান আর ৩০% হবে মুসলমান।

সঊদী আরবে নতুন শ্রম আইন চালু হচ্ছে

সঊদী আরবে চাকরিজীবীদের জন্য বেশকিছু আইনগত বাধ্যবাধকতা নিয়ে নতুন শ্রম আইন প্রবর্তন করা হয়েছে। এই আইনগত বাধ্যবাধকতার মধ্যে লিখিত চুক্তি স্বাক্ষরও রয়েছে। আশা করা যাচ্ছে, এই আইনে প্রবাসী শ্রমিকদের শোষণের অবসান হবে। তাই তারা এই আইনটিকে ব্যাপকভাবে স্বাগত জানিয়েছে। ৩৭ বছরের পুরনো শ্রম আইনের স্থলে ২৩ এপ্রিল এই আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আইনে বলা হয়েছে কোন লোক নিয়োগ দেয়ার পর থেকে তার মেয়াদ পর্যন্ত তার যাতীয় খরচ বহন করবে চাকরী দাতা প্রতিষ্ঠান। তার বাসাভাড়া, কাজের অনুমোদন ফী এবং তা নবায়ণ করার দায়িত্বও প্রতিষ্ঠান বহন করবে। আর যদি চাকরীতে থাকাকালীন সে মারা যায় তার দেহ ফেরত পাঠানোর ব্যয়ও নিয়োগকারী কোম্পানী বহন করতে বাধ্য থাকবে। সঊদী শ্রমমন্ত্রী গাযী আল-গোসাইবি বলেন, বাসার কাজের লোকসহ সব ধরনের চাকরীজীবি এই আইনের আওতায় থাকবে। নতুন আইন অনুযায়ী, চাকরিজীবিরা অসুস্থতার জন্য বিনা বেতনে ৩০ দিন এবং তিন ভাগের একভাগ বেতনে ৩০ দিন পর্যন্ত ছুটি ভোগ করার সুযোগ পাবে। এ আইনে অবসরের বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে পুরুষদের ৬০ বছর এবং মহিলাদের ৫৫ বছর। তবে দু'পক্ষ সম্মত থাকলে এ মেয়াদ বৃদ্ধি করা যেতে পারে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

প্রাচীনতম রেলওয়ে স্টেশন

পৃথিবীতে প্রথম রেলগাড়ির আবির্ভাব ঘটেছিল ইংল্যাণ্ডে। সে দেশেরই মানুষ প্রথম দেখেছিল দু'টো লোহার পাতের উপর দিয়ে দৈত্যাকৃতির একটি ইঞ্জিন কুঁ-ঝিক্‌ঝিক্ ঝিক্‌ঝিক্ শব্দে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে বিকট আওয়ায তুলে এগিয়ে যায় সামনের দিকে। এরপর সাথে জুড়ে দেয়া হয় বগি। সেটাতে উঠল মানুষ, দুর্বার গতিতে তাদের নিয়ে এগিয়ে চলল বিশাল ইঞ্জিনটি। কিন্তু সমস্যা দেখা দিল ট্রেনে যাত্রী ও মালামাল ওঠা-নামার ব্যাপার নিয়ে। উঁচু একটা বেদি না হ'লে এ সমস্যা দূর করা সম্ভব নয়। ঠিক সে সময়েই লিভারপুলে তৈরী হয়ে গেল প্লাটফর্ম ও স্টেশন। নাম দেয়া হ'ল 'লিভারপুল রোড স্টেশন'। এটা ছিল ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের কথা। আর এটিই পৃথিবীর প্রাচীনতম রেলপথ স্টেশন। বর্তমানে এটিকে মিউজিয়ামের একটি অংশে পরিণত করা হয়েছে।

পরোক্ষ ধূমপায়ীদেরও ডায়বেটিসের ঝুঁকি রয়েছে

পরোক্ষ ধূমপানের সঙ্গে ডায়বেটিস রোগের যোগসূত্র রয়েছে। ব্রিটিশ মেডিকেল জার্নালে প্রকাশিত যুক্তরাষ্ট্রের এক সমীক্ষায় প্রথম এ তথ্য জানা গেল। গবেষকরা বার্মিংহাম, আলাবামা, শিকাগো, মিনিয়াপোলিস, মিনেসোটা, ওকলাহোমা ও ক্যালিফোর্নিয়ার সাড়ে চার হাযারের বেশী নারী ও পুরুষের উপর পরীক্ষা চালিয়েছেন। গবেষকরা দেখেছেন ২২ শতাংশ ধূমপায়ীর শরীরে ধূমপানের কারণে যখন রক্তের সুগার নিয়ন্ত্রণকারী হরমোন ইনসুলিন উৎপাদন বন্ধ হয়ে যায় তখন অসহনীয় পর্যায়ে গ্লুকোজ উৎপাদন হ'তে থাকে। আর এটাই ডায়াবেটিসের পূর্বলক্ষণ। পক্ষান্তরে যারা সরাসরি ধূমপান করেন না অথচ মাঝে মাঝে নিঃশ্বাসের সঙ্গে অপর ব্যক্তির সিগারেটের ধোঁয়া গ্রহণ করেছেন, তদের মধ্যে ১৭ শতাংশের এই রোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা দেখা গেছে।

এ বছর সূর্যরশ্মি বিপজ্জনক হ'তে পারে

চলতি বছরের সূর্যরশ্মি অতীতের যে কোন সময়ের চেয়ে বিপজ্জনক হ'তে পারে। কানাডার স্বাস্থ্য ও পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে বলেছেন, ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মিও তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা এ বছর চার শতাংশ বৃদ্ধি পাবে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীকে রক্ষাকারী ওযন স্তর ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে ক্রমশ হাল্কা হয়ে আসার প্রেক্ষিতে চলতি বছর ক্ষতিকর অতিবেগুনী রশ্মির তেজস্ক্রিয়তার মাত্রা চার শতাংশ বৃদ্ধি পেতে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কেননা অতিমাত্রায় তেজস্ক্রিয়তা পৃথিবীতে এসে পড়ছে। বিশেষজ্ঞগণ অতিমাত্রায় রোদে যাওয়া বন্ধ করা কিংবা সূর্যরশ্মিকে আড়াল করে চলতে জনগণকে পরামর্শ দিয়েছেন। তারা বলেছেন, জনসাধারণ এক্ষেত্রে সানস্ক্রিণ ব্যবহার, হ্যাট পরিধান কিংবা সানগ্লাস ব্যবহার করতে পারেন।

বাড়ীতে ব্যবহারোপযোগী পানি পরিশোধন ব্যবস্থা উদ্ভাবন

যুক্তরাষ্ট্রের একটি কোম্পানীর রসায়নবিদ বাসা-বাড়ীতে ব্যবহারের উপযোগী একটি উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন পানি পরিশোধন ব্যবস্থা উদ্ভাবন করেছেন। এই পদ্ধতি কোন শিল্প ইউনিটে ব্যবহৃত ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্টের পরিশোধন ক্ষমতাকে একটি আচারের প্যাকেটের সমান কোন পাত্রের মধ্যে রাখতে সক্ষম হবে। গত ১৩ এপ্রিল যুক্তরাষ্ট্রের রসায়ন সমিতির এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয় যে, ওহায়োভিত্তিক ভোক্তা পণ্য কোম্পানী 'প্রোক্টার এণ্ড গ্যাম্বল' যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্রের সহযোগিতায় শিশুদের জন্য নিরাপদ খাবার পানি কর্মসূচীর আওতায় ১৯৯৫ সাল থেকে ঐ প্যাকেটগুলি তৈরী করে আসছে। গবেষকগণ দেখিয়েছেন যে, কেমিক্যাল ফিল্টার হিসাবে কাজ করে এমন ছোট আকারের ঐ প্যাকেট প্যাথোজেনজনিত ডায়রিয়া দ্রুত কমিয়ে আনতে দূষণযুক্ত পানির সাথে মেশানো যেতে পারে। উন্নয়নশীল বিশ্বের অনেক দেশেই শিশু মৃত্যুর বড় কারণ হচ্ছে প্যাথোজেনজনিত এই ডায়রিয়া।

গবেষকগণ বলেন, এই প্যাকেটগুলি যরূরী মুহূর্তে এবং ভূমিকম্প, বন্যা ও হারিকেনের মত প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে পানি নিরাপত্তা জোরদার করতে কার্যকর। এই প্যাকেটগুলি ছোট, বহনযোগ্য এবং প্রত্যন্ত এলাকা এবং যরূরী অবস্থায় ব্যবহার করা যেতে পারে। শিশুদের জন্যও নিরাপদ খাবার পানি কর্মসূচীর পরিচালক গ্রেগ অ্যালগুড বলেন, যুক্তরাষ্ট্রের রোগ নিয়ন্ত্রণ ও প্রতিরোধ কেন্দ্র গুয়াতেমালা, পাকিস্তান ও কেনিয়ার পঁচিশ হাযার মানুষের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছে যে, রাসায়নিক ঐ প্যাকেটগুলি প্রায় ৫০ শতাংশ ডায়রিয়া কমিয়ে আনতে সক্ষম।

গবেষকগণ ঐ প্যাকেটগুলি মেরিল্যাণ্ডে জন্স হপকিন্স বিশ্ববিদ্যালয় এবং লাইবেরিয়ার এক শরণার্থী শিবিরে পরীক্ষামূলক ব্যবহার করে ৯০ শতাংশ ডায়রিয়া কমিয়ে আনার প্রমাণ পেয়েছেন।

এই 'পানি বিশুদ্ধকরণ' ব্যবস্থা হচ্ছে- ব্লিচসহ বিভিন্ন ধরনের রাসায়নিক পদার্থের ধূসর বর্ণের পাউডারের সংমিশ্রণ ভর্তি একটি প্যাকেট, যা পানিতে মেশানোর কয়েক মিনিটের মধ্যেই দূষণমুক্ত হয়। অ্যালগুড বলেন, এই প্যাকেট কলেরা, টাইফয়েড এবং আমাশয়ের মত রোগ সৃষ্টিকারী পানিবাহিত জীবাণুর মৃত্যু ঘটায়, সীসা, আর্সেনিক ও পারদের মত বিষাক্ত ধাতব দূর করে এবং কতিপয় কীটনাশক দূর করে। একটি প্যাকেট দিয়ে সাড়ে নয় লিটার খাবার পানি দূষণমুক্ত করা যায়। পানি পরিশোধন করতে একটি প্যাকেট দূষিত পানির একটি বড় পাত্রে মিশিয়ে নাড়া হয় এবং কাপড়ের সাহায্যে ছেঁকে ২০ মিনিট রেখে দেয়া হয়। এর পরই পরিষ্কার ও নিরাপদ খাবার পানি পাওয়া যায়।

সংগঠন সংবাদ

আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের অন্যায় গ্রেফতার ও হয়রানির প্রতিবাদে এবং তাঁদের নিঃশর্ত মুক্তির দাবীতে দেশব্যাপী মহাসমাবেশ ও ইসলামী সম্মেলন অব্যাহত

কালাই, জয়পুরহাট ৩১ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর থেকে রাত্রি ২-টা পর্যন্ত যেলার কালাই মহিলা ডিগ্রী কলেজ ময়দানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' জয়পুরহাট যেলার উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কালাই পৌরসভার চেয়ারম্যান মুহাম্মাদ আফযাল হোসাইন তালুকদার, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ।

বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলনের অগ্রগতিতে ঈর্ষান্বিত হয়ে নির্ভেজাল এ আন্দোলনের উপরে জঙ্গীবাদের ডাহা মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে এ আন্দোলনকে এদেশ থেকে উৎখাত করার জন্য একটি মহল জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিল। কিন্তু আল্লাহর অশেষ রহমতে তাদের সে অপচেষ্টা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছে। জঙ্গীবাদের মূল হোতারা গ্রেফতার হওয়ায় সবকিছু আজ দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হয়ে গেছে। জঙ্গীতৎপরতার বিরুদ্ধে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর অবস্থান আজ অত্যন্ত পরিষ্কার। বক্তাগণ বলেন, যিনি জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে ১৯৯৮ সাল থেকেই প্রকাশ্য জনসভায় জোরালো বক্তব্য রেখে আসছেন, প্রবন্ধ-নিবন্ধ প্রকাশ এবং সর্বোপরি জঙ্গীবিরোধী পুস্তক রচনার মাধ্যমে দেশবাসীকে সতর্ক করেছেন, তাঁর মত একজন বিদগ্ধ পণ্ডিত, খ্যাতিমান আলেম ও শিক্ষাবিদকে ইসলামী মূল্যবোধের (?) এই সরকার নির্লজ্জের মতো সম্পূর্ণ অন্যায়ভাবে মাসের পর মাস কারান্তরীণ রেখে জাতির সাথে সর্বোচ্চ প্রতারণা করছে। মযলূমের আর্তনাদ এই সরকারের কর্ণকুহরে প্রবেশ করছে না। বক্তাগণ বলেন, এইভাবে নির্যাতন চলতে থাকলে এদেশে আল্লাহর গযব নেমে আসতে বাধ্য। নেতৃবৃন্দ জয়পুরহাট যেলা প্রশাসনের নিন্দা জানিয়ে বলেন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘ'-এর নেতা-কর্মীগণকে এখানে যারপরনাই হয়রানি করা হয়েছে। প্রশাসন কর্তৃক আহূত বৈঠক শেষে অন্য সকলকে যেতে দিয়ে শুধুমাত্র 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণকে গ্রেফতার করার লোমহর্ষক, নযীরবিহীন ও বর্বরোচিত ঘটনাটি এখানে সংগঠিত হয়েছে। প্রশাসনের বিমাতাসুলভ আচরণে 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র কর্মীগণকে বাড়ী ছাড়তে হয়েছে। মাওলানা [illegible] রহমানকে বাড়ীঘর ছাড়া অবস্থায় দুনিয়া থেকে [illegible] নিতে হয়েছে। তিনকোটি আহলেহাদীছের প্রিয় কণ্ঠস্বর [illegible]ল-হেরা শিল্পীগোষ্ঠী' প্রধান জনাব শফীকুল ইসলাম ও যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আমীনুল ইসলামকে এখনো কারাগারে বন্দী জীবন যাপন করতে হচ্ছে। তারা অবিলম্বে আমীরে জামা'আত সহ গ্রেফতারকৃত নিরপরাধ সকল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি এবং প্রকৃত দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির জোরদাবী জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সম্মানিত আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রঊফ, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনীসুর রহমান তালুকদার, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মোস্তফা আলী, সহ-সভাপতি সেলিমুল্লাহ প্রমুখ নেতৃবৃন্দ।

কেশবপুর, যশোর ৬ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' যশোর যেলার উদ্যোগে কেশবপুর পাবলিক ময়দানে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের অবিলম্বে মুক্তি ও হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে এক ইসলামী মহাসমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক ও যশোর যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি অধ্যাপক সিরাজুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদীর, তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

সমাবেশে বক্তাগণ পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে যালিমের পরিণতি তুলে ধরে বলেন, যারা নির্দোষ মানুষের উপরে নির্যাতন করে তারা কোনদিনও টিকে থাকতে পারে না। এই সরকার ডাহা মিথ্যা অভিযোগ এনে নিরপরাধ আহলেহাদীছ আলেমগণের উপরে যে অবর্ণনীয় নির্যাতন করে চলেছে তার ফলাফল একদিন তাদেরকে অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এটিই ইতিহাসের নির্মম বাস্তবতা। ইতিহাসের কাঠগড়া থেকে এরা কখনো রেহাই পাবে না। বক্তাগণ অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নির্দোষ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দিয়ে জাতির নিকটে ক্ষমা প্রার্থনার জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম ও মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা মুরাদ বিন আমজাদ, 'আহলেহাদীছ ওলামা পরিষদ' খুলনার যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মুনীরুদ্দীন ও যশোর যেলা 'আন্দোলন' ও 'যুবসংঘে'র বিভিন্ন পর্যায়ের দায়িত্বশীলবৃন্দ।

মেহেরপুর ৭ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' মেহেরপুর যেলার উদ্যোগে শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত পৌর পার্কে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর উপদেষ্টা জনাব শওকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, দফতর সম্পাদক জনাব বাহারুল ইসলাম, মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র ভারপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন ছাহাবাযুগ থেকে চলে আসা এক নির্ভেজাল, শান্তিপ্রিয় ও বৈপ্লবিক আন্দোলনের নাম। এটি সদ্য গজিয়ে উঠা কোন ভুঁইফোড় সংগঠন নয়। কাজেই এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে যতই ষড়যন্ত্র করা হোক না কেন ক্বিয়ামত উষার উদয়কাল পর্যন্ত এ আন্দোলন টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি বলেন, ইতিপূর্বেও ষড়যন্ত্র হয়েছে, আজকেও হচ্ছে আগামী দিনেও যে হবে না তার কোন নিশ্চয়তা নেই। কিন্তু ষড়যন্ত্রের সকল জাল ছিন্ন করে সত্য একদিন উদ্ভাসিত হয় এটিই বাস্তবতা। তাইতো আজ যে সকল মিথ্যা অভিযোগে আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দকে মাসের পর মাস আটকে রাখা হচ্ছে সেই অপরাধের মূল হোতারা ধরা পড়ে সকল অপকর্মের দায়দায়িত্ব স্বীকার করেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্য, ইসলামী মূল্যবোধের দাবীদার এই সরকার সবকিছু দিবালোকের ন্যায় পরিষ্কার হওয়ার পরও নিরপরাধ নেতৃবৃন্দের মুক্তি বিলম্বিত করছে। তিনি সরকারের এই লুকোচুরির তীব্র ধিক্কার ও নিন্দা জানান এবং অবিলম্বে নেতৃবৃন্দকে মুক্তি দানের জন্য সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সম্মানিত আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, কুষ্টিয়া পশ্চিম সাংগঠনিক যেলার সভাপতি মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া, মেহেরপুর যেলা সহ-সভাপতি মাওলানা মনছূরুল হক, সাধারণ সম্পাদক তরীকুযযামান, মেহেরপুর যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা আব্দুল মুমিন, সাধারণ সম্পাদক রেযাউর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুর রশীদ আখতার প্রমুখ।

পাঁজরভাঙ্গা, নওগাঁ ৮ এপ্রিল শনিবারঃ অদ্য বিকাল ৪-টায় যেলার পাঁজরভাঙ্গা কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নওগাঁ যেলার যৌথ উদ্যোগে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ সকল আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি ও হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবীতে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার আনীসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ ও ১৩ নং কশবা ইউনিয়নের চেয়ারম্যান জনাব আযীমুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর সম্মানিত আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর অন্যতম সদস্য ও বগুড়াস্থ নশীপুর আল-মারকাযুল ইসলামীর শিক্ষক মাওলানা আখতার মাদানী, নওগাঁ যেলা 'আন্দোলন'-এর

সহ-সভাপতি আফযাল হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ শহীদুল ইসলাম ও মুহাম্মাদ আব্দুল আলীম প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, নির্দোষ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের উপর দীর্ঘ ১৪ মাসের কারানির্যাতন এবং মযলূম পরিবারের করুণ আর্তনাদে এদেশের আকাশ-বাতাস ভারি হ'লেও যালিমদের কর্ণও স্পর্শ করেনি। তাই তো দেশব্যাপী আজ চলছে এক অদৃশ্য গযব। দ্রব্যমূল্যের উর্ধ্বগতি, সাধারণ নাগরিকের দুর্ভোগ যেন দিন দিন বেড়েই চলেছে। বক্তাগণ বলেন, আলেম নির্যাতন করে কখনো শান্তির আশা করা যায় না। যত দ্রুত আলেম-ওলামা নির্যাতন বন্ধ হবে তত দ্রুতই দেশের জন্য মঙ্গল হবে। অন্যথায় এই দেশ ধ্বংস হ'তে বাধ্য। তারা অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

নীলফামারী ১৫ এপ্রিল শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর যেলার শৌলমারী আছরার বাজার পুরাতন জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' নীলফামারী যেলার যৌথ উদ্যোগে আমীরে জামা'আত সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব কাযী তরীকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, নীলফামারী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি অধ্যাপক ইসমাঈল হোসাইন, বর্তমান সভাপতি জনাব খায়রুল আযাদ মাষ্টার, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহমান, সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান প্রমুখ। এছাড়াও সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিশিষ্ট শিল্পপতি আলহাজ্জ মাহবূবুর রহমান, বিশিষ্ট সমাজ সেবক জনাব শামসুযযামান ও জনাব আনছার আলী, মাওলানা যিকরুল হক, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী জনাব মকবুল হোসাইন, আলহাজ্জ কাযী আব্দুল মুমিন, জনাব আব্দুল্লাহ মিয়া প্রমুখ।

চারঘাট, রাজশাহী ২০ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাঘা-চারঘাট এলাকার উদ্যোগে দক্ষিণ রায়পুর নিম্ন মাধ্যমিক স্কুল মাঠে সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে এবং মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের মুক্তির দাবীতে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন ও ভায়ালক্ষ্মীপুর দারুস সালাম সালাফীয়া মাদরাসার মুহতামিম মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী।

প্রধান অতিথির ভাষণে ডঃ মুছলেহুদ্দীন সমবেত বিশাল জনতাকে উদ্দেশ্য করে বলেন, আহলেহাদীছের কালজয়ী আদর্শকে কলঙ্কিত করার জন্য এখন সর্বাত্মক ষড়যন্ত্র চলছে। ক্ষমতাসীনরা যেন দেশের প্রায় তিন কোটি আহলেহাদীছকে গলা টিপে হত্যা করতে চায়। আর সেকারণেই তারা দীর্ঘ ১৪ মাস যাবত এদেশের খ্যাতিমান আলেম, বরেণ্য শিক্ষাবিদ তিন কোটি আহলেহাদীছের অবিসংবাদিত নেতা **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**, প্রতিথযশা আলেমে দ্বীন ও কেন্দ্রীয় নায়েবে আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী সহ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা ও সাজানো অভিযোগে অন্যায়ভাবে গ্রেফতার করে আজ অবধি নির্যাতন করে যাচ্ছে। তিনি বলেন, এরা আহলেহাদীছ ইয়াতীমদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়েছে। আহলেহাদীছ ইমাম ও দাঈদের পেটে লাথি মেরেছে। আহলেহাদীছদের ম্যাণ্ডেট নিয়ে ক্ষমতায় গিয়ে এরা এখন আহলেহাদীছদেরকেই নির্যাতন করছে। তিনি উপস্থিত জনতাকে প্রশ্ন করে বলেন, ডঃ গালিব কি আপনাদেরকে বোমা মারতে বলেছেন? ডঃ গালিব কি আপনাদেরকে জঙ্গীবাদের কথা বলেছেন? সমস্বরে গগণবিদারী আওয়াজে জবাব আসে, না। তিনি বলেন, ডঃ গালিবকে নিয়ে এই সরকার এক ঐতিহাসিক মিথ্যাচার ও জঘন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছে। তিনি বলেন, ষড়যন্ত্র করে দেশের তিন কোটি আহলেহাদীছের কণ্ঠ রোধ করা যাবে না। তিনি সমবেত সকলকে ঐক্যবদ্ধভাবে আন্দোলনের কাজে অগ্রগামী হওয়ার আহ্বান জানান।

সম্মেলনে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, চারঘাট এলাকার সহ-সভাপতি মাওলানা আবুজার সালাফী, বাঘা এলাকা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা আবুল হোসাইন ছিদ্দীক্বী প্রমুখ।

বাগমারা, রাজশাহী ২২ এপ্রিল শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী যেলার

বাগমারা থানাধীন হাটগাঙ্গোপাড়া এলাকার উদ্যোগে হাটগাঙ্গোপাড়া উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে এক ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি আলহাজ্জ আবুল কালাম আযাদের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথির ভাষণে মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলার মাটি থেকে মুছে যাওয়ার আন্দোলন নয়। কেননা এ আন্দোলন পৃথিবীর বিভ্রান্ত মানবতাকে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মর্মমূলে জমায়েত হওয়ার আহ্বান জানায়। দুনিয়াবী জৌলুসের দিকে এ আন্দোলন কাউকে আহ্বান জানায় না। তিনি বলেন, আন্দোলনের সনৈঃ সনৈঃ অগ্রগতি দেখে চক্রান্তকারীরা ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে নির্ভেজাল এই সংগঠনের নির্দোষ নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা মামলায় বন্দী করে নির্যাতনের মাধ্যমে আহলেহাদীছকে নেতৃত্বশূন্য করার বিভিন্নমুখী ষড়যন্ত্র করে। কিন্তু আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছায় তাদের সে আশায় গুড়েবালি। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামত পর্যন্ত একটি জামা'আত হক্বের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকবে। ষড়যন্ত্রকারীরা যাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'। তিনি অবিলম্বে নেতৃবৃন্দের মুক্তি দাবী করেন।

সম্মেলনে বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক ফারূক আহমাদ, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক মাওলানা এ.বি.এম. আহমাদ আলী, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ নিযামুল হক মাষ্টার, এলাকা 'যুবসংঘে'র সভাপতি জনাব আফাযুদ্দীন প্রমুখ।

মাসিক তাবলীগী ইজতেমা

রাজশাহী ৯ মার্চ বৃহস্পতিবারঃ অদ্য বাদ মাগরিব 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। মহানগরী সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলমের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত উক্ত মাসিক ইজতেমায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মাওলানা ফযলুল করীম, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা খলীলুর রহমান, রাজশাহী যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি ডাঃ ইদরীস আলী, নওহাটা নামুপাড়া দাখিল মাদরাসার সুপার মাওলানা আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ। উল্লেখ্য যে, প্রতি ইংরেজী মাসের দ্বিতীয় বৃহস্পতিবার মাসিক তাবলীগী ইজতেমার তারিখ নির্ধারিত হয়। উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় মহানগরীর বিভিন্ন শাখা ও এলাকা থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী যোগদান করেন।

রাজশাহী ১৩ এপ্রিল বৃহস্পতিবারঃ পূর্ব নির্ধারিত তারিখ অনুযায়ী অদ্য বাদ মাগরিব রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে নওদাপাড়াস্থ দারুল ইমারত আহলেহাদীছ জামে মসজিদে মাসিক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী ইজতেমায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক হাফেয মুকাররম বিন মুহসিন।

প্রশিক্ষণ

রাজশাহী ২১ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টা থেকে জুম'আ পর্যন্ত রাজশাহী মহানগরী 'আন্দোলন'-এর উদ্যোগে 'আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার পূর্বপার্শ্বস্থ হল রুমে এক কর্মী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সভাপতি মাষ্টার ইউনুসুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত প্রশিক্ষণে প্রধান প্রশিক্ষক হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। তিনি 'নেতৃত্বের গুণাবলী' বিষয়ে সারগর্ভ প্রশিক্ষণ প্রদান করেন। অন্যান্যদের মধ্যে কেন্দ্রীয় তাবলীগ সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ পরিচিতি-ক এর উপরে প্রশিক্ষণ দান করেন। অনুষ্ঠানে মাসিক **আত-তাহরীক** সম্পাদক ডঃ মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন 'তাকওয়া' বিষয়ে দরসে কুরআন পেশ করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন মহানগরী সাধারণ সম্পাদক জনাব শামসুল আলম।

যুবসংঘ

কর্মী সমাবেশ

রাজশাহী ১০ মার্চ শুক্রবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় রাজশাহী মহানগরীর মদীনাতুল উলূম কামিল মাদরাসায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' রাজশাহী মহানগরীর উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মহানগরী সহ-সভাপতি মা'ছূম বিল্লাহ্‌র সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক জনাব নূরুল ইসলাম। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন একটি নির্ভেজাল, স্বচ্ছ, নির্মল ও বাতিলের বিরুদ্ধে আপোষহীন ইসলামী আন্দোলনের নাম। যুগে যুগে এ আন্দোলনের উপর শাসকগোষ্ঠীর পক্ষ থেকে নির্যাতনের স্টীম রোলার চালানো হয়েছে। কিন্তু শত বাধা-বিপত্তিকে উপেক্ষা করেও এ আন্দোলন টিকে ছিল, আছে এবং ক্বিয়ামত পর্যন্ত থাকবে ইনশাআল্লাহ। তিনি কর্মীদেরকে যথাযথভাবে সাংগঠনিক কার্যক্রম চালিয়ে যাওয়ার উদাত্ত আহ্বান জানান। সাথে সাথে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির জোর দাবী জানান। সমাবেশে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অত্র মাদরাসার ছাত্র মাহমূদুল হাসান ও মীযানুর রহমান প্রমুখ। সমাবেশে ইসলামী জাগরণী পেশ করেন আহসান হাবীব ও সা'দুল্লাহ।

ঝিনাইদহ ৭ এপ্রিল শুক্রবারঃ অদ্য বেলা ১১-টায় 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ঝিনাইদহ যেলার উদ্যোগে সদর উপযেলার চোরকোল হাইস্কুল ময়দানে এক বিশাল কর্মী ও সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মুহাম্মাদ নযরুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় ভারপ্রাপ্ত সভাপতি মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাষ্টার ইয়াকূব হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক হাফেয আলীমুদ্দীন ও সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল আযীয। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ বেলাল হোসাইন, অর্থ-সম্পাদক আব্দুল আহাদ, দফতর সম্পাদক মুনীরুল ইসলাম, রাজশাহী মহানগরী 'যুবসংঘ'-এর দফতর সম্পাদক মুহাম্মাদ হারূনুর রশীদ, এলাকা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ আযীযুর রহমান, যেলা 'যুবসংঘ'-এর উপদেষ্টা মুহাম্মাদ রইসুদ্দীন ও চোরকোল হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক জনাব আলাউদ্দীন প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, দেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব রক্ষায় ও দেশের যুবসমাজকে সঠিক পথে পরিচালনার লক্ষ্যে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' ১৯৭৮ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়ে আজ পর্যন্ত শত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। এ সংগঠন দুনিয়াবী স্বার্থ হাছিলের উদ্দেশ্যে পরিচালিত অন্যান্য সংগঠন থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এ সংগঠন পরকালীন মুক্তির জন্য যেমন কর্মীদেরকে তাক্বওয়াশীল হিসাবে গড়ে তোলে ও মানুষকে সেদিকে দাওয়াত দেয়, তেমনি দুনিয়াতে সবার সাথে শান্তি, সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যপূর্ণ সহাবস্থানের জন্য আদর্শবান কর্মী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা চালায়। ফলে এ সংগঠনের কর্মীরা দাবী আদায়ের লক্ষ্যে হরতাল, ধর্মঘট, অবরোধ ইত্যাদির নামে রাস্তা বন্ধ করে জনগণের অসুবিধা সৃষ্টি করে না, কিংবা বিক্ষোভের নামে গাড়ী ও দোকান-পাট ভাংচুর করে জাতীয় সম্পদ বিনষ্ট ও জনগণের জান-মালের জন্য ক্ষতিকর কোন কর্মকাণ্ডে লিপ্ত হয় না। শান্তি প্রিয় এই দ্বীনী সংগঠনের কর্মীরা তাই আদর্শ হিসাবে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সবার নিকটে বরিত হয়। তিনি আরো বলেন, কোন জঙ্গী, সন্ত্রাসী ও চরমপন্থী কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ইসলাম পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। বরং ইসলাম তার কালজয়ী আদর্শের মাধ্যমে মানুষের হৃদয় জয় করেছিল। আরবের কলহপ্রিয় মানুষগুলি এ আদর্শের যাদুর কাঠির ছোঁয়ায় সোনার মানুষে পরিণত হয়েছিল। তাদের সেই পথ ধরে ইসলামের শাশ্বত আদর্শ প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম প্রতিষ্ঠা সম্ভব, অন্যকোন পথে নয়। ইসলামী বিধান যার উপর এসেছিল সেই মহামানব ইসলাম প্রতিষ্ঠা করে দেখিয়ে গেছেন ইসলাম কায়েমের পথ। সুতরাং সে পথ ছেড়ে অন্য কোন পথে দ্বীন কায়েম করতে চাইলে তা ব্যর্থ হ'তে বাধ্য। তিনি মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** সহ নিরপরাধ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তি ও তাঁদের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত সকল হয়রানিমূলক মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের জোর দাবী জানান।

বাঁকাল, সাতক্ষীরা ১০ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ বাঁকাল প্রাঙ্গণে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে এক কর্মী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রধান উপদেষ্টা প্রফেসর নযরুল ইসলাম ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর যুগ্ম আহ্বায়ক অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম। অন্যান্যের

মধ্যে বিষয়ভিত্তিক বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মাওলানা আহসান হাবীব, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় শূরা সদস্য অধ্যাপক মুহাম্মাদ আব্দুল গফূর, কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য অধ্যাপক মহীদুল ইসলাম, যেলা 'যুবসংঘ'-এর অর্থ সম্পাদক মুহাম্মাদ মুযাফফর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা গোলাম সরওয়ার, সীমান্ত আদর্শ ডিগ্রী কলেজের অধ্যক্ষ জনাব আযীযুর রহমান, দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়ার শিক্ষক মাওলানা আবুল হাসান রহমানী প্রমুখ। কর্মী সমাবেশ পরিচালনা করেন সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক শাহীদুযযামান ফারূক।

খুলনা ১১ এপ্রিল মঙ্গলবারঃ অদ্য সকাল ১০-টায় শহরের গোবরচাকা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রাঙ্গণে এক বিশাল ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ' খুলনা যেলার যুগ্ম আহ্বায়ক মাওলানা মুহাম্মাদ মুনীরুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সম্মেলনে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মুক্তাদির, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুযাফফর বিন মুহসিন, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান ও বাগেরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব ইসরাফীল হোসাইন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা ফযলুর রহমান, সাতক্ষীরা যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা আলতাফ হোসাইন, সাধারণ সম্পাদক শাহীদুযযামান ফারূক, সাংগঠনিক সম্পাদক গোলাম সরোয়ার, সাবেক কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক আব্দুল গফূর, সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের প্রিন্সিপাল জনাব আযীযুর রহমান, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কাউন্সিল সদস্য ও সীমান্ত ডিগ্রী কলেজের উপাধ্যক্ষ জনাব মহীদুল ইসলাম, মুক্তিযোদ্ধা কমাণ্ডার শেখ আব্দুল কুদ্দুস, মাওলানা আলী হাফিয, আব্দুছ ছবূর, মামূনুর রশীদ প্রমুখ।

বক্তাগণ বলেন, আহলেহাদীছ আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ প্রচার ও প্রসারে নিবেদিত এক আদর্শ দ্বীনী সংগঠন। এ সংগঠন শান্তিপ্রিয় ও দেশপ্রেমিক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে। কোন চরমপন্থী সংগঠনের সাথে এই সংগঠনের কোনরূপ সম্পর্ক নেই। তথাপি দাতা আইওয়াশের নামে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মত বরেণ্য শিক্ষাবিদ আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ইসলামী ব্যক্তিত্বকে গ্রেফতার করে আজ অবধি অন্যায়ভাবে কারারুদ্ধ রাখা হয়েছে। যা নিঃসন্দেহে মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লংঘন। তারা বলেন, ইসলামী মূল্যবোধের নামে ক্ষমতায় আসলেও এ সরকার আলেম-ওলামার উপর নির্মমভাবে নির্যাতন চালাচ্ছে। বক্তাগণ অবিলম্বে মুহতারাম আমীরে জামা'আত সহ আহলেহাদীছ নেতৃবৃন্দের নিঃশর্ত মুক্তির দাবী জানান এবং প্রকৃত অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবী জানান। সমাবেশ শেষে মাওলানা মামূনুর রশীদকে সভাপতি ও রাজিবুল হাসানকে সেক্রেটারী করে ৯ সদস্য বিশিষ্ট খুলনা যেলা 'যুবসংঘে'র কমিটি পুনর্গঠন করা হয়। সমাবেশ শেষে একটি বিশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

তাবলীগী ইজতেমা

কুমিল্লা ১৭ এপ্রিল সোমবারঃ অদ্য বিকাল ৫-টায় কুমিল্লার বুড়িচং আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' কুমিল্লা যেলার উদ্যোগে এক তাবলীগী ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে মানুষের সার্বিক জীবন গড়ে তোলার আহ্বানের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত ইজতেমায় সভাপতিত্ব করেন যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা সাইফুল ইসলাম সরকার। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ ও সহ-সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার রুসমত আলী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন মাওলানা আব্দুল হান্নান, আব্দুর রাযযাক ভূঁইয়া, মাওলানা যাকারিয়া খান, আবুল হাশেম, রমিজুদ্দীন মেম্বার, জা'ফর ইকরাম, রুস্তম আলী, শহীদুল ইসলাম, ইউসুফ আহমাদ ও মাওলানা আবদুল মজীদ প্রমুখ।

বাঁকাল মাদরাসার ছাত্রদের কৃতিত্ব

'ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' সাতক্ষীরা যেলার উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় দারুল হাদীছ আহমাদিয়া সালাফিইয়াহ দাখিল মাদরাসার ছাত্ররা অংশগ্রহণ করে ১৮টি পুরস্কারের মধ্য হ'তে ১০টি পুরস্কার লাভ করে কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছে। পুরস্কার প্রাপ্ত ছাত্ররা হ'লঃ

১। ক্বিরাআত 'ক' গ্রুপঃ (১) আবূ রায়হান (৭ম শ্রেণী) ১ম স্থান
" (২) বুরহানুদ্দীন (৪র্থ ") ২য় "
" (৩) আযীযুর রহমান (৬ষ্ঠ ") ৩য় "

২। ক্বিরাআত 'খ' গ্রুপঃ (১) আসাফুর রহমান (১০ শ্রেণী) ২য় স্থান
" (২) আব্দুর রহীম (৯ম ") ৩য় "

৩। না'তে রাসূল (ছাঃ) 'ক' গ্রুপ (১) আবুরায়হান (৭ম শ্রেণী) ১ম স্থান
" (২) বুরহানুদ্দীন (৪র্থ ") ৩য় "

৪। না'তে রাসূল (ছাঃ) 'খ' গ্রুপ (১) মামুন আব্দুল কাইয়ূম (৯ম শ্রেণী) ২য় স্থান

৫। রচনা প্রতিযোগিতা 'ক' গ্রুপঃ (১) তাওহীদুযযামান (৫ম শ্রেণী) ২য় স্থান

৬। রচনা প্রতিযোগিতা
'খ' গ্রুপঃ (১) ইকরামুল কাবীর (১০ শ্রেণী) ১ম স্থান

পাঠকের মতামত

মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন

ঈদে মীলাদুন্নবী পালন করা ফরয (?)

রাজধানীর বেশকিছু দেয়ালে লেখা একটি বক্তব্য আমার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। যতবার লেখাটির প্রতি আমার দৃষ্টি পড়েছে ততবারই আমি শিউরে উঠেছি। কত ভয়ঙ্কর কথা *'ঈদে মিলাদুন্নবী পালন করা ফরয'*। আবার কোথাও ফরয এর স্থলে লেখা হয়েছে 'ওয়াজিব'। একই বিষয় ওয়াজিবও হচ্ছে আবার ফরযও হচ্ছে। বছর খানেক আগে একে 'সুন্নাতে উম্মত' বলেও ফৎওয়া দেয়া হয়েছিল। কি অদ্ভুত ব্যাপার! মাত্র এক বছরের ব্যবধানে একই বিষয়ের এই আকাশ পাতাল বিবর্তন! চিন্তা করছি, এর পরে না জানি এটি আবার কোন রূপ ধারণ করবে।

ফৎওয়াটি দেখে শিউরে উঠার কারণ হ'ল স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) এই ফরয (!) কাজটি করেননি। এমনকি এই ফরয (!) কাজটির ব্যাপারে স্বীয় উম্মতকেও তিনি কিছু বলে যাননি। ওদিকে এতবড় একটা ফরয (!) কাজ সম্পর্কে আল্লাহ পাক নিজেও কিছু বলেননি। শুধু তাই নয়, 'আল-বায়্যিনাত' ব্যতীত আর কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তি এই কাজটির প্রতি এত অধিক দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে বলেও কারো জানা নেই। তাহ'লে কি স্বয়ং আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলসহ গোটা উম্মত এই ফরয কাজটির বিষয় গোপন রেখে চরম 'অমার্জনীয় অপরাধ' করেছেন? বিষয়টি ভাবতে গেলে আমার মতো আরও অনেকেই যে শিউরে উঠবেন, তাতে সন্দেহ নেই।

শরীর শিউরে উঠার আর একটি কারণ হ'ল কোন ফরয ত্যাগ করা কবীরা গোনাহ। এই গোনাহের কাজে যারা লিপ্ত হয় তাদেরকে ফাসেক বলা হয়। আর ফরয কাজকে অস্বীকার করে কেউ তা ত্যাগ করলে তাকে কাফের বলা হয়। তাহ'লে স্বয়ং আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ), খুলাফায়ে রাশেদীন, ছাহাবায়ে কেরামসহ এই পর্যন্ত মুসলিম উম্মাহর যে সকল মুহাদ্দিছ, ফক্বীহ ও চার মাযহাবের ইমামগণ, যারা 'ঈদে মীলাদুন্নবী'র উৎসবকে ফরয বিশ্বাস করে পালন করা তো দূরে থাক, এই উৎসবের নামটি পর্যন্ত যাঁরা উচ্চারণ করেননি তাঁদের বিরুদ্ধে কি ফৎওয়া দেয়া হবে? ফাসেক/ফাজের? কাফের....? এই শব্দগুলি লিখতেও আমার বুক কাঁপছে। কত মারাত্মক, কত ভয়ঙ্কর, কত স্পর্শকাতর একটি বিষয়কে কতটুকু হালকা ও চটুল পর্যায়ে নিয়ে আসা হয়েছে! এদের ব্যাপারে যথার্থই বলা হয়েছে, 'তোমরা মুখে এমন কিছু উচ্চারণ কর, যার কোন জ্ঞান তোমাদের নেই। তোমরা এটাকে তুচ্ছ মনে কর, অথচ এটা আল্লাহ্র নিকটে গুরুতর বিষয়' *(নূর ১৫)*। 'আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন, তোমরা যদি ঈমানদার হও, তবে কখনও পুনরায় এ ধরনের আচরণের পুনরাবৃত্তি করো না' *(নূর ১৮)*।

এরপর আর কিছু বলার আছে বলে মনে করি না। আল্লাহ পাক আমাদের সবাইকে ছিরাতে মুস্তাকীমের উপর অবিচল থাকার তাওফীক দান করুন- আমীন!!

শহীদুল্লাহ এফ বারী
১৮/২, নয়া পল্টন, ঢাকা-১০০০।

গলদ কোথায়?

জগতে সাধারণতঃ দেশভিত্তিক জাতি গড়ে উঠেছে। চীন দেশের লোক চীনা, জাপানের লোক জাপানী, ইরানের লোক ইরানী নামে পরিচিত। জগতের মানুষকে জাতি, ধর্ম, বর্ণ ও ভাষার দিক দিয়ে শ্রেণীবিন্যাস করতে গেলে অগণিত শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়বে। কিন্তু মানুষ মূলতঃ দু'টি শ্রেণীতে বিভক্ত। নর ও নারী। অনুরূপভাবে ধর্মগত পার্থক্যের দরুন বিভিন্ন ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও দু'টি ভাগে ভাগ করাই অধিক যুক্তিযুক্ত। আর তা হচ্ছে মুসলিম ও অমুসলিম। একে অন্যভাবেও আখ্যায়িত করা যায়। মুমিন ও কাফের। আল্লাহ পাকের কাছে জগতের মানুষ মুমিন ও কাফের হিসাবে পরিগণিত। কেননা আল্লাহ বলেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম ইসলাম' *(আলে ইমরান ১৯)*। আল্লাহ পাক আরো বলেছেন, 'ইসলাম ছাড়া কেউ অন্য দ্বীনের কামনা করলে তা গ্রহণ করা হবে না, তারাই হবে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত' *(আলে ইমরান ৮৫)*। অনুরূপ অসংখ্য বাণীর মাধ্যমে আল্লাহ জগতের মানুষকে ইসলামের অনুসারী হ'তে আহ্বান জানিয়েছেন। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ সে আহ্বানে সাড়া না দিয়ে অমুসলিম তথা কাফের রয়ে গেছে।

মুসলিম বিশ্ব বলতে আমরা বুঝি সংখ্যাধিক্য মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলিকে। অধিকাংশ মুসলিমই আজ জন্মসূত্রে মুসলিম। ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার-বিশ্লেষণ করলে অধিকাংশ মুসলিম জনগণ অমুসলিম বলে পরিগণিত হবে। মুসলিম তারাই, যারা আল্লাহ প্রদত্ত ও রাসূল (ছাঃ) প্রদর্শিত দ্বীন মেনে চলে। যারা সঠিকভাবে দ্বীন মানে না, তারা মুসলিম নামের অযোগ্য হয়ে যায়। একই পাড়ায় এমনকি পাশাপাশি বাড়ীতে বসবাসকারী একজন হিন্দু ও একজন মুসলিমের আক্বীদা ও আমল আলাদা। হিন্দুরা তাদের দেবতা বা উপাস্যকে ভগবান নামে ডাকতে তাদের সন্তানদের শিখায়। আর মুসলমানরা শিখায় তাদের একমাত্র উপাস্য আল্লাহকে আল্লাহ বলে ডাকতে। একজন মাযহাবপন্থী ছেলে ও একজন আহলেহাদীছ ছেলের মধ্যে আক্বীদা ও আমলগত পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়ে থাকে। যাদের আমল-আক্বীদা ছহীহ-শুদ্ধ নয় তারা গলদ নিয়েই বেড়ে ওঠে এবং জীবনের শেষদিন পর্যন্ত সে গলদ থেকে যায়। মানুষ ভাল-মন্দ, পাপ-পুণ্য, সঠিক-বেঠিক নিরূপণ

করতে সক্ষম। কেননা আল্লাহ পাক তাদের সে জ্ঞান দান করেছেন *(শামস ৮)*। কিন্তু মানুষ আল্লাহ প্রদত্ত সে জ্ঞান অনুসারে চলে না।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে সমবেত ছাহাবীগণকে উদ্দেশ্য করে বলেছেন, 'আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতদিন তোমরা তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরে থাকবে, ততদিন পথভ্রষ্ট হবে না। বস্তু দু'টি হচ্ছে, আল্লাহ্র বাণী আল-কুরআন ও আমার সুন্নাত' *(মুয়াত্ত্বা ইমাম মালেক)*। মুসলিম জাতি বস্তু দু'টিকে সেভাবে আঁকড়ে ধরেনি। ফলে আজ আমাদের এই পরিণতি। মুসলিম জাতি যদি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর এই অমর বাণীর প্রতি শ্রদ্ধাশীল হ'ত, তাহ'লে অবশ্যই আজ তাদের এই করুণ পরিণতি হ'ত না। ভাবতে অবাক লাগে, ইসলামের মহান দু'টি উৎস আমাদের মধ্যে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও সেগুলির আদেশ-নিষেধ না মেনে মানব রচিত ধর্মীয় বিধি-বিধানকে আমরা বেশী গুরুত্ব দিচ্ছি। ছহীহ বুখারীর উপর ফিক্বহ শাস্ত্রকে প্রাধান্য দিচ্ছি।

জগতের সব মানুষের কথা বাদ রেখে শুধু মুসলিম জাতির কিছু গলদের কথা পেশ করতে চাই। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক গলদ হ'ল মাযহাব সৃষ্টি। আমরা সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ্র আদেশ-নিষেধ মান্য করি না। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম জাতিকে এক ও ঐক্যবদ্ধ মহাজাতি হিসাবে অবস্থানের নিমিত্তে ঘোষণা করেন যে, 'তোমরা আল্লাহ্র রজ্জুকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না' *(আলে ইমরান ১০৩)*। আমি মনে করি মাযহাব সৃষ্টিই বিচ্ছিন্নতা। মুসলিম জাতি কুরআনের এই শাশ্বত বাণীকে মারাত্মকভাবে উপেক্ষা করেছে।

জ্ঞানই আলো। জ্ঞানের আলোতে অন্ধকার দূরীভূত হয়। সকল মানুষ ধর্মীয় জ্ঞানে জ্ঞানী হ'তে পারে না। তাই জ্ঞানী আলেমের মতামত অনুসারে মানুষকে চলতে হয়। কোন আলেম যদি তার ধর্মীয় জ্ঞান যথার্থ ভাবে কাজে না লাগান, তাহ'লেই বিপর্যয় ঘটে। আমি জনাব আলহাজ্জ মাওলানা মুহাম্মাদ আজিজুল হক ছাহেবের অনুদিত বোখারী শরীফ পড়ে বিস্ময়ে হতবাক হয়েছি। তিনি মুখবন্ধে গ্রন্থখানির উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেছেন এবং লিখেছেন এ গ্রন্থে একটি যঈফ হাদীছও লিপিবদ্ধ করা হয়নি। অথচ তিনি অগণিত বিশুদ্ধ হাদীছের বিপরীতে মাযহাবভিত্তিক আমলের কথা উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম আবু হানীফা (রহঃ)-এর মতামতকে প্রাধান্য দিয়েছেন। প্রশ্ন হচ্ছে, এরূপ কাজ কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এবং তাঁর রেখে যাওয়া সুন্নাতকে উপেক্ষা করার আওতায় পড়ে না? অথচ মুসলিম হ'লে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে এবং তাঁর সুন্নাতকে পুরাপুরি মান্য ও অনুসরণ করতে হবে।

আমরা যদি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাত ভিত্তিক আমল করি, তাহ'লে আমাদের মধ্যে কোন গলদ থাকতে পারে না। সংখ্যাগুরু মুসলিম শবেবরাত অনুষ্ঠান পালন করেন। অথচ এটি বিদ'আতী আমল। বিদ'আত মূলতঃ গলদ। আমরা সবাই একথা বুঝি সঠিক উত্তর না লিখলে পরীক্ষায় পাশের আশা করা বৃথা। তেমনি বিদ'আত আমল দ্বারা অবশ্যই পুণ্য লাভ হবে না বরং পুণ্যের পরিবর্তে পাপই অর্জিত হবে।

দেশে আজ শিক্ষিতের অভাব নেই। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও হাদীছ গ্রন্থগুলি বাংলা ভাষায় অনুদিত হয়েছে। ফলে দ্বীন সম্বন্ধে জানবার বুঝবার সুযোগ এসেছে। দেশের শিক্ষিত ভাই-বোনদের প্রতি আমার আকুল আবেদন, মহাগ্রন্থ আল-কুরআন ও অন্ততঃ বিশুদ্ধ হাদীছ গ্রন্থ বুখারী পাঠ করুন। কারো প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে নিজেরাই দ্বীন জানতে ও বুঝতে সচেষ্ট হউন। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের দ্বীনী জ্ঞানের প্রসারতা বাড়লে দ্বীনের নামে সমাজে যে গলদ রয়েছে, তা দূরীভূত হবে। সঠিক আমল-আক্বীদায় বিশ্বাসী হ'লে মাযহাবী সংকীর্ণতাও দূরীভূত হবে।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

যালেমদের শাস্তি দাও, মযলূমকে করে পুরস্কৃত

একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্রে ক্ষমতাসীন দলের নেতৃত্বেই দেশ পরিচালিত হয়। যদি এক্ষেত্রে কোন বৃহৎ শক্তির সংকেত অনুযায়ী কাজ করা হয়, তাহ'লে স্বাধীন-সার্বভৌমত্বের প্রতি কংলঙ্ক লেপন করা হয়। আমাদের দেশের বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের কার্যকলাপে এটা প্রতীয়মান হয়েছে যে, তারা অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে শাসনকার্য পরিচালনা করছেন। এটা জাতির জন্য অপমানজনক বিষয় বটে। **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** ও তাঁর তিন জন সহকর্মীকে মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত করে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাঁদেরকে যামিনে মুক্তি দিয়ে বিচারকার্য পরিচালিত হ'লে কোন ভুল করা হ'ত না। কেননা তাঁরা মুক্তি পেয়ে নিরুদ্দেশ হ'তেন না, তাঁরা এদেশেই অবস্থান করতেন। তাঁদের মুক্তির জন্য যে পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে, এর অতিরিক্ত কিছু করার আছে বলে মনে হয় না। এতকিছু করার পরও সরকারের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেনি। তাহ'লে কি নির্বিচারে দিনের পর দিন কারাগারের অন্ধপ্রকোষ্ঠে তাঁদের জীবনের মূল্যবান দিনগুলি কেটে যাবে? এ প্রহসনের শেষ কোথায় ভেবে পাই না। সরকারের উপলব্ধি ক্ষমতা কি লোপ পেয়েছে? আমার মনে এ ব্যাপারে যে দুঃখ রয়েছে, আমার মত অনেকেরই মনে সে দুঃখ রয়েছে। কিন্তু আমাদের ক্ষমতার সীমা কতটুকু? একমাত্র আল্লাহ পাকেরই করুণার প্রত্যাশী হয়ে দিন গুণছি। আর প্রার্থনা করছি 'হে আল্লাহ! তুমি যালিমদের শাস্তি দাও এবং মযলূমকে পুরস্কৃত করো। তোমার দ্বীনকে এবং তোমার দ্বীনের খাদেমগণকে হেফাযত করো'।

মুহাম্মাদ আতাউর রহমান
সন্ন্যাসবাড়ী, বান্দাইখাড়া, নওগাঁ।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/২৪১)ঃ জনৈকা মহিলার সদ্যপ্রসূত সন্তানকে এক বন্ধ্যা মহিলা পালক হিসাবে নিয়ে যায়। এদিকে উক্ত প্রসূতি মা দুধের ব্যথা সহ্য করতে না পেরে ছাগলের বাচ্চাকে তার দুধ খাওয়ায়। এক্ষণে প্রশ্ন হ'ল, ছাগলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর কারণে ঐ মহিলার পরিণতি কি হ'তে পারে? মানুষের দুধ পানকারী উক্ত ছাগলের গোশত খাওয়া জায়েয হবে কি? শিশুটি পরকালে তার নিজের মা ও পালক মার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র কাছে কোন অভিযোগ করবে কি?

-সাইফুল্লাহ
উত্তর হিন্দুকান্দি, সারিয়াকান্দি, বগুড়া।

উত্তরঃ ছাগলের বাচ্চাকে দুধ খাওয়ানোর কারণে উক্ত মহিলাকে পরকালে কোন শাস্তি ভোগ করতে হবে না। ছাগল হালাল প্রাণী। সেকারণ মানুষের দুধ পান করলেও তার গোশত খাওয়া হারাম হবে না। কেননা এর উপর শরী'আতের কোন আহকাম অর্পিত হয়নি। অপরদিকে প্রসূতি মহিলার অনুমতি সাপেক্ষে বন্ধ্যা মহিলা ঐ সন্তানের সার্বিক দায়-দায়িত্ব নিয়ে থাকলে, পরকালে সন্তানটি তার মা কিংবা ঐ বন্ধ্যা মহিলার বিরুদ্ধে আল্লাহ্‌র নিকট কোন অভিযোগ করতে পারবে না। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজেই ধাত্রী মাতা দ্বারা লালিত-পালিত হয়েছিলেন *(আর-রাহীকুল মাখতূম, পৃঃ ৫৫)*।

প্রশ্নঃ (২/২৪২)ঃ মানুষকে ধন-সম্পদ যতই দেওয়া হোক আশা-আকাঙ্ক্ষা শেষ হবে না। তার পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুতেই পরিপূর্ণ হবে না। উক্ত বক্তব্যের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মুনীরুল ইসলাম
ফুলবাড়িয়া, কাথুলী, মেহেরপুর।

উত্তরঃ হাদীছটি মূলতঃ এরূপ- ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাঙ্ক্ষা করবে। বস্তুতঃ আদম সন্তানের পেট মাটি ছাড়া অন্য কিছুই পূরণ করতে পারবে না' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫২৭৩ 'আকাঙ্ক্ষা ও লোভ' অনুচ্ছেদ)*। উক্ত হাদীছে মাটি দ্বারা কবরের মাটিকে বুঝানো হয়েছে। অর্থাৎ মৃত্যুতেই তার আকাঙ্ক্ষার পরিসমাপ্তি ঘটবে, এর আগে নয়।

প্রশ্নঃ (৩/২৪৩)ঃ জনৈক আলেমের মুখে শুনেছি যে, মোজা পরা অবস্থায় প্যান্ট, পায়জামা বা লুঙ্গি টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে দেয়া যায়। এ বিষয়ে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আফফানুল্লাহ
পশ্চিম দোয়ারপাল, পোরশা, নওগাঁ।

উত্তরঃ মোজা পরিধান করা অবস্থায় হোক কিংবা মোজা বিহীন অবস্থায় হোক কোন অবস্থাতেই পায়জামা, প্যান্ট বা লুঙ্গী টাখনুর নীচে ঝুলিয়ে পরিধান করা যাবে না। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, 'আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, 'মুমিনের ইযার (লুঙ্গী, প্যান্ট ও পায়জামা) পায়ের অর্ধনলা পর্যন্ত থাকবে, তবে উহার নিচে টাখনু ও অর্ধনলার মধ্যবর্তী স্থান পর্যন্ত থাকলেও কোন দোষ নেই। কিন্তু টাখনুর নীচে যতটুকু যাবে ততটুকু জাহান্নামে যাবে'। এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন *(আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৪৩৩১, 'পোশাক' অধ্যায়)*। উক্ত হাদীছ সহ অন্যান্য হাদীছে মোজা পরা বা না পরার বিষয়টি যেমন অন্তর্ভুক্ত হয়নি, তেমনি উক্ত কথার পক্ষে কোন দলীলও নেই। সুযোগ সন্ধানীরা এ ধরনের কথা বলে থাকে মাত্র। সুতরাং যেকোন অবস্থাতেই হোক না কেন পুরুষের জন্য টাখনুর নীচে কাপড় ঝুলিয়ে পরা জায়েয নয়।

প্রশ্নঃ (৪/২৪৪)ঃ একাধিক ছালাত ক্বাযা হ'লে তা কিভাবে আদায় করতে হবে? পরবর্তী ছালাতের পূর্বে, নাকি যে ওয়াক্তের ছালাত ক্বাযা হবে পরবর্তী দিন সে ওয়াক্তেই আদায় করতে হবে? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-ওবায়দুল্লাহ
আগরদাড়ী, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ কোন কারণবশতঃ এক বা একাধিক ছালাত ছুটে গেলে তা পরবর্তী ছালাতের পূর্বে যখনই স্মরণ হবে তখনই ধারাবাহিকভাবে আদায় করে নিবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাত আদায়ের পূর্বে ঘুমিয়ে গেল অথবা আদায় করতে ভুলে গেল, যখনই তার উক্ত ছালাতের কথা স্মরণ হবে তখনই যেন তা আদায় করে নেয়' *(বুখারী ১/১৮৪ পৃঃ, হা/৫৯৭, 'ছালাতের সময়' অধ্যায়; ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম, ২৯১ পৃঃ, মাসআলা নং ২০৯)*। আহযাবের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর আছরের ছালাত ছুটে গেলে মাগরিবের পূর্বেই তা আদায় করে নিয়েছিলেন *(বুখারী ৪/৫৯ পৃঃ, হা/৪১১২, 'মাগাযী' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৫/২৪৫)ঃ সূরা 'মুলক'-এর ফযীলত জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবুল কাসেম
মির্জাপুর বাজার, গাযীপুর সদর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত সূরার ফযীলত সম্বন্ধে কয়েকটি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। যেমন- আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম

(ছাঃ) বলেছেন, 'পবিত্র কুরআনে ত্রিশ আয়াতবিশিষ্ট একটি সূরা রয়েছে, যা ব্যক্তিবিশেষের জন্য সুপারিশ করবে। ফলে তাকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে। সূরাটি হ'ল, 'তাবারাকাল্লাযী বিইয়াদিহিল মুলক' *(আহমাদ, তিরমিযী, আবূদাঊদ, নাসাঈ ও ইবনু মাজাহ, সনদ হাসান, মিশকাত, হা/২১৫৩)*। অন্য বর্ণনায় আছে, জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) সূরা সিজদা ও মুল্ক না পড়ে নিদ্রা যেতেন না *(আহমাদ, তিরমিযী, দারেমী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/২১৫৫,)*।

প্রশ্নঃ (৬/২৪৬)ঃ আমার স্বামী চিররোগী হওয়ার কারণে ছিয়াম পালন করতে পারেন না। তাই গত বছর রামাযানে তার ছিয়ামের ফিদইয়া স্বরূপ আমি একজন দরিদ্র দ্বীনদার ব্যক্তিকে ইফতারসহ দু'বেলা খাবার দিয়েছি। এতে কি তিনি ছিয়ামের পূর্ণ নেকী পাবেন?

-হুসনে আরা
সপুরা, মিয়াপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছিয়াম পালনে অক্ষম ব্যক্তির পক্ষ থেকে উক্ত দায়িত্ব পালন করা শারঈ বিধান অনুযায়ী হয়েছে। এতে তিনি পূর্ণ ছওয়াবের অধিকারী হবেন ইনশাআল্লাহ। কেননা মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা ছিয়াম পালন করতে অক্ষম, তারা এর পরিবর্তে একজন মিসকীনকে খাদ্য দান করবে' *(বাক্বারাহ ১৮৪)*।

প্রশ্নঃ (৭/২৪৭)ঃ ছালাতের শেষ বৈঠকে সালাম ফিরানোর পূর্ব মুহূর্তে বায়ু নির্গত হ'লে ছালাত পূর্ণ হবে কি?

-উম্মে হাবীবা
কাজলা, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছালাতের মধ্যে যেকোন সময়, তাশাহহুদের পূর্বে হোক কিংবা পরে হোক অর্থাৎ সালামের পূর্ব পর্যন্ত ইচ্ছা বা অনিচ্ছায় বায়ু নির্গত হ'লে ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তাকবীরে তাহরীমার দ্বারা দুনিয়ার সমস্ত কার্যকলাপ হারাম হয়ে যায় এবং সালাম দ্বারা তা বৈধ হয়ে যায়' *(আবূদাঊদ, তিরমিযী, দারেমী, সনদ হাসান, মিশকাত হা/৩১২)*। সুতরাং সালাম ফিরানোর পূর্ব মুহূর্তেও যদি ছালাত বিনষ্টকারী কোন বিষয় সংঘটিত হয় তবুও ছালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

উল্লেখ্য, হানাফী মাযহাবের অনুসারীরা এ বিষয়ে যে দু'টি হাদীছ পেশ করে থাকেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। যেমন- আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-কে রাসূলুল্লহ (ছাঃ) একদা ছালাতের তাশাহহুদ শিক্ষা দেন এবং বলেন, 'তুমি যখন তাশাহহুদ পড়ে ফেললে, তখন তুমি তোমার ছালাত পূর্ণ করে নিলে। ইচ্ছা করলে তুমি সেখানে বসেও থাকতে পার অথবা উঠেও যেতে পার *(আহমাদ, আবূদাঊদ, দারাকুৎনী)*। হাদীছটি শায হিসাবে যঈফ। ইমাম বায়হাক্বী (রহঃ) বলেন, আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) হ'তে ছহীহ সূত্রে বর্ণিত হয়েছে যে, 'যখন ইমাম সালাম ফিরাবেন তখন তুমি ইচ্ছা করলে উঠে যেতে পার' *(বায়হাক্বী, নায়লুল আওত্বার ২/৩০৪)*। পূর্বের ঐ শায হাদীছটি এই ছহীহ হাদীছের সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ পূর্বের হাদীছে 'তাশাহহুদের' কথা এসেছে আর ছহীহ হাদীছে 'সালাম ফিরানোর' কথা এসেছে। তাই একই রাবী কর্তৃক ছহীহ হাদীছের বিপরীত বর্ণনা থাকায় পূর্বোক্ত হাদীছটি গ্রহণযোগ্য নয়। দ্বিতীয়তঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত নবী করীম (ছাঃ) বলেন, যখন তোমাদের কেউ সালামের পূর্বে শেষ বৈঠকে বাতকর্ম করবে তার ছালাত হয়ে যাবে *(তিরমিযী)*। এ হাদীছটির সনদ যঈফ *(যঈফ আবূদাঊদ হা/৬১৭; নায়লুল আওত্বার ১ম খণ্ড, ২য় অংশ ৩০৫ পৃঃ 'সালাম ফরয' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং উক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, তাকবীরে তাহরীমা থেকে সালাম পর্যন্ত হ'ল ছালাতের সীমারেখা। আর সীমারেখার মধ্যে ছালাত বিনষ্টকারী কোন কিছু সংঘটিত হ'লে ছালাত বাতিল হবে।

প্রশ্নঃ (৮/২৪৮)ঃ লাশ দাফনের সময় 'মিনহা খালাক্বনা-কুম.... ' মর্মে যে দো'আটি চালু আছে তা কি ছহীহ দলীল দ্বারা প্রমাণিত? রাসূল (ছাঃ) ছাহাবীদের লাশ দাফনের সময় কোন্ দো'আ পাঠ করতেন? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল্লাহ ছিদ্দীক্বী
বাঁশদহা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফনের সময় 'মিনহা খলাক্বনা-কুম.....' মর্মে যে দো'আটি পাঠ করা হয় তার কোন ছহীহ ভিত্তি নেই। মূলতঃ এটি কোন দো'আ নয়, বরং পবিত্র কুরআনের আয়াত মাত্র। এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা মানব সৃষ্টির রহস্য বর্ণনা করেছেন।

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার সময় এটি পাঠ করা সম্পর্কে বায়হাক্বী ও মুস্তাদরাকে হাকেমে যে হাদীছটি বর্ণিত হয়েছে তা নিতান্তই যঈফ *(নায়লুল আওত্বার, 'কিতাবুল জানায়েয' ৫/৯৭ পৃঃ)*। বস্তুতঃ মৃত ব্যক্তিকে দাফন করার কোন দো'আ নেই। হাদীছে লাশকে কবরে রাখার দো'আ বর্ণিত হয়েছে। অনুরূপভাবে দাফন শেষে মৃতব্যক্তির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করার কথা রয়েছে *(আবূদাঊদ, নায়লুল আওত্বার ৫/১০৯ পৃঃ; মাসিক আত-তাহরীক ১ম বর্ষ ৪র্থ সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৯৭ প্রশ্নো নং ১/২৪)*। লাশ কবরে রাখার সময় 'বিসমিল্লাহি ওয়া 'আলা মিল্লাতি রাসূলিল্লাহি' *(আহমাদ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭০৭)* এবং দাফন ক্রিয়া সম্পন্ন করার পর 'আল্লাহুম্মাগ ফির লাহু ওয়া ছাব্বিত' পাঠ করবে *(আবূদাঊদ, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৩)*।

প্রশ্নঃ (৯/২৪৯)ঃ ছালাতে ভুল হ'লে সহো সিজদা দিতে হয়, কিন্তু আযানে ভুল হ'লে সংশোধনের পন্থা কি?

-শহীদ
আন্দারিয়া পাড়া, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আযানের ভুলের কারণে সংশোধনীর প্রয়োজন নেই। কোন শব্দ ছুটে গেলেও আযান পূর্ণা হয়ে যাবে।

প্রশ্নঃ (১০/২৫০)ঃ আমি টেক্সটাইল মিলের একজন মালিক। আমার পুঁজি কম থাকায় ১০০০/- (এক হাযার) পাউণ্ড সুতার মূল্য বাবদ ১,৩৮,০০০/- (এক লক্ষ আটত্রিশ হাযার) টাকা কারো নিকট থেকে পুঁজি ফেরৎ দেওয়ার পূর্ব

পর্যন্ত প্রতি পাউণ্ডে ১ টাকা করে লাভ দিব এই শর্তে যদি গ্রহণ করি তাহ'লে ব্যবসা হালাল হবে কি?

-ইবরাহীম মুমিন
নরসিংদী।

উত্তরঃ উক্ত শর্তে অর্থ গ্রহণ করলে সূদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ শারঈ বিধান হ'ল- যেখানে লাভ-লোকসান উভয়টিই থাকবে সেখানে এ ধরনের ব্যবসা জায়েয। কিন্তু উক্ত পদ্ধতিতে লোকসানের কোন সম্ভাবনাই নেই। তাই উক্ত পদ্ধতি জায়েয নয় *(মুওয়াত্ত্বা, বুলূগুল মারাম হা/৮৯৫)*। তবে এমন শর্ত না করে লাভ-লোকসানের ভিত্তিতে টাকা গ্রহণ করলে বৈধ হবে।

প্রশ্নঃ (১১/২৫১)ঃ সরকারী নিয়মানুযায়ী মাসিক বেতন হ'তে নির্ধারিত পরিমাণ টাকা প্রতি মাসে সরকারী ট্রেজারীতে জমা হয়। অবসর গ্রহণের সময় উক্ত টাকা সূদসহ ফেরত দেয়া হয়। এক্ষণে সূদাসলসহ উক্ত টাকা হালাল হবে, না হারাম হবে? আসল বাদে সূদের টাকা কোন্ কোন্ খাতে বন্টন করতে হবে?

-মুহাম্মাদ মুহিউদ্দীন
রামচন্দ্রপুর, শ্রীপুর, লালগোলা
মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ জমাকৃত টাকার সাথে সরকারের পক্ষ হ'তে সূদবিহীন উদ্বৃত্ত টাকা যোগ করে প্রদান করা হ'লে তা নিঃসন্দেহ জায়েয হবে। কিন্তু সূদসহ সঞ্চয়কৃত টাকা প্রদান করা হ'লে জায়েয হবে না *(বাক্বারাহ ২৫)*। এমতাবস্থায় উক্ত টাকার আসল বাদে সূদের টাকা নেকীর উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে ফক্বীর, মিসকীনদের মাঝে এবং জনকল্যাণে ব্যয় করে দেয়া যায়। তবে মসজিদের কাজে লাগানো যাবে না।

প্রশ্নঃ (১২/২৫২)ঃ দুই পরিবারের ছেলে ও মেয়ের মধ্যে বদলি বিবাহ বৈধ কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আমীনুল ইসলাম
লোকোসেড, পার্বতীপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ মোহর নির্ধারণপূর্বক উক্ত বিবাহ সংঘটিত হ'লে জায়েয হবে। আর যদি মোহর নির্ধারিত হয়ে না থাকে অর্থাৎ এক ব্যক্তি তার কন্যাকে অপর ব্যক্তির পুত্রের নিকটে এই শর্তে বিবাহ দিল যে, অপর ব্যক্তির কন্যাকে তার পুত্রের নিকট বিবাহ দিবে, তাহ'লে জায়েয হবে না। এ পদ্ধতিকে 'শেগার' বলা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এ পদ্ধতিকে নিষিদ্ধ করেছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩১৪৬)*।

প্রশ্নঃ (১৩/২৫৩)ঃ ইফতারের জন্য অথবা কোন ইসলামী কাজের জন্য হারাম উপার্জন থেকে দান করলে গ্রহণ করা যাবে কি?

-মাহফূয
নলডহরী, লালগোলা, মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তরঃ হারাম উপার্জন থেকে ভক্ষণ করা জায়েয নয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ তা'আলা পবিত্র, তিনি পবিত্র বস্তু ছাড়া কবুল করেন না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৬৪০)*। আল্লাহ বলেন, 'হে মুমিনগণ! তোমরা পবিত্র বস্তু ভক্ষণ করো, যা আমি তোমাদেরকে রিযিক হিসাবে প্রদান করেছি' *(বাক্বারাহ ১৭২)*।

প্রশ্নঃ (১৪/২৫৪)ঃ জনৈক ব্যক্তি যাকাতের অর্থ দিয়ে এক গরীব লোকের পানির ব্যবস্থা করে দেন। এক্ষণে উক্ত গরীব লোকের সম্মতিতে যাকাতের হক্বদার নয় এমন ব্যক্তি ঐ পানি ব্যবহার করতে পারবে কি?

-ছাদেকুল ইসলাম
কালির বাজার, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ যাকাত গ্রহীতার সম্মতিতে যাকাতের হক্বদার নয় এমন ব্যক্তিরাও পানি ব্যবহার করতে পারবে। আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখলেন হাঁড়িতে গোশত রান্না হচ্ছে। কিন্তু খাওয়ার জন্য তাঁর নিকটে রুটি ও তরকারী উপস্থিত করা হ'ল। তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, পাতিলে গোশত রান্না করতে দেখলাম না? তারা বললেন, হ্যাঁ। কিন্তু তা বারীরাকে ছাদাক্বা স্বরূপ দেওয়া হয়েছে। আর আপনি তো ছাদাক্বার জিনিস ভক্ষণ করেন না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, উহা তাদের জন্য ছাদাক্বা, কিন্তু আমাদের জন্য হাদিয়া *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৫)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, যাকাত গ্রহীতাই প্রাপ্ত যাকাতের মূল মালিক হয়ে যায়। ফলে সে যে কাউকে তা থেকে প্রদান করলে তা আর ছাদাক্বা হয় না।

প্রশ্নঃ (১৫/২৫৫)ঃ বিধবা রমণীকে সাহায্য-সহযোগিতা করলে নাকি আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর ন্যায় মর্যাদা পাওয়া যাবে। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুস সালাম তালুকদার
হোতাপাড়া, মণিপুর, গাযীপুর।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য একটি ছহীহ হাদীছের অংশবিশেষ। হাদীছটি হচ্ছেঃ আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'বিধবা ও মিসকীনের তত্ত্বাবধানকারী আল্লাহ্র রাস্তায় জিহাদকারীর মত' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৪৯৫১; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৭৩৪ 'সৃষ্টির প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (১৬/২৫৬)ঃ জনৈক ছাহাবী বলেন, নবী করীম (ছাঃ) ঈদের দিনে আমাদের ছালাত আদায় করান এবং চারটি তাকবীর দেন। অতঃপর তিনি বলেন, জানাযার তাকবীরের মত ঈদের ছালাতেও চার তাকবীর দিতে হবে (ত্বাহাবী ২/৩৭১)। হাদীছটি সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

-নাজমুল হাসান
বাঁশদহা বাজার, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ উক্ত বর্ণনা একজন ছাহাবীর মন্তব্য মাত্র। এছাড়া সেখানে চার তাকবীরের কথা বলা হয়েছে, ছয় তাকবীর নয়। এরপরও মুহাদ্দিছগণ উক্ত সনদ যঈফ বলেছেন *(বায়হাক্বী ৩/২৯০; নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৬; মির'আতুল মাফাতীহ ২/৩৪৩)*। পক্ষান্তরে বারো তাকবীরের পক্ষে বিশের অধিক ছহীহ হাদীছ বিভিন্ন হাদীছ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম যেমন ১২ তাকবীরের আমল করে গেছেন, তেমনি তাঁরা বলেও গেছেন *(আবূদাঊদ, নাসাঈ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ প্রভৃতি)*। এমতাবস্থায় উক্ত একক বর্ণনা কিভাবে গ্রহণযোগ্য হ'তে পারে?

ঈদের তাকবীর সম্পর্কে ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন, আমার উস্তায ইমাম বুখারীকে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি বলেন, 'ঈদায়নের ১২ তাকবীরের চেয়ে অধিক ছহীহ কোন রেওয়ায়াত নেই' *(বায়হাক্বী, ৩/২৮৬; মির'আত হা/১৪৫৭, ২/৩৩৯)*। উল্লেখ্য যে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছয় তাকবীরে ঈদের ছালাত আদায় করেছেন মর্মে ছহীহ বা যঈফ কোন স্পষ্ট মারফূ হাদীছ নেই *(দ্রঃ ছালাতুর রাসূল, পৃঃ ১১৩)*।

প্রশ্নঃ (১৭/২৫৭)ঃ অপবিত্র অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়া যাবে কি? গোসল দেওয়ার পর কি ফরয গোসলের মত গোসল করতে হবে?

- আরিফা পারভীন
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ অপবিত্র অবস্থায় মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়াতে কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আয়েশা (রাঃ)-এর উরুর উপর হেলান দিয়ে কুরআন তেলাওয়াত করতেন অথচ আয়েশা (রাঃ) ঋতু অবস্থায় থাকতেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৮ 'ঋতু' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাকে মসজিদ হ'তে চাটাই আনতে বললেন, তখন আমি বললাম, আমি ঋতু অবস্থায় আছি। রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তোমার হাতে অবিত্রতা নেই' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৯)*। একদা আবু হুরায়রা (রাঃ) অপবিত্র অবস্থায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে সাক্ষাৎ করতে ইতস্ততবোধ করলে তিনি বলেন, 'নিশ্চয়ই মুমিন অপবিত্র হয় না' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৫১)*। উল্লিখিত হাদীছ সমূহ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ ব্যতীত অন্য সব কাজ করা যায়। অতএব মাইয়েতকে গোসল প্রদানেও কোন বাধা নেই। তবে যেহেতু তার ফরয গোসল বাকী আছে সেকারণ মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেওয়ার পর সে ফরয গোসল করে নিবে। তবে মৃত ব্যক্তিকে গোসলদানের কারণে পৃথকভাবে আবার গোসল করার প্রয়োজন নেই।

প্রশ্নঃ (১৮/২৫৮)ঃ আমি ওযর ছাড়াই একটি জুম'আ ছেড়ে দেই। ইমাম ছাহেবকে অবহিত করলে তিনি এক দীনার সমপরিমাণ ছাদাক্বাহ করতে বলেন। আমি তাই করেছি। এতে কি আমার ছালাতের কাফফারা আদায় হয়েছে?

-তা'যীমুল হক
উত্তর যাত্রাবাড়ী, ডেমরা, ঢাকা।

উত্তরঃ ইমাম ছাহেব যে দলীলের ভিত্তিতে ফৎওয়া প্রদান করেছেন তা যঈফ *(মিশকাত হা/১৩৭৪ 'ছালাত' অধ্যায়, 'জুম'আ ওয়াজিব' অনুচ্ছেদ; যঈফ ইবনু মাজাহ হা/২৩৩; যঈফ নাসাঈ হা/৭৫; যঈফ আবূদাঊদ হা/২৩১)*। অত্র হাদীছে কুদামা ইবনু ওয়াবরাহ নামক রাবী অজ্ঞাত *(আলবানী, মিশকাত তাহক্বীক্ব ১/৪৩৪ পৃঃ টীকা-২)*। এক্ষণে করণীয় হ'ল, উক্ত জুম'আর ছালাতের পরিবর্তে চার রাক'আত যোহরের ফরয ছালাত ক্বাযা আদায় করে নেওয়া। এজন্য পৃথক কোন কাফফারা লাগবে না। তবে স্বেচ্ছায় জুম'আর ছালাত ছেড়ে দেওয়ার জন্য আল্লাহ্র নিকট ক্ষমা চাইতে হবে।

প্রশ্নঃ (১৯/২৫৯)ঃ সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত আদায় করা নিষেধ কেন?

-আল-আমীন
পশ্চিম দুবলাই, কাযীপুর, সিরাজগঞ্জ।

উত্তরঃ সূর্যোদয়, দ্বিপ্রহর ও সূর্যাস্তের সময় ছালাত শুরু করা সিদ্ধ নয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৩৯-৪০-৪২; ফিকহুস সুন্নাহ ১/৮১-৮৩ পৃঃ)*। এর কারণ সম্পর্কে হাদীছে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সূর্য শয়তানের দুই শিংয়ের মধ্য দিয়ে উদিত হয় *(মিশকাত হা/১০৪২)*। এভাবে অস্তও যায়। আর ঐ সময় সূর্যকে কাফেররা সিজদা করে। অর্থাৎ কাফের-মুশরিকরা তখন সূর্যের পূজা করে। এমতাবস্থায় শয়তান এসে সূর্যকে পিছনে রেখে উপাসকদের সম্মুখে করে উপাসনা গ্রহণ করার জন্য দাঁড়িয়ে যায়। তাই এ সময় ছালাত আদায় করা নিষিদ্ধ। নিষেধের এটিই হচ্ছে মূল কারণ *(বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৯৭২ ও ৯৭৫, 'নিষিদ্ধ সময় সমূহ' অনুচ্ছেদ)*। উল্লেখ্য যে, কারণবশত ছালাত সমূহ এর অন্তর্ভুক্ত নয়। যেমন ক্বাযা ছালাত, তাহিয়াতুল মসজিদ ও জুম'আর সুন্নাত। কারণ এগুলির ব্যাপারে নির্দিষ্ট দলীল রয়েছে।

প্রশ্নঃ (২০/২৬০)ঃ মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা যায় কি?

- খায়রুযযামান
চরফ্যাশন, ভোলা।

উত্তরঃ মৃত ব্যক্তিকে চুম্বন করা যায়। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ক্রন্দনরত অবস্থায় মৃত ওছমান বিন মাযঊনকে চুম্বন করেছেন। ফলে তাঁর অশ্রু ওছমানের চেহারার উপর পড়েছিল *(তিরমিযী, আবূদাঊদ, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান, মিশকাত হা/১৬২৩ 'মুমূর্ষু ব্যক্তির নিকট যা বলতে হয়' অনুচ্ছেদ; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৫)*। অন্য হাদীছে আছে, আয়েশা (রাঃ) বলেন, আবুবকর (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ)-কে মৃত অবস্থায় চুম্বন করেছিলেন *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, হাদীছ হাসান-ছহীহ, মিশকাত হা/১৬২৪; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১৫৩৬)*।

প্রশ্নঃ (২১/২৬১)ঃ শ্যালিকার সাথে পরকীয়া প্রেম ও অবৈধ মেলামেশার কারণে স্ত্রী হারাম হয়ে গেছে মর্মে জনৈক আলেম ফৎওয়া দিয়েছেন। এর সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-খালেদ
পাঁচপীর, মাষ্টার পাড়া, কুড়িগ্রাম।

উত্তরঃ শ্যালিকার সাথে অবৈধ সম্পর্কের কারণে স্ত্রী হারাম হবে না। কেননা একটি হারাম কাজ অপর একটি হালালকে হারাম করতে পারে না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত আছে, এক ব্যক্তি তার শাশুড়ী ও শ্যালিকার সাথে ব্যভিচার করলে তিনি বলেন যে, এ কাজের জন্য তার স্ত্রী তার উপর হারাম হবে না' *(মুহাম্মাদ ইবনু আবী শায়বাহ, বায়হাক্বী, সনদ ছহীহ, ইরওয়াউল গালীল হা/১৮৮১, ৬/২৮৮ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, এ ধরনের অবৈধ কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে শরী'আতে রজমের বিধান রয়েছে। যা দেশের সরকার বাস্তবায়ন করবে।

প্রশ্নঃ (২২/২৬২)ঃ জুম'আর দিন নতুন পোষাক পরতে হবে, না ভাল পোষাক পরতে হবে?

-মেসের মাষ্টার
কাজিনা, কালীগঞ্জ, লালমণিরহাট।

উত্তরঃ জুম'আর দিন সুন্দরভাবে গোসল করে উত্তম পোষাক পরে মসজিদে যাওয়ার কথা হাদীছে এসেছে *(বুখারী, মিশকাত হা/১৩৮৭ 'ছালাত' অধ্যায়)*। নতুন পোষাক শর্ত নয়। তবে কারো নতুন পোষাক থাকলে তা পরিধান করে জুম'আর ছালাত আদায় করাতে কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (২৩/২৬৩)ঃ 'রিক্বাক্ব' অর্থ কি? শব্দটির ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুর রশীদ
ধনপাড়া, রাণীনগর, নওগাঁ।

উত্তরঃ 'রিক্বাক্ব' শব্দটি বহুবচন। এর অর্থ কোমলতা। যার সম্পদ কম তাকেও 'রিক্বাক্ব' বলা হয় *(আল-মুনজিদ, পৃঃ ২৭৩)*। হাদীছে মন গলানো উপদেশমালা অর্থে 'রিক্বাক্ব' শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ এমন বাণী সমূহ, যা দ্বারা অন্তর বিগলিত হয়, পার্থিব মোহ পরিত্যাগ করে পরকালের প্রতি আগ্রহ জন্মে *(হাশিয়া মিশকাত পৃঃ ৪৩৯ 'রিক্বাক্ব' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (২৪/২৬৪)ঃ নাবালকের ইমামতিতে ফরয ছালাত আদায় করা যাবে কি?

-আলহাজ্জ ডাঃ ছিদ্দীকুল আলম
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ নাবালক ইমাম যদি সুন্দরভাবে কুরআন তিলাওয়াত করতে পারে তাহ'লে তার পিছনে ফরয ছালাত সহ সবধরনের ছালাত জায়েয। আমর ইবনু সালামা বলেন, রাসূল (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন ছালাতের সময় উপস্থিত হবে, তখন তোমাদের মধ্য হ'তে যেন কেউ আযান দেয় এবং তোমাদের সেই ব্যক্তি ইমামতি করে যে কুরআন অধিক জানে। সালামা বিন আকওয়া (রাঃ) বলেন, একদা লোকেরা দেখল, আমার অপেক্ষা অধিক কুরআন জানা আর কেউ নেই। কেননা আমি পথিকদের নিকট হ'তে পূর্বেই তা মুখস্থ করেছিলাম। তখন তারা আমাকেই সামনে বাড়িয়ে দিল, অথচ তখন আমি ছয় কি সাত বৎসরের বালক মাত্র *(বুখারী, মিশকাত হা/১১২৬; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/১০৫৮ 'ইমামত' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (২৫/২৬৫)ঃ রুকূতে পিঠ সোজা না রাখলে ছালাতের কোন ক্ষতি হবে কি?

-ছফিউল্লাহ
নওহাটা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রুকূ এবং সিজদায় পিঠ সোজা রাখা যরূরী। ত্বালা ইবনু আলী (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'আল্লাহ তা'আলা সেই বান্দার ছালাতের প্রতি দৃষ্টি দেন না, যে ছালাতে রুকূ-সিজদায় পিঠ সোজা রাখে না' *(আহমাদ, সনদ ছহীহ মিশকাত হা/৯০৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। সুতরাং সমস্যা না থাকলে রুকূ এবং সিজদায় পিঠ সোজা রাখতে হবে। নচেৎ ছালাত ত্রুটিপূর্ণ হবে।

প্রশ্নঃ (২৬/২৬৬)ঃ রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে কি?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রামাযান মাসে জাহান্নামের শাস্তি বন্ধ থাকে না, বরং জাহান্নামের দরজা বন্ধ করে দেয়া হয় *(তিরমিযী হা/৬৭৭, 'হওম' অধ্যায়)*। এর অর্থ হ'ল- যে সমস্ত গোনাহ মানুষকে জাহান্নামের দিকে নিয়ে যায়, তা থেকে তাদের ইচ্ছাকে অন্যদিকে ফিরিয়ে দেয়া হয় *(তুহফাতুল আহওয়াযী ৩/২৯২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২৭/২৬৭)ঃ বাসে-ট্রেনে ইত্যাদি যানবাহনে চলার সময় হাত-পা নেই এমন অনেক পঙ্গু বিপন্ন লোক দেখা যায়, যাদের অনেকের এমন রোগ-ব্যাধি আছে যার প্রতি দৃষ্টি পড়লে শরীর শিহরিয়ে উঠে। এমতাবস্থায় করণীয় কি?

-আহমাদ
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ এমতাবস্থায় উক্ত প্রতিবন্ধীদেরকে যথাসাধ্য সাহায্য করা উচিত। সেই সাথে তার তুলনায় নিজের সক্ষমতা ও সুস্থতার জন্য আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া স্বরূপ নিম্নোক্ত দো'আটি পড়তে হবে-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَافَانِىْ مِمَّا ابْتَلاَكَ وَفَضَّلَنِى عَلَى كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلاً-

'সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহ্র জন্য যিনি তোমাকে বিপদ দ্বারা পরীক্ষায় নিপতিত করেছেন, তা হ'তে আমাকে নিরাপদে রেখেছেন এবং তাঁর সৃষ্টির অনেকের চেয়ে আমাকে অনুগ্রহ করেছেন' *(তিরমিযী, মিশকাত হা/২৪২৯)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রকৃত দ্বীন হচ্ছে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য কল্যাণ কামনা করা। আর তা হ'ল তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিম নেতৃবৃন্দের জন্য এবং সমগ্র মুসলিমের জন্য' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৪৯৬৬)*।

প্রশ্নঃ (২৮/২৬৮)ঃ কোন কোন এলাকায় মানুষ মারা গেলে বড় ধরনের খাওয়ার আয়োজন করা হয় এবং কাফন-দাফন

শেষ করে প্রস্তুত খাদ্য খেয়ে সবাই বাড়ী চলে যায়। এ ধরনের খাওয়ার ব্যবস্থা করা কি জায়েয?

-জামীল
শরীফপুর, রংপুর।

উত্তরঃ এধরনের খাওয়ার আয়োজন করা জায়েয নয়। এটা এক ধরণের কুসংস্কার। নেকীর আশায় এ ধরনের ব্যবস্থা করলে তা হবে বিদ'আত। এ কাজ ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ ছহীহ হাদীছে মৃত ব্যক্তির বাড়ীতে তার শোকাহত পরিবারের জন্য খাদ্য পাঠানোর কথা বলা হয়েছে। আব্দুল্লাহ ইবনু জা'ফর (রাঃ) বলেন, যখন জা'ফরের মৃত্যু সংবাদ আসল তখন নবী করীম (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা জা'ফরের পরিবারের জন্য খাদ্য তৈরী কর। কারণ তাদের নিকট এমন সংবাদ এসেছে, যা তাদেরকে দুঃখ-বেদনায় ব্যস্ত করেছে' *(ইবনু মাজাহ, হাদীছ ছহীহ, মিশকাত হা/১৭৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৯/২৬৯)ঃ অনেকে হাত ও পায়ের কাপড় গুটিয়ে ছালাত আদায় করেন। এরূপ করা কি ঠিক?

-আব্দুস সালাম
পুটিহার, ভাদুরিয়া, দিনাজপুর।

উত্তরঃ জামার হাতা এবং পায়জামা-প্যান্ট নীচে জড়িয়ে রাখা অবস্থায় ছালাত আদায় করা যাবে না। প্রয়োজনে পায়জামা, লুঙ্গি, প্যান্ট কোমরে জড়িয়ে নিতে হবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৮৮৭)*।

প্রশ্নঃ (৩০/২৭০)ঃ আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) কি খাৎনা করা অবস্থায় দুনিয়ায় এসেছিলেন?

-সৈয়দ ফায়েয
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খাৎনা করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ পাওয়া যায় না। তাঁর খাৎনা করা সম্পর্কে জাল ও যঈফ হাদীছের আলোকে তিনটি মতামত পাওয়া যায়। যেমন- (১) তিনি খাৎনা অবস্থায় জন্ম নিয়েছেন (২) যেদিন ফিরিশতাগণ তাঁর সিনা চাক করেছিলেন, সেদিন খাৎনা করা হয়েছিল (৩) তাঁর দাদা আব্দুল মুত্তালিব তাঁর জন্মের সপ্তম দিনে খাৎনা করেছিলেন। তিনি সেদিন খাদ্যের ব্যবস্থা করেছিলেন এবং মুহাম্মাদ নাম রেখেছিলেন। উক্ত বর্ণনাগুলির কোনটিরই ছহীহ ভিত্তি নেই' *(যাদুল মা'আদ ১/৮০ পৃঃ, 'খাৎনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/২৭১)ঃ প্রসিদ্ধ তিনজন ফেরেশতা আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করার জন্য মাটি আনতে গেলে মাটি খুব জোরে চিৎকার করে। ফলে তারা মাটি আনতে সক্ষম হয়নি। পরে 'মালাকুল মউত' চিৎকার উপেক্ষা করে মাটি নিয়ে আসে। অতঃপর আদমকে সৃষ্টি করা হয়। এ কথার সত্যতা জানতে চাই।

-আহমাদ
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ এ কথা সঠিক নয়, বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কারণ ছহীহ হাদীছে আছে, আল্লাহ তা'আলা নিজ হাতে যমীনের উপর অংশ হ'তে মাটি নিয়ে আদম (আঃ)-কে সৃষ্টি করেছেন *(আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, মিশকাত হা/১০০)*।

প্রশ্নঃ (৩২/২৭২)ঃ নানীর চাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যাবে কি?

-খাদীজা পারভীন
চোরকোল, গোপালপুর, ঝিনাইদহ।

উত্তরঃ নানীর বাচাতো বোনের মেয়েকে বিবাহ করা যায়, এমনকি নানীর চাচাতো বোনকেও বিবাহ করা যায়। কারণ আল্লাহ তা'আলা পবিত্র কুরআনে যাদেরকে বিবাহ করতে নিষেধ করেছেন, এরা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/২৭৩)ঃ বর্তমানে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী মিলে বিভিন্ন দর্শনীয় জায়গা দেখার জন্য 'শিক্ষা সফরে' যায়। এভাবে সফরে যাওয়া যাবে কি?

-মাওলানা মুযাফফর রহমান
কদমতলা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ শিক্ষক-শিক্ষিকা, ছাত্র-ছাত্রী এক সাথে মিলে শিক্ষা সফরে যাওয়া বৈধ নয়। কারণ এসব সফর কুসংস্কার ও নোংরা ফ্যাশন মাত্র। এতে শুধু অকল্যাণই রয়েছে। শিক্ষার নামে এ সফরে চলে চরম বেহায়াপনা। তাছাড়া নারীরা ইচ্ছামত সফর করতে পারে না। নারীদেরকে বিশেষ কোন যরূরী কারণে সফরে যেতে হ'লে মাহরাম ব্যক্তির সাথে যেতে হবে *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৫১৩)*।

তবে বিবেকবান ব্যক্তিদেরকে পৃথিবীতে বিচরণ করে অস্বীকারকারীদের পরিণতি দেখতে বলা হয়েছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'হে নবী! আপনি বলুন, তোমরা পৃথিবীতে বিচরণ কর এবং লক্ষ্য কর অস্বীকারকারীদের শেষ পরিণাম কেমন হয়েছিল? *(আনআম ১১; রূম ৪২)*। মূলতঃ আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক ব্যক্তিকে চিন্তা-ভাবনা করতে বলছেন এবং যারা নবী-রাসূলগণকে অস্বীকার করেছে এবং তাঁদের সাথে হটকারীতা করেছে তাদের পার্থিব শাস্তি কেমন হয়েছিল তা দেখার জন্য বলেছেন। এটা সফরের মাধ্যমেও হ'তে পারে সফর ছাড়াও হ'তে পারে।

প্রশ্নঃ (৩৪/২৭৪)ঃ আমাদের গ্রামের কবরস্থানের পাশে বিশাল খেলার মাঠ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরে সেখানে নানা ধরনের খেলাধুলা হয়ে থাকে। জনৈক আলেম বলেছেন, খেলাধুলার কারণে কবরবাসীর কষ্ট হয়। তাই কবরের সামনে খেলাধুলা করা ঠিক নয়। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-এফ.এম. লিটন
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ খেলাধুলার কারণে কবরবাসীর কষ্ট হয় একথা ঠিক নয়। তবে খেলাধুলা হচ্ছে আনন্দ-বিনোদনের মাধ্যম, আর কবরের পাশে গেলে মরণকে স্মরণ হয় *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৭৬৩)*, যা দুঃখ-বেদনা ও চিন্তা-ভাবনার কাজ। তাই এমন দু'টি

কর্ম পাশাপাশি হওয়া অপসন্দনীয়। কাজেই খেলার মাঠ দূরে হওয়া ভাল।

প্রশ্নঃ (৩৫/২৭৫)ঃ তালের রস খাওয়া কি জায়েয?

-জামীলুর রহমান
ধামতী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ তালের টাটকা রস খাওয়া জায়েয। তবে তালের রসকে বিলম্বিত করে নেশাদার বস্তুতে রূপান্তরিত করে খাওয়া জায়েয নয়। কেননা যেকোন বৈধ বস্তু যখন কোন কারণে এমন হয়ে যায়, যা খেলে বিবেকের ক্ষতি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তা খাওয়া হারাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে বস্তু নেশা সৃষ্টি করে তা হারাম' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৩৬৩৮)*। অতএব তালের রস যদি এমন হয়ে যায় যা পান করলে বিবেক লোপ পায়, তা পান করা হারাম হবে।

প্রশ্নঃ (৩৬/২৭৬)ঃ অনেককে দেখা যায়, সম্মুখে প্রশংসা করলে খুব খুশী হয়। আবার অনেকে প্রশংসা পাওয়ার জন্য নিজের ভাল বিষয়গুলি প্রকাশ করে। এটা কি বৈধ?

-আব্দুল হাফীয
চাঁদপাড়া, গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ সামনাসামনি প্রশংসা করা কিংবা প্রশংসা পাওয়ার আশায় আত্মগৌরব করা হারাম। এসব কাজ ধ্বংসের লক্ষণ। মিক্বদাদ ইবনু আসওয়াদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'সামনে অত্যধিক প্রশংসাকারীদের কাউকে দেখলে তোমরা তাদের মুখের উপর মাটি ছিটিয়ে দাও' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৮২৬, বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৬১৫)*। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'তিনটি জিনিস মুক্তিদানকারী এবং তিনটি জিনিস ধ্বংসকারী। মুক্তিদানকারী জিনিসগুলি হ'ল- প্রকাশ্যে ও গোপনে আল্লাহকে ভয় করা, খুশী ও অখুশী উভয় অবস্থায় সত্য কথা বলা এবং ধনী-দরিদ্র উভয় অবস্থায় মধ্যপন্থা অবলম্বন করা। আর ধ্বংস সাধনকারী জিনিসগুলি হ'ল- প্রবৃত্তির অনুসারী হওয়া, লোভ-লালসার দাস হওয়া এবং আত্মঅহমিকায় লিপ্ত হওয়া' *(বায়হাক্বী, শু'আবুল ঈমান, যাদীছ ছহীহ, তাহক্বীক্ব মিশকাত হা/৫১২২; বঙ্গানুবাদ মিশকাত হা/৪৮৯৫)*। অত্র হাদীছে আত্মগৌরব বা আত্মঅহমিকাকে ধ্বংসের কারণ বলা হয়েছে।

প্রশ্নঃ (৩৭/২৭৭)ঃ কুরআন তেলাওয়াতের শুরু ও শেষে কোন্ দো'আ পড়তে হয়? অনেক কুরআনের শেষে কুরআন খতমের লম্বা দো'আ লেখা আছে, এসব দো'আ পড়া যাবে কি?

-হানযালা
চাঁদপুর, বামনডাংগা, রূপসা, খুলনা।

উত্তরঃ কুরআন তেলাওয়াতের শুরুতে বিশেষ কোন দো'আ নেই। কুরআনের যে কোন স্থান হ'তে তেলাওয়াত শুরু করলে 'আউযুবিল্লাহ...' পড়তে হবে। আর কোন সূরার প্রথম হ'তে তেলাওয়াত আরম্ভ করলে 'আউযুবিল্লাহ' সহ 'বিসমিল্লাহ' পড়তে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'যখন তুমি কুরআন তেলাওয়াত কর তখন বিতাড়িত শয়তান হ'তে পরিত্রাণ চাও' *(নাহল ৯৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) 'বিসমিল্লাহ' অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে দুই সূরার মাঝে পার্থক্য বুঝতে পারতেন না' *(আবূদাঊদ, মিশকাত হা/২২১৮)*। কুরআন তেলাওয়াত শেষ করে বলতে হবে- سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوْبُ إِلَيْكَ– রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কুরআন তেলাওয়াত শেষে এবং বৈঠকের সমাপ্তি ঘোষণা কালে উক্ত দো'আ পড়তেন *(আহমাদ ৬/৭৭ পৃঃ)*। কুরআনের শেষে যেসব দো'আ আছে তা পড়া যাবে না। কারণ সেগুলি মানুষের তৈরি।

প্রশ্নঃ (৩৮/২৭৮)ঃ জমির আইল ঠেলার পরিণতি কি? দলীল ভিত্তিক জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আবদুর রহমান
শৌলমারী, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তরঃ অন্যায়ভাবে জমির আইল ঠেলা কবীরা গোনাহ। আয়েশা (রাঃ) বলেন, হে আবু সালমা! জমি জবরদখল হ'তে বিরত থাক। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমি জবরদখল করবে, ক্বিয়ামতের দিন সাতটি যমীন তার গলায় বেড়ী পরিয়ে দেওয়া হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৯৩৮ 'ব্যবসা' অধ্যায়, 'জমি জবর দখল' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/২৭৯)ঃ বর্তমানে ফেরীওয়ালারা দ্বারে দ্বারে ঘুরে মহিলাদের আঁচড়ানো চুল ক্রয় করছে। চুল বিক্রয় করা বৈধ কি?

-ফেরদাউস
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

উত্তরঃ চুল বিক্রি করা জায়েয নয়। কারণ মানুষের চুল ব্যবহার করা বৈধ নয়, যদিও তা পবিত্র বস্তু *(আল-মুগনি ১/১৮৩ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৪০/২৮০)ঃ অনিচ্ছায় ও অজান্তে কেউ যদি সামনে প্রশংসা করে তাহ'লে করণীয় কি?

-হাফেয কাওছার আহমাদ
ইমাম, জবাই আহলেহাদীছ জামে মসজিদ
সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ অনিচ্ছায় বা অজান্তে যদি কেউ কারো প্রশংসা করে, তাহ'লে যার প্রশংসা করা হচ্ছে তাকে নিম্নের দো'আটি পাঠ করতে হবে-

اللهم لاتؤاخذنى بما يقولون واغفرلى ما لايعلمون واجعلنى خيرا مما يظنون–

'হে আল্লাহ যা বলা হচ্ছে তার জন্য আমাকে পাকড়াও করো না, আমাকে ক্ষমা কর এমন বিষয়ে যা তারা জানে না এবং আমাকে তাদের ধারণার চেয়ে ভাল করে দাও' *(বুখারী, আদাবুল মুফরাদ, হা/৭৬১)*।

সন্ত্রাস, নৈরাজ্য ও জঙ্গীবাদের বিরুদ্ধে

সকল বিধান বাতিল কর
অহি-র বিধান কায়েম কর

আহলেহাদীছ জাতীয় মহাসম্মেলন

২ জুন '০৬
শুক্রবার
বেলা ২ টা

পল্টন ময়দান

সভাপতিত্ব করবেনঃ

ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন

ভারপ্রাপ্ত আমীর, আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ

বক্তব্য রাখবেনঃ

'আহলেহাদীছ আন্দোলন'-এর জাতীয় নেতৃবৃন্দ ও দেশবরেণ্য ওলামায়ে কেরাম

দলে দলে যোগ দিন
অহি ভিত্তিক সমাজ গঠনের শপথ নিন

আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ